মায়েরদাবী

মায়ের দাবী

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ
শিবদুর্গা পার্টি কর্তৃক অভিনীত

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, কলিকাতা—৬

দাম : দুই টাকা

প্রকাশক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার শীল
পর্ণ কুটীর
৬, কামারপাড়া লেন, বরাহনগর

প্রথম মুদ্রণ
মাঘ—১৩১৩

মুদ্রাকর—শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৩নং বাগবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

ভূমিকা

স্বর্গীয় ডি, এল, রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) মহাশয় যে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক রচনা ক'রে গেছেন, সে তাঁর অমর অবদান। আমার মত তুচ্ছ একজন নাট্যকারের সেই "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক রচনা করা ধৃষ্টতা মাত্র।

থিয়েটার ও যাত্রার নাটকের তুলনায় অনেক কিছু পার্থক্য আছে। বর্ত্তমানে যাত্রায় "চন্দ্রগুপ্ত" নামীয় কোন নাটক নাই। সেই কারণ কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে আমায় সেই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক রচনা কর্‌তে হ'লো। পাঠকগণের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন মনে করেন এ আমার রচনা নয়, এ সেই স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের অমর অবদানের ছায়া মাত্র—নতুন আকারে **"মায়ের দাবী"**।

ইতি—

নাট্যকার

তেহাট্টা—বর্দ্ধমান

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত পৌরাণিক নাটক

শান্তিরাজ্য

[বাসন্তী অপেরা পার্টি কর্ত্তৃক অভিনীত]

মথুরাপতি লবণ-দৈত্যের অত্যাচারে ক্ষীপ্ত প্রজাগণের গণতন্ত্র
প্রতিষ্ঠার বিরাট আয়োজন। মাতৃপূজার শুভ
উদ্বোধনে রাজতন্ত্রের কঠোর শাসন-নীতির
স্বেচ্ছাচারিতা। বিশ্বভেদি হাহাকার,
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যাগমন ও
লবণ সংহার—ধরার বুকে
শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা।
লোমহর্ষণ নাটক।

মূল্য ২৲ টাকা

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

নন্দ	...	...	...	মগধের রাজা
চন্দ্রগুপ্ত	...	...	...	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
বাচাল	...	...	...	নন্দের শ্যালক
চাণক্য	...	...	...	চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী
কাত্যায়ন	...	...	...	নন্দের মন্ত্রী
মহাবীর	...	...	...	পার্ব্বত্যরাজ
সেকেন্দার	...	...	...	গ্রীকসম্রাট্
সেলুকস	...	...	...	সৈন্যাধ্যক্ষ, পরে গ্রীক সম্রাট্
এন্টিগোনাস	...	...	...	গ্রীক-সৈন্যাধ্যক্ষ
পণ্ডিতজী	...	...	...	বাচালের সহচর
গোপাল	...	...	...	পণ্ডিতজীর পুত্র
আনন্দ	...	...	...	নন্দের পুত্র
বিধান	...	...	...	ছদ্মবেশী সাধক

পারিষদগণ, ভিখারী, সৈন্যগণ, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

কল্যাণী	...	...	...	মগধের রাণী
হেলেনা	...	...	...	সেলুকসের কন্যা
শ্যামলী	...	...	...	পার্ব্বত্য রাজকন্যা
মুরা	.	...	...	চন্দ্রগুপ্তের মাতা
তারিণী	...	...	...	পণ্ডিতজীর স্ত্রী

নর্ত্তকীগণ, সহচরীগণ ইত্যাদি

যাঁহার শক্তিশালী লেখনী যাত্রা জগতে যুগান্তর আনিয়াছে, যাঁহার নাটকাভিনয় করিয়া ভাণ্ডারী অপেরা, রঞ্জন অপেরা ও ভোলানাথ অপেরা সুখ্যাতি শিখরে উঠিয়াছে, যাঁহার প্রত্যেকখানি নাটক ভাবে, ভাষায়, সঙ্গীতে ও চরিত্র-চিত্রণে অতুলনীয়—

সেই খ্যাতনামা নাট্যকার

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের

আগামী নাটক

চন্দ্রশেখর

(প্রেমের বলি)

[প্রভাস অপেরায় অভিনীত। দাম ২৲ টাকা]

স্বাতন্ত্র্যে, স্বকীয়তায়, এক অনবদ্য সৃষ্টি এবং
অতি সহজেই অল্প লোকে অভিনয় যোগ্য।

এতে আছে ঃ

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে···ছোটবেলায় তারা ভালবেসেছিল পরস্পর পরস্পরকে···কিন্তু যৌবনে হ'ল না তাদের মিলন···মেয়েটির বিয়ে হ'ল আর একজনের সঙ্গে···ছেলেটি রইল চিরকুমার···তারপর উঠল ঝড়··· ভেঙ্গে গেল মেয়েটির নতুন-পাতা স্বামীর ঘর···অন্ধকার দুর্যোগে দেখা হল আবার দুজনে···কিন্তু মিলন তাদের আর হল না···বলি হল তারা নিয়তির খড়্গে প্রেমের যূপকাষ্ঠে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

হীরার হারে হয়রানী (ডিঃ, উঃ)

ককেসাসের বন্দী (অনুবাদিত)

মায়ের দাবী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রমোদ-কক্ষ

বাচাল, পণ্ডিতজী, পারিষদগণ ও নর্ত্তকীগণ আসীন

পারিষদগণ। চালাও,—চালাও, হরদম স্ফূর্ত্তি চালাও।

পণ্ডিতজী। সদা সত্যং—সদা সত্যং।

[সকলের সুরাপান ; নর্ত্তকীগণ গাহিতে লাগিল]

গীত

নর্ত্তকীগণ।—

আজি মঞ্জু রাতে, প্রিয় তোমারি সাথে,
হবে হিয়াটী বদল, মালা-বদল।
চাঁদের সুষমায় যাবো ভেসে,
কোন্ স্বপ্ন দেশে,
জাগায় শিহরণ মলয় হাওয়ায়
ভেঙ্গেছে আগল॥
কুহু-কুহু সই ডাকে ওই পাখী,
আবেশে ঘুমায় কাননে শাখী,
ফুলরাণী দেয় দোদুল দোল॥

[প্রস্থানোদ্যতা]

সকলে। বাহবা কি বাহবা !

পণ্ডিতজী। এই, দাঁড়াও ! [নর্ত্তকীগণ দাঁড়াইল] মালা-বদলের গান গেয়ে তোরা যে বড় মালা-বদল না ক'রেই স'রে পড়েছিস্? সেটি হবে না চাঁদমণিরা। আমাদের এই বড় কুটুম্ব-মহারাজের সঙ্গে মালা-বদল ক'রে যেতে হবে! আগে মালা-বদল হোক্; তারপর পাঁজি-পুঁথি দেখে আমি হিয়া-বদলের লগ্ন ঠিক ক'রে দেবো।

পারিষদগণ। বেঁচে থাক বাবা পণ্ডিতজি, বেঁচে থাক বাবা !

পণ্ডিতজী। কর্ ছুঁড়ীরা, মালা-বদল কর্।

[কেহ কেহ পণ্ডিতজীর শিখা টানিতে লাগিল, কেহ কেহ মাথায় চাঁটি মারিতে লাগিল]

পণ্ডিতজী। আহা-হা, এই—এই ! করিস্ কি—করিস্ কি !

[নর্ত্তকীগণ একে একে বাচালের গলায় মালা দিয়া নৃত্যভঙ্গে প্রস্থান করিল]

পণ্ডিতজী। ওহো-হো-হো !

পারিষদগণ। চালাও—চালাও বাবা, হরদম স্ফূর্ত্তি চালাও !

বাচাল। আলবৎ চালাতে হবে, আমি যখন রাজশ্যালক।

পণ্ডিতজী। আহা, যেন ইন্দ্র চন্দ্র—

পারিষদগণ। চালাও তবে। তোফা ! তোফা !

বাচাল। আমি এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

পারিষদগণ। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

পণ্ডিতজী। অকাট্যং সত্যং। হুজুর, আপনি এখন হাতে মাথা নিতে পারেন।

পারিষদগণ। পণ্ডিতজী ঠিক বলেছে—ঠিক বলেছে।

[পণ্ডিতজীর শিখা আকর্ষণ করতঃ মস্তকে চাঁটি মারিতে লাগিল]

পণ্ডিতজী। য়্যাঁ, আপনারা কি আমায় সরকারী ঢাক পেয়েছেন? তাই ইচ্ছামত পিটুচ্ছেন?

বাচাল। চুপ কর সব! হল্লা মাৎ কর।

সকলে। আজ্ঞে—আজ্ঞে!

পণ্ডিতজী। আজ্ঞে, এইবার আমরা সুশীলঃ সুবোধঃ ভবতি।

মহারাজ নন্দের প্রবেশ

নন্দ। অপমান! আমার অপমান! মগধেশ্বর নন্দের অপমান! বাচাল! বাচাল!

সকলে। আসুন—আসুন মহারাজ!

নন্দ। দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্ত আমার কবল হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই সুন্দরী শ্যামলীকে।

সকলে। আস্পর্দ্ধা! আস্পর্দ্ধা!

নন্দ। আমি সেই ঘৃণিত দাসীপুত্রের সে স্পর্দ্ধা চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেবো। সে জানে না যে, আমি এখন মগধেশ্বর।

বাচাল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হ'লেও সে এখন আপনার পায়ের কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়।

নন্দ। জারজ দাসীপুত্র নন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা—হাসির কথা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পণ্ডিতজী। সদা সত্যং।

নন্দ। চন্দ্রগুপ্তের আভিজাত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা আমায় ভুলিয়ে দিতে হবে। তার সে আকাশ-কুসুম কল্পনার স্বপ্ন ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিতে

হবে। মহারাজ নন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! যাও বাচাল! শ্যামলীকে চন্দ্রগুপ্তের কাছ হ'তে কেড়ে নিয়ে এস। দাসী মুরার আশ্রয়ে সেই পার্ব্বত্য রাজকন্যা অবস্থান কর্‌ছে। সুন্দরীকে আনা চাই। আমার আদেশ।

[প্রস্থান।

বাচাল। শ্যামলী—শ্যামলী। আহা, অপূর্ব্বসুন্দরী!

পণ্ডিতজী। সদা সত্যং।

বাচাল। যদি চন্দ্রগুপ্তের কবল হ'তে তাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে পারি—

পণ্ডিতজী। তাহ'লে আপনিই তাকে বিবাহং করোতি।

বাচাল। সে যে অনার্য্য-কন্যা।

পণ্ডিতজী। তা হোক্—তা হোক্! শাস্ত্রে আছে—শাস্ত্রে আছে। মল্যোন সর্ব্বদোষাণী খণ্ডতে।

বাচাল। এস, দেখি, কৃতকার্য্য হ'তে পারি কিনা। আমি রাজ-শ্যালক, হাতে মাথা নেবো, চন্দ্রগুপ্তের বাবার নাম ভুলিয়ে দেবো।

সকলে। আলবৎ! আলবৎ!

পণ্ডিতজী। সদা সত্যং!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

চিন্তিতা মুরা

মুরা। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! আমি দাসী। কি বিষাদময় জীবন আমার! কে জান্‌তো যে, আভিজাত্যের নির্ম্মম কশাঘাতে আজ আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হবে! কে জান্‌তো যে, ভালবাসার আশীর্ব্বাদ আমার ভাগ্যে এমন মর্ম্মান্তিক অভিশাপে পরিণত হবে! আমি রাজরাণী হবার কল্পনা কোনদিন করিনি, কর্‌তামও না। কিন্তু হায় মহারাজ, এক নীচকুলোদ্ভবা দাসীর তুমি কি সর্ব্বনাশ ক'রে গেলে! অন্ধকারে যাকে কুড়িয়ে পেলাম, তাকে তো আর অশ্রদ্ধায় ফেলে দিতে পারিনে। জন্ম তার শত অবজ্ঞার হ'লেও সে যে আমার পুত্র, আমি তার মা। দাসীর গর্ভে জন্মেছে, সে চিরদিন দাসীপুত্রই থাক্‌বে। মগধের সিংহাসন সে চায় না। আমিও রাজমাতা হ'তে চাই না। তবে আমাদের উপর তোমার এত হিংসা দ্বেষ কেন নন্দ? তুমি কি অতীতের সব কথা ভুলে গেছ? সূতিকাগারে তুমি যেদিন মাতৃহীন হও, সেদিন যে আমিই তোমার মা সেজেছিলাম। আমারি বুকের সুধায় তুমি মানুষ হয়েছিলে। আমিও ঠিক মায়েরই মত তোমায় বুকে তুলে নিয়ে অবাধে স্নেহধারা ঢেলে দিয়েছিলাম। সে অসহায় ক্ষণ কি এখন স্মরণ হয় না? ভগবান্! আর কতদিন মাতাপুত্রে আভিজাত্যের এই নির্ম্মম কশাঘাত সহ্য কর্‌বো? এ দুঃখ-নিশার কি প্রভাত হবে না?

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান ।—

ঐ যে অদূরে সুখ উষা-হাসে,
আঁধার যায় মা ধীরে ।
তরুণ তপন ঐ দেখা যায়,
ভেসো না মা আঁখিনীরে ॥
দেবের আশিস্ পড়িবে ঝরিয়া,
দুঃখ-নিশি মাগো যাইবে সরিয়া,
জয়ের আসন হইবে তোমার,
সুদিন আসিবে ফিরে ॥

[প্রস্থান ।

মুরা । সুদিন আস্‌বে ! এ দুঃখের কি অবসান হবেরে বিধান !

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত । মা !

মুরা । চন্দ্রগুপ্ত ? এস বাবা !

চন্দ্রগুপ্ত । আর যে সহ্য হয় না মা !

মুরা । কি কর্‌বে বাবা ! সহ্য কর ।

চন্দ্রগুপ্ত । সীমা যে ছাড়িয়ে যায় মা !

মুরা । উপায় নেই বাবা !

চন্দ্রগুপ্ত । উপায় নেই ? তুমি ঘৃণিতা অস্পৃশ্যা কলঙ্কিতা হ'লেও, আমি যে তোমারি গর্ভে জন্মেছি, তোমার অফুরন্ত বুকের সুধাই যে আমায়

এত বড় ক'রে তুলেছে। আমি জানি, তুমিই আমার সাধনা—তীর্থ, তুমিই আমার পরমারাধ্যা দেবী, তুমিই আমার মা। আমি যে আর দেখ্‌তে পারছিনে তোমার অশ্রুর প্লাবন, আমি যে আর সইতে পারছিনে আভিজাত্যের কশাঘাত। তুমি আমায় একটিবার আদেশ দাও মা!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। বল—বল, একটিবার বল—চন্দ্রগুপ্ত, তুমি প্রতিশোধ 'নাও। দেখ্‌বে তখন এই দাসীপুত্রের—

মুরা। ছিঃ পুত্র! অতটা অধৈর্য্য হ'য়ো না। তুমি যে নন্দের জ্যেষ্ঠ। আমি যে বুকের সুধা তোমায় বঞ্চিত ক'রে তার মুখে ঢেলে দিয়েছি। সে যে তোমার ভাই।

চন্দ্রগুপ্ত। ভাই? সে সম্বন্ধ কি সে রেখেছে মা? উঠতে বস্‌তে সে আমায় জারজ ব'লে উপহাস করে, অস্পৃশ্য দাসীপুত্র ব'লে ঘৃণা করে, কাছে গেলে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়। তার প্রতি কি ভায়ের অনুরাগ সম্ভব মা? না, আমি আর সহ্য কর্‌বো না, এবার বিদ্রোহী হবো, তুমি আমায় আদেশ দাও।

মুরা। এখনো সেদিন তোমার আসেনি চন্দ্রগুপ্ত! তুমি একা, শক্তিহীন। বিপুল রাজশক্তির অধিকারী নন্দ। তার বিরুদ্ধে এখন তুমি দাঁড়াতে পার্‌বে না। আগে নিজেকে শক্তিমান্ ক'রে গ'ড়ে তোল, শক্তি সঞ্চয় কর, তারপর। এখন তোমার শত চেষ্টা ব্যর্থ হবে। বড় ভুল করেছ চন্দ্রগুপ্ত, পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে আশ্রয় দিয়ে।

চন্দ্রগুপ্ত। ভুল করেছি পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে আশ্রয় দিয়ে? একি কথা বল্‌ছো মা? অনূঢ়া রাজকন্যাকে দস্যুর কবল হ'তে বাঁচিয়ে তার

সম্ভ্রম রক্ষা করেছি। এতো মানুষের কাজ। বল মা, এই আশ্রয় দেওয়া কি আমার অন্যায় হয়েছে ?

মুরা। অন্যায় হয়নি, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি যে একা, তোমার সাহায্য তো কেউ কর্‌বে না।

চন্দ্রগুপ্ত। মানুষ যারা—মনুষ্যত্ব যাদের আছে, তারাই আমায় সাহায্য কর্‌বে। আর কেউ করুক্, বা না করুক্, ধর্ম্ম আমায় সাহায্য কর্‌বে ; আর সাহায্য কর্‌বে তোমার পদধূলি—তোমার আশীর্ব্বাদ। লোকচক্ষে তুমি ঘৃণিতা দাসী হ'লেও তুমি আমার মা—মহাদেবী।

[প্রস্থান।

মুরা। পার্‌লাম না—পার্‌লাম না শত চেষ্টায় আর বিদ্বেষ-অনল নেভাতে পার্‌লাম না। চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! নন্দ তোমার ভাই। তুমি তাকে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত ও শ্যামলীর প্রবেশ

শ্যামলী। আপনি কেন আমায় আশ্রয় দিলেন ?

চন্দ্রগুপ্ত। আমার কি অন্যায় হয়েছে রাজনন্দিনি ?

শ্যামলী। [নীরব]

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তর দাও। চুপ ক'রে রইলে যে ?

শ্যামলী। কিন্তু আপনি যে বড় বিপদাপন্ন হয়েছেন।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন ?

শ্যামলী। মহারাজ নন্দের বিরুদ্ধে—

চন্দ্রগুপ্ত। আমার মানবত্বরক্ষায় আমি রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি।

তুমি ভীতা হ'য়ো না রাজকন্যা, আমি আজই তোমায় নির্ব্বিঘ্নে তোমার পিতার কাছে পৌঁছে দেবো।

শ্যামলী। আপনার এ করুণা আমি জীবনে ভুলবো না।

চন্দ্রগুপ্ত। প্রত্যুপকারের আশায় আমি তোমায় দস্যুর কবল হ'তে উদ্ধার করিনি রাজকন্যা, মাত্র আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি। দেখি এর জন্য মহারাজ নন্দ আমার কি করতে পারে।

দ্রুত মুরার প্রবেশ

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। কি হয়েছে মা?

মুরা। সৈন্য নিয়ে বাচাল আস্‌ছে শ্যামলীকে ধ'রে নিয়ে যেতে—নন্দের আদেশ। কি হবে পুত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। কি হবে? বাচালের রক্তে আজ এখানকার মাটি লাল হ'য়ে যাবে। ভয় কি মা? পুত্র তোমার দুর্ব্বল-ভীরু নয়, কার সাধ্য শ্যামলীকে আজ এখান হ'তে ধ'রে নিয়ে যায়।

সৈন্যসহ বাচালের প্রবেশ

বাচাল। শ্যামলীকে রক্ষা করতে গেলে কিন্তু মর্‌তে হবে তোমাকে।

চন্দ্রগুপ্ত। বাচালের সে শক্তি হবে না।

বাচাল। সাবধান দাসীপুত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। তুমিও সাবধান পরপদলেহী কুক্কুর!

বাচাল। জান, এখনি আমি তোমার হাতে মাথা নেবো! আমি মহারাজ নন্দের শ্যালক, আবার এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি!

চন্দ্রগুপ্ত। তুমিও জেনো রাজশ্যালক, চন্দ্রগুপ্তও মানুষ।

বাচাল। পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে আমার হাতে দাও।

মুরা। বাচাল! এ আবার কি?

বাচাল। চুপ কর্ দাসি!

চন্দ্রগুপ্ত। আরে আরে কুক্কুর! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

মুরা। [চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরিয়া] স্থির হও পুত্র! বাচাল! তুমি চ'লে যাও। এ পাপ-সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

বাচাল। পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে চাই।

চন্দ্রগুপ্ত। পাবে না। রাজকন্যা এখন আমার আশ্রিতা।

বাচাল। রাজার আদেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। রাজার অন্যায় আদেশ আমি মানবো না।

বাচাল। তাহ'লে দেবে না?

চন্দ্রগুপ্ত। না।

বাচাল। বটে? বধ কর—বধ কর সৈনিক!

চন্দ্রগুপ্ত। তবে এস কুক্কুর, তোমারি রক্ত নিয়ে আমার বিদ্রোহিতা সুরু হোক্।

[বাচালসহ যুদ্ধ, বাচাল ও সৈনিকের পরাজয়]

চন্দ্রগুপ্ত। রাজভক্ত বাচাল! [বাচালকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

মুরা। ক্ষমা কর ওকে।

চন্দ্রগুপ্ত। এখনো ক্ষমা।

মুরা। ক্ষমাই যে-মানুষের অমূল্য অলঙ্কার।

চন্দ্রগুপ্ত। মা!

মুরা। মায়ের আদেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। মায়ের আদেশ। যাও বাচাল, আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। মনে রেখো, এই ঘৃণিতা দাসীর অনুগ্রহেই আজ জীবন নিয়ে ফিরে গেলে। এস মা, এস রাজকন্যা!

[মুরা ও শ্যামলীসহ প্রস্থান।

বাচাল। কি, আমায় অপমান ক'রে রাজকন্যাকে নিয়ে গেল? দাঁড়াও—দাঁড়াও। হাতে মাথা নেবো—হাতে মাথা নেবো—আমি রাজার শালা। শালার অপমান! দাঁড়াও মাণিক!

[সৈন্যসহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

নন্দ ও বাচালের প্রবেশ

নন্দ। পারলে না—পারলে না বাচাল, চন্দ্রগুপ্তের কাছ হ'তে শ্যামলীকে আনতে পারলে না? চন্দ্রগুপ্তের এতদূর স্পর্দ্ধা যে, আমার আদেশ অবহেলা করে? তাকে আমি কঠোর শাস্তি দেবো। আমার মুখের গ্রাস সে কেড়ে নিয়েছে।

বাচাল। কি বলবো, সেই দাসী মাগীটা এসে সব মাটি ক'রে দিলে।

নন্দ। দাসীটা আবার কি করলে?

বাচাল। ছুটে এসে রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

নন্দ। বটে? ওঃ! দাসীর কি স্পর্দ্ধা। হুঁ—বুঝেছি, সে এখন রাজমাতা হ'তে চায়।

মুরার প্রবেশ

মুরা। তুমি ভুল বুঝেছ নন্দ! রাজমাতা হবার কল্পনা আমি একদিনও করিনি; যদি তা করতাম, তাহ'লে অনেক আগেই তোমার চোখে সূর্য্যের আলো নিবে যেত নন্দ! কিন্তু আজও তা যায়নি। কেন, জান? আমি তোমার মা; তোমাকে আমি পেটে না ধরলেও আমারি স্তনদুগ্ধে তুমি মানুষ হয়েছে। আজ তুমি যখন মগধের রাজা, আমি তো রাজমাতা হ'য়েই আছি। চন্দ্রগুপ্ত আর তুমি—উভয়েই যে আমার স্নেহের সম্পদ্।

নন্দ। এসব প্রলাপ বাক্য ভুলে যাও দাসি! যদি পুত্রের মঙ্গল চাও, তাহ'লে পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। নতুবা তোমার সেই জারজ পুত্র:কে আমি পশুর মত হত্যা করবো।

মুরা। নন্দ! নন্দ! চন্দ্রগুপ্ত যে তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

নন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বল্‌ছো কি তুমি ঘৃণিতা দাসি? চন্দ্রগুপ্ত আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা? পিতার দাসী হ'য়ে এত স্পর্দ্ধা তোমার যে, মহারাজের মা হ'তে চাও?

মুরা। সে আকাঙ্ক্ষা কি আমি করতে পারি না নন্দ? আমি কি তোমার কাছে মাতৃত্বের দাবী করতে পারি না?

নন্দ। না না, তাতে আমার আত্মসম্মান ম্লান হবে। দাসী তুমি, দাসীর মত থাক।

মুরা। তাতো আছি নন্দ!

নন্দ। মিথ্যাকথা। তুমি আমার অনিষ্ট করতে উদ্যত হয়েছ। গোপনে পুত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছো।

বাচাল। সেকথা একশোবার।

মুরা। কে তোমায় একথা বল্‌লে মগধেশ্বর? আমরা মাতা-পুত্রে তো একটি দিনও তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিনি, বরং তুমিই জানি না কি বিদ্বেষে আমাদের প্রতি অত্যাচার করতে সুরু করেছ?

নন্দ। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না নারি! জেনে রেখো, আমি মগধেশ্বর; তুমি দাসী—তুমি আমাকে যোগ্য সম্মান দেখাবে।

মুরা। বাঃ!

নন্দ। পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে শীঘ্র নিয়ে এস।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত তাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিতে গেছে।

নন্দ। সে কি? চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! ওঃ, একটা হীন দাসীপুত্রের এ কি অসীম দুঃসাহস যে, সে মগধ-সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে!

মুরা। তুমি তাকে ক্ষমা কর নন্দ, আমার অনুরোধ।

নন্দ। কে তুমি, তাই তোমার অনুরোধে দাসীপুত্রকে ক্ষমা কর্‌বো? না—না, তাকে আমি কখনই ক্ষমা কর্‌বো না।

মুরা। নন্দ আমি যে তোমার মা!

নন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বাচাল। উন্মাদিনী—উন্মাদিনী।

মুরা। তুমি আমায় মা না ভাবতে পার, কিন্তু আমি তোমায় ঠিক পুত্রের মতই ভালবাসি। দেখাবার নয়, তা না হ'লে বুক চিরে দেখাতাম, আমার অন্তরের একই আসনে তোমার আর চন্দ্রগুপ্তের স্থান। কত বিনিদ্র রজনী যার মুখপানে চেয়ে কেটে গেছে, সে আজ প্রতিদানে একটিবার মা ব'লে ডাকতেও কুণ্ঠিত হ'চ্ছে। চমৎকার সৃষ্টির বিধান! বাঃ রে অকৃতজ্ঞ সংসার! সত্যই কি তোর বুকখানা আজ এমনিভাবে বিষিয়ে গেছে?

বাচাল। চুপ কর বাছা, চুপ কর। তোমার নাকে কান্না আর ভাল লাগে না। এখন ভালয় ভালয় রাজকন্যাকে হাজির কর।

নন্দ। শীঘ্র তাকে এনে দাও।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত যে তাকে দিতে গেছে।

নন্দ। আমি ওসব কোন কথা শুনতে চাই না। আমি জানি, তুমি আদেশ কর্‌লেই চন্দ্রগুপ্ত আবার তাকে ফিরিয়ে আনবে। তুমি তাকে সেই আদেশ দাও।

মুরা। নন্দ!

নন্দ। বাচাল! একে নিয়ে যাও কারাগারে। কালই সেই কারাগারে প্রেরিত হবে চন্দ্রগুপ্তের ছিন্নশির।

বাচাল। চ'লে এস—চলে এস; সেদিন ভারী আস্ফালন দেখিয়েছিলে।

মুরা। নন্দ! মাতৃহীন অসহায় শিশুকে বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিপালন করার এই কি প্রতিদান?

নন্দ। মহারাজ ব'লে সম্বোধন কর।

মুরা। তাই বল্‌ছি, তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই। তবে এই দাসীর প্রার্থনা, তুমি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শত্রুতা ক'রো না। সে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।

নন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! না—না, সে আমার পরম শত্রু। নিয়ে যাও বাচাল!

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। একি! মাকে আমার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাচাল?

বাচাল। কারাগারে।

চন্দ্রগুপ্ত। কার আদেশে?

নন্দ। মগধেশ্বর নন্দের আদেশে।

চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু যাকে কারাগারে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছ, সে অসহায়া নয়, তার রক্ষক এই চন্দ্রগুপ্ত।

নন্দ। দাসীপুত্র! ঘৃণিত কুক্কুর! আয়—আয় তোকে হত্যা করি আয়।

চন্দ্রগুপ্ত। সাবধান মগধেশ্বর নন্দ!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! করছো কি পুত্র? ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ো না।

নন্দ। পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে শীঘ্র আমার কাছে এনে দাও দাসীপুত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। তাকে তার পিতার কাছে রেখে এসেছি।

নন্দ। ফিরিয়ে নিয়ে এস।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার কামানলে ইন্ধন যোগাতে, কেমন? তোমার এ আদেশ মানুষে পালন করে না। যারা পশু, তারাই এ আদেশ পালন কর্‌বে।

নন্দ। আমি তোমায় দণ্ড দেবো চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। তুমি দণ্ড দেবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভীরু লম্পট! তুমি আমায় দণ্ড দেবে? দুরাশা—দুরাশা! এস মা! তোমার স্থান কারাগারে নয়, তোমার স্থান আমার হৃদয়-রাজ্যে।

নন্দ। নিয়ে যাও বাচাল, ঘৃণিতা দাসীকে।

চন্দ্রগুপ্ত। সাবধান বাচাল! কাঁধ হ'তে এখনি মাথা খ'সে পড়্‌বে।

নন্দ। আরে আরে দাসীপুত্র! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সহসা গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান।—

হারাও কেন বুকের বল?
তোমরা এক মায়ের দুটি ছেলে
স্বার্থ-নেশায় কেন পাগল॥
ভায়ের মত নাইকো আপন,
ভাই যে রে হয় প্রাণের স্বজন

তারে অনাদরে ফেলছো দূরে,
তোমার সকল কর্ম্ম হবে বিফল ॥

[প্রস্থান

নন্দ। দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্ত আমার ভাই! না—না, কখনও না। বাচাল! বন্দী কর চন্দ্রগুপ্তকে।

চন্দ্রগুপ্ত। সিংহকে বন্দী করা সহজ নয় নন্দ!

নন্দ। কতখানি কঠিন, আমি তা আজ পরীক্ষা কর্‌বো। বাচাল! বধ কর এই হতভাগা পশুটাকে!

[উভয়ে চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিল, চন্দ্রগুপ্ত পরাজিত হইল]

নন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! দাসীপুত্র! এইবার তোর ইষ্টনাম স্মরণ কর্‌।

[চন্দ্রগুপ্তকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

মুরা। নন্দ নন্দ! [পদধারণ]

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। স্থির হোন্‌ মহারাজ! একটা গন্ধমুষিককে বধ ক'রে আপনার হস্ত কেন কলঙ্কিত কর্‌বেন? চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষমা ক'রে আপনার মহত্ত্ব দেখান।

নন্দ। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ মন্ত্রি! যাও চন্দ্রগুপ্ত, আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। তবে এ রাজ্যে আর তোমার স্থান হবে না, আমি তোমায় নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌লাম! তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার রাজ্য হ'তে চ'লে যাও।

বাচাল। খুব বেঁচে গেলে বাপধন!

[নন্দসহ প্রস্থান।

মুরা। মন্ত্রিবর! আজ আপনার জন্যেই আমার চন্দ্রগুপ্তের জীবন ফিরে পেলাম। এ রাজ-সংসারে আপনিই তার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তের জীবনে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন মা! আমি তাকেই অবলম্বন ক'রে একদিন আগ্নেয়গিরির মত ফুটে বেরুবো। আমার বুকে যে প্রতিহিংসা জমাট বেঁধে আছে—আমি সেই প্রতিহিংসা পূর্ণ কর্‌তে চাই।

মুরা। ব্রাহ্মণ!

কাত্যায়ন। আমার সাত সাতটা পুত্রকে চোখের সামনে অন্ধকার কারাগারে নন্দ মেরে ফেল্‌লে। উঃ—কি সে মর্ম্মন্তুদ ব্যথা! যখনিই সেই সাতটি সোনার চাঁদের মুখ মনে পড়ে, তখনি যে আমার জীর্ণ বুকখানা চৌচির হ'য়ে যায় মা! তবু—তবু বুকটা দুহাতে চেপে রেখে তার মন্ত্রিত্ব করছি—মাত্র প্রতিশোধ নেবার জন্য। তুমি যাও চন্দ্রগুপ্ত, রণনীতি শিক্ষা ক'রে এস—শক্তির অভাব হবে না,৷ মন্ত্রি কাত্যায়ন নেবে সে শক্তি-সঞ্চয়ের ভার। দাসীর গর্ভজাত হ'লেও তুমি যে সেই মহাপদ্ম নন্দের ঔরসজাত সন্তান। তুমি জ্যেষ্ঠ, তুমিই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী, একথা যেন চিরদিন স্মরণ থাকে।

[প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি চললাম মা, আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন আমার দলিতা দাসীমাকে—রাজ-মাতার আসনে বসাতে পারি।

মুরা। তবে যাও পুত্র। ফিরে এস আবার অতুল শক্তি নিয়ে, যেন সে শক্তিতে আমার এ মর্ম্মবেদনার অশ্রু মুছে যায়, শত লাঞ্ছিত জীবনের পথে যেন শান্তির অলকনন্দা নেমে আসে। পুত্রের কাছে এই তোমার মায়ের দাবী।

চন্দ্রগুপ্ত। তাই হবে মা! তাই হবে। পদধূলি দাও, আশীর্ব্বাদ কর— আবার যেন আমি ফিরে এসে আবেগজড়িতকণ্ঠে তোমায় মা—মা ব'লে ডাকতে পারি, বুকের শক্তি দিয়ে যেন তোমার বেদনার অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে পূর্ণ করতে পারি আমার মায়ের দাবী।

[পদধূলি গ্রহণ ও প্রণাম, মুরা আশীর্ব্বাদ করিল।

[চন্দ্রগুপ্তের প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মুরার প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

জনৈক ভিখারী গাইতে গাইতে যাইতেছিল

গীত

ভিখারী।—

সভয়ে বিশ্ব কাঁপে গো যখন,
তখন ডাকি মা তোরে।
কোথায় জননি, আয় মা ছুটিয়া
দুর্জ্জয় ঘন ঘোরে॥
আয় মা শক্তি, অট্ট হাসিয়া,
আকাশ হইতে সঘনে নামিয়া,
ভগ্ন কুটীর দ্বারে॥
ছন্দে নাচিবে হৃদয় তখন,
জাগিয়া উঠিবে শত শিহরণ,
দলিত মথিত মরুর বুকেতে
পড়িবে অলকা ঝ'রে॥

[প্রস্থান।

সাধুবেশী পণ্ডিতজীর প্রবেশ

পণ্ডিতজী। হর হর বোম্ বোম্! মনের ঘেন্নায় বাবা সাধু সাজ্তে হ'লো। সংসার আর ভাল লাগে না। কেবল নেই আর নেই। তার ওপর গিন্নীও দিন দিন বিকট হ'তে বিকটতর হ'য়ে উঠ্ছেন। কিছু বল্বার উপায় নেই। কথায় কথায় বল্তে আরম্ভ করেছেন—আহা কি মধুর বাক্য—"মিন্সে, তুই বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা।" ওদিকে বাজার শুদ্ধ্ দেনা। পাওনাদারেরা যে রকম তাগাদা আরম্ভ করেছে, তাতে দেখ্লাম সাধু হওয়াই একমাত্র নিষ্কৃতি পাবার পথ। ব্যস্! হর হর বোম্ বোম্! আর কোন পাওনাদার শালা কাছে ঘেঁস্বে না। গিন্নীও সোজা হ'য়ে যাবে। থাক্ বাবা, খাঁটী সাধু হয়েছি। কিছুতেই আর সংসারে যাচ্ছিনে। তাইতো, আজ তিন চারদিন বাড়ী থেকে চ'লে এলাম, কেউ তো আমার খোঁজ করলে না! ভারী মজা হয়েছে। ওকি! ওই না গোপাল আসছে? চোখ বুজে গাছতলাটায় বসি। দেখি ব্যাটা কি করে!

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। আচ্ছা মজা হয়েছে বাবা!

গীত

বাবা আমার পটল তুলেছে।
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার ভারী ফূর্ত্তি হয়েছে॥
বাবা ব্যাটা ছিল বদ,
খেতে দিত না একটু মদ,
আজ মনের সুখে ঢালি বোতল,
বাবা খুব উপকার করেছে॥

পণ্ডিতজী। হর হর বোম্ বোম্! শিবশম্ভু শঙ্কর! বাবা বিশ্বনাথ কি জয়!

গোপাল। আরে, এ কে? সাধুবাবা যে? কি হে সাধুবাবা, গাঁজা টাঁজা চলে তো? কিছু আছে টাছে নাকি? মাইরি, অনেকদিন গাঁজা খাইনি। খাওয়াতে পার বাবা?

পণ্ডিতজী। [স্বগত] ব্যাটা একবারে অধঃপাতে গেছে দেখ্‌ছি।

গোপাল। কি বাবা, কথা কও না। ধাঁ ক'রে সেজে ফেল বাবা! আমি তোমায় কাল এক পুরিয়া না হয় এনে দেবো।

পণ্ডিতজী। আহা, তুমি একটি হীরের টুকরো। গাঁজা খেলে তোমার বাবা কিছু বল্‌বে না তো?

গোপাল। বাবা কি আমার আছে সাধুবাবা? ক'দিন হ'লো বাবা ব্যাটা মনের দুঃখে বিরাগী হ'য়ে চ'লে গেছে।

পণ্ডিতজী। বল কি হে?

গোপাল। মায়ের ঝাঁটা আর আমার লাঠির ঠ্যালায় শ্রীমান্ বাবা আমার উধাও হয়েছেন। বাঁচা গেছে মশাই! আপদ গেছে। এখন প্রাণ খুলে স্ফূর্ত্তি চালাবো। সেজে ফেল বাবা। চোঁ ক'রে এক টান মেরে দিয়ে চ'লে যাই।

পণ্ডিতজী। বটেরে হারামজাদা! আমিই যে তোর বাবা। [কাণ ধরিল]

গোপাল। য়্যাঁ, তুমি আমার বাবা? চালাকি পেয়েছ? মার্‌বো এখুনি এক থাপ্পড়।

পণ্ডিতজী। কি, পাষণ্ড! [প্রহার]

গোপাল। দাঁড়াও—দাঁড়াও, মাকে ডেকে আন্‌ছি। তোমার বাবাগিরি বার্ কর্‌ছি। ব্যাটা জোচ্চোর কোথাকার।

[দ্রুত প্রস্থান।

পণ্ডিতজী। তাইতো, সর্ব্বনাশ ক'রে ফেল্‌লাম দেখ্‌ছি। এখুনি যে মহাপ্রলয় আরম্ভ হবে। এখান হ'তে পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। নইলে আমার মুণ্ডুপাত ক'রে ফেলবে। বাপ্ ; গিন্নীর যা রাগ। হর হর বোম্ বোম্, হর হর বোম্ বোম্।

[প্রস্থান।

কাটারিহস্তে তারিণী ও লাঠিহস্তে গোপালের প্রবেশ

তারিণী। কইরে গোপাল, সেই আঁটকুড়ির ব্যাটা সাধু মিন্সে কই? এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার গোপালের কাণ ম'লে দেয়, তার গায়ে হাত তোলে? আজ তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে শেষ ক'রে ফেল্‌বো। চেনে না তারিণীঠাকরুণ কে?

গোপাল। তাইতো মা, সাধুব্যাটা যে পালিয়ে গেছে! আবার বল্‌লে কিনা আমি তোর বাবা।

তারিণী। য়্যাঁ, বলিস্ কিরে? সত্যি না কি? মিন্সে কি তবে সত্যি সত্যি সাধু হয়েছে?

গোপাল। না মা, শুনিস্ কেন? আমার বাবা হ'লে আমি চিন্‌তে পার্‌তাম না? শালা আচ্ছা পালিয়েছে। দেখ্‌তে পেলে ইয়া লাঠি হাঁকড়াতাম্।

তারিণী। চ—চ, সাধু মিন্সেকে খুঁজে দেখিগে চল্।

গোপাল। আরে, সে আমার বাবা নয়।

তারিণী। তা'হলে কর্ত্তা গেল কোথায় ?

গোপাল। যমের বাড়ী গেছে।

তারিণী। ওরে, সে যমের বাড়ী গেলে রোজ রোজ আমি কার বাপান্ত কর্‌বো রে, কার পিঠে ঝাটা মার্‌বো রে ?

গোপাল। আয়—আয়, আর চিল্লাতে হবে না। চেষ্টা কর্‌লে ও রকম অনেক বাবা পাওয়া যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশানসান্নিধ্য

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। দূরে শুধু ঝিঁ-ঝিঁ ঝিল্লীরব। উঃ, কি বিরাট অন্ধকার! মাঝে মাঝে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ শব্দ ক'রে স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিচ্ছে। দুর্গন্ধ বাতাসে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। এই সেই শ্মশান। একদিন এইখানেই আমার প্রেয়সীকে রেখে গেছি। প্রেয়সি! প্রেয়সি! তুমি কি এখনো ঘুমুচ্ছো? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তাইতো, আমি কি বল্‌ছি। আমি কি উন্মাদ? ওই! ওই বুঝি প্রেয়সী আমার হাস্‌ছে। উঃ, কি কঠোর সংসার! ভগবানের কি নির্ম্মম বিচার! দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ সর্ব্বস্বহারা। প্রেয়সি! তোমার জন্য যে আমি বুকভরা ব্যথা নিয়ে আজও কেঁদে বেড়াচ্ছি। তুমি কি আর ফিরে আস্‌বে না?

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান।—

সে তো আসিবে না ফিরে আর।
তুমি যতই ফেলগো অশ্রুধার॥
শত যুগ যদি ফেল আঁখি বারি,
যদি শত যুগ কর হাহাকার,
যে ফুল ঝরেছে মাটির বুকেতে
কে আর দেখিবে হাসিটি তার॥

[প্রস্থান।

চাণক্য। সত্যই সে আর ফির্‌বে না! তবে বৃথা আমার এ অশ্রু বিসর্জ্জন। বিষ—তীব্র বিষময় এ সংসার। প্রেয়সি! সুন্দরি! তুমি আমায় সংসার হ'তে যত দূরে পার টেনে নিয়ে যাও। আমি আর দিবারাত্র বৃশ্চিকদংশন সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনে, আমি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব'লে সকলেই আমায় ঘৃণা করে। ব্রাহ্মণকে দেখে একটা শুষ্কপ্রণাম পর্য্যন্ত কেউ কর্‌তে চায় না। [ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতেছিলেন, সহসা পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটিল] ওঃ, একি! নীচ কুশাঙ্কুর পর্য্যন্ত আমায় উপহাস কর্‌ছে। দাঁড়াও, আমি আজ কুশগুচ্ছ সমূলে নির্ম্মূল কর্‌বো।

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। নমস্কার ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। কে, মহারাজ নন্দের মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। হ্যাঁ চাণক্য!

চাণক্য। আবার কি চাও? আমি তো একে একে সব দিয়েছি। আমার আর কিছুই নেই। আমি এখন নিঃস্ব—দীন—কাঙাল, তবে আর কি নিতে এসেছ? ভগবান্ আমার সহধর্ম্মিণীকে কেড়ে নিলে, মহারাজ আমার সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত কর্‌লে, সকলেই আমার ওপর অত্যাচার কর্‌লে, আমি কিন্তু নীরব—মূক—বধির। এই দেখ তুচ্ছ কুশাঙ্কুর পর্য্যন্ত আমার কি রকম শত্রুতা কর্‌ছে। বিঁধছে—আমার পায়ে বিঁধছে। আমি নির্ম্মূল কর্‌বো এই কুশগুচ্ছ।

[কুশগুচ্ছ উৎপাটনের চেষ্টা]

কাত্যায়ন। আমি তোমার কাছে এসেছি—

চাণক্য। কেন? কি নেবে আমার? আর আমার কিছুই নেই।

হাঃ-হাঃ-হাঃ ! চাণক্য আজ নিঃস্ব—দীন—কাঙাল। উঃ ! কি বল্‌বো ব্রাহ্মণের আর সেদিন নেই। সে প্রতাপ নেই। ব্রাহ্মণ এখন পরপিণ্ড-ভোজী অসহায়—দুর্ব্বল।

কাত্যায়ন। কেন চাণক্য ?

চাণক্য। কেন ? তারা বড় বেড়ে উঠেছিল ; তাই তাদের এতদূর অধঃপতন। তাই তারা আজ নির্বিষ ভুজঙ্গের মত প'ড়ে আছে। নীচ এসে তাদের দিবারাত্র দলিত কর্‌ছে। তারা পর্ব্বতশিখর হ'তে গভীর গহ্বরে পড়েছে। তারা অজ্ঞান-অন্ধকারে আত্মহারা হ'য়ে পরের উচ্ছিষ্ট অন্ন আনন্দে গ্রহণ কর্‌ছে। লজ্জা নেই—ঘৃণা নেই। তাই বল্‌ছি মন্ত্রি, ব্রাহ্মণের আর সেদিন নেই। একদিন ছিল, যেদিন ব্রাহ্মণকে দেখে ত্রিদিব সভয়ে মাথা নত কর্‌তো—স্বয়ং নারায়ণ তার পদাঘাত-চিহ্ন আদর করে বুকে ধারণ কর্‌তো। সেই উপবীত-সার ব্রাহ্মণ আজ একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য লালায়িত। উঃ, সে জাতির কি অধঃপতন—কি শোচনীয় পরিণাম !

কাত্যায়ন। ব্রাহ্মণ কি ইচ্ছা কর্‌লে তাদের সেদিন ফিরিয়ে আন্‌তে পারে না ?

চাণক্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! তারা আর পার্‌বে না। তাদের সেদিন—সে ক্ষমতা চ'লে গেছে।

কাত্যায়ন। এখনো সম্পূর্ণ যায়নি। এখনো সর্ব্বকার্য্যের বিধান দাতা এই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের স্থান এখনো সমাজের বহু উচ্চে। এই ব্রাহ্মণই আবার তাদের হাবানো সম্পদ্ ফিরে আন্‌বে।

চাণক্য। আন্‌বে ? কে আন্‌বে ?

কাত্যায়ন। তুমি।

চাণক্য। আমি ?

কাত্যায়ন। হ্যাঁ তুমি, তোমাকেই আন্‌তে হবে। তারা যা হারিয়েছে, তা তোমাকেই খুঁজে আন্‌তে হবে।

চাণক্য। মন্ত্রি!

কাত্যায়ন। সেইজন্যই আমি আজ তোমার কাছে এসেছি। তোমায় মহারাজের মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য কর্‌তে হবে।

চাণক্য। আমি দীন-দরিদ্র বটে কিন্তু মর্য্যাদা হারাইনি। কোনদিন অনশন, কোনদিন অর্দ্ধাশনে থাক্‌লেও কখনো নতশির হয়নি চাণক্য। মহারাজ নন্দের পৌরোহিত্য আমি কর্‌তে পার্‌বো না—কখনই না—ম'রে গেলেও না। আমি নীচের দাসত্ব কর্‌বো না। এ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

কাত্যায়ন। কিন্তু চাণক্য!—

চাণক্য। আঃ, কেন আমায় জ্বালাতে এসেছ মন্ত্রি? আমি কি আমার ভগ্নকুটীরে ব'সে একফোঁটা চোখের জল পর্য্যন্ত ফেল্‌তে পার্‌বো না?

কাত্যায়ন। চাণক্য! তুমি কাঁদছো?

চাণক্য। কান্না ছাড়া আর উপায় কি কাত্যায়ন? দৈবের শত্রুতায় আমার বক্ষঃ শতধা চূর্ণ! যখন সেসব স্মৃতি মনে পড়ে—যখন মনে পড়ে, আমার কি ছিল—আমি কি ছিলাম—আজ কি হয়েছি, উঃ, তখন আমি উন্মাদ হ'য়ে উঠি। মনে হয়—

কাত্যায়ন। তুমি স্থির হও চাণক্য, অধীর হ'য়ো না।

চাণক্য। অধীর? না—না, আমি কাঁদবো—চীৎকার ক'রে কাঁদবো। চোখের জলে বিশ্ব ভাসিয়ে দেবো। অবিচারে অত্যাচারে সৃষ্টি ভ'রে গেছে—ভগবানের সত্তা পৃথিবী হ'তে মুছে গেছে—অন্ধকার সর্ব্বস্ব গ্রাস করেছে।

কাত্যায়ন। আবার সেদিন ফিরিয়ে আন্‌তে হবে ব্রাহ্মণ! নিরাশার অন্ধকারে বসে নিষ্ফল রোদন ক'রো না, আবার নব উদ্যমে বুক বাঁধ। বজ্রের মত গর্জ্জে ওঠ, কর্ম্মের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়— ফিরিয়ে আন সেদিন, ফিরে আসুক্‌, সেদিন।

চাণক্য। আবার কি সেদিন ফিরে আস্‌বে মন্ত্রি? বুক যে ভেঙ্গে গেছে!

কাত্যায়ন। সেই ভাঙ্গা বুক আবার জোড়া লাগ্‌বে। দিন কখনো সমান যায় না ব্রাহ্মণ! কখনো সুখ, কখনও দুঃখ, আলোক অন্ধকারের সমন্বয়ে যে সৃষ্টি রচিত। তুমি কি শুধু একাই এই রকম কাঁদছো ব্রাহ্মণ? দুঃখ কি শুধু তোমার একার? আমারও কম দুঃখ নয় চাণক্য! আমার সাত সাতটা ছেলে রাজার আজ্ঞায় অন্ধকার কারাগারে ম'রে গেল, আমি সে দৃশ্য নিজে চোখে দেখেছি।

চাণক্য। বাঃ! তবু তুমি তার মন্ত্রী? তার দাস?

কাত্যায়ন। তবু আমি তার দাস। কি জন্য হয়েছি জান? কি জন্য এখনো বেঁচে রয়েছি জান? প্রতিশোধ নেবার জন্য—প্রতিশোধ নেবার জন্য। তাই আমার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। আমি দ্বাপরের শকুনির মত মহারাজের মন্ত্রণাদাতা। চাণক্য! তুমি আমার সহায় হও, আমি যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত করি, তুমি দাও আহুতি।

চাণক্য। উঃ, নীচের যত অত্যাচার শুধু এই ব্রাহ্মণের উপর! বল মন্ত্রি, এখন আমায় কি করতে হবে?

কাত্যায়ন। এস ব্রাহ্মণ, আবার আমরা আমাদের লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধার করি, প্রনষ্ট মর্য্যাদাকে আবার হিমাচলের মত গ'ড়ে তুলি, নির্ব্বাপিত ব্রহ্মতেজকে আবার জ্বালিয়ে তুলি। এস, আমরা আজ

দুই ব্রাহ্মণ মিলিত হ'য়ে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিই। দেখিয়ে দিই এস—সৃষ্টি যতদিন, ব্রাহ্মণ ততদিন। এস—এস ভাই!

চাণক্য। আচ্ছা, তাই হবে। আমি মহারাজের পৌরোহিত্য স্বীকার কর্‌লাম। কিন্তু ব্রাহ্মণের আর সেদিন আস্‌বে না। তার সব যাবে।

কাত্যায়ন। সব যাবে? তুমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না?

চাণক্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ, রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো—পার্‌বো। আবার এই কলির ব্রাহ্মণ দ্বাদশ মার্ত্তণ্ডের মত জ্ব'লে উঠ্‌বে। তার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার ক'রে সৃষ্টির বুকে ধ্রুবতারার মত জাজ্জ্বল্যমান থাক্‌বে।

[প্রস্থান।

কাত্যায়ন। দেখি, এইবার প্রতিশোধ নিতে পারি কি না। আমার সাত সাতটা সোনার চাঁদ—উঃ! কত সয়? এ বুকে আর কত সয়? আমি ভুলতে পারি না। অন্ধকার কারাকক্ষে তাদের সে বিশুষ্ক মুখ আমি কি ভুল্‌তে পারি? না—না, প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ। দেখি, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় কি না!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রীক-শিবির

সেকেন্দার ও সেলুকস আসীন, জনৈক গ্রীক-নর্ত্তকী লীলায়িত নৃত্যকলানৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

সেকেন্দার। সৈন্যদের স্বদেশে ফিরে যাবার আদেশ দাও সেলুকস, আমাদের স্বদেশে ফির্‌তে হবে।

সেলুকস। সে কি সম্রাট্‌?

সেকেন্দার। আশ্চর্য্য হ'লে সেনাপতি?

সেলুকস। সত্যই আশ্চর্য্য হ'চ্ছি সম্রাট্‌! সম্রাটের দিগ্বিজয় যে এখনো অসম্পূর্ণ!

সেকেন্দার। সত্যই অসম্পূর্ণ। ভেবেছিলাম সম্পূর্ণ ক'রে যাবো, কিন্তু তা আর হ'লো না। দিগ্বিজয় পূর্ণ কর্‌তে হ'লে, আবার নূতন গ্রীক-সৈন্যের প্রয়োজন। কত রাজ্য, কত জনপদ দলিত ক'রে সুদূর ম্যাসিডন হ'তে দুর্ব্বার জলস্রোতের মত ছুটে এসেছি। অর্দ্ধেক এশিয়ার বুক গ্রীক-সৈন্যের পদভারে কেঁপে উঠেছে, কোথাও বাধা পাইনি, প্রথম বাধা পেলাম শতদ্রু-তীরে। আমি স্তম্ভিত—বিস্মিত হ'লাম। ভেবেছিলাম, এশিয়ার মাটিতে বীর নেই। কিন্তু এই ভারতের মাটিতে বীরের দেখা পেলাম। দেখ্‌ছি এদেশ জয় কর্‌তে হ'লে আবার নতুন শক্তি চাই। বন্দী পরাজিত পুরুর সেই নির্ভীক উত্তরে চম্‌কে গেলাম। দেখলাম এদেশ বীরভূমি,

এ শক্তিতে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হবে না। পুরুর সেই তেজোদীপ্ত স্বর আমার কর্ণে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে—"রাজার প্রতি রাজার আচরণ কর।"

সেলুকস। সম্রাট্! ভারত কি সত্যই বীরভূমি?

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান।—

বীরের দেশ এ ভারত ভূমি কীর্ত্তি যাহার সেরা।
দর্প যাহার আকাশ-জোড়া গর্ব্ব দিয়ে ঘেরা॥
এ দেশের ওই নরনারী মর্‌তে জানে হেসে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে অরির বুকে দেশকে ভালবেসে,
রক্তবীজের বংশ এরা, নয়কো সহজ জয় করা॥

[প্রস্থান।

সেকেন্দার। সত্যই সেলুকস, এ ভারত বীরভূমি। বিচিত্র এ দেশ। চেয়ে দেখ ভারতের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! যেন মর্ত্ত্যে অমরাবতী। আমি এদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধতে চাই না, তবে এদেশের বুকের ওপর গ্রীকজাতির একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে হবে।

চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া এণ্টিগোনাসের প্রবেশ

এন্টিগোনাস। সম্রাট্! এ একজন গুপ্তচর।

সেকেন্দার। সেকি?

এন্টিগোনাস। শিবির পার্শ্বে ব'সে এই যুবক কি লিখ্‌ছিল, দেখ্‌তে চাইলাম কিন্তু আমায় দেখ্‌তে দিলে না; তাই বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। বল যুবক, এ অভিযোগ কি সত্য?

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য সম্রাট্‌! ভারতবাসী কখনো মিথ্যাকথা বলে না।

সেকেন্দার। তোমার পত্রের মর্ম্ম তবে কি ?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্য নয়। লিখে রাখছিলাম সম্রাটের বাহিনী পরিচালনা—ব্যূহরচনা প্রণালী—গ্রীক-রণনীতি।

সেকেন্দার। কার কাছে তুমি সেসব শিখেছ ?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে। [সেলুকসকে দেখাইয়া দিল]

সেকেন্দার। সেলুকস! সত্য ?

সেলুকস। সত্য সম্রাট্‌! মাসাবধিকাল আমি ওকে শিক্ষা দিয়েছি। যুবকের হাবভাব, কথাবার্ত্তা আমার বড় ভাল লাগ্‌তো, তাই সরল বিশ্বাসে একে রণনীতি শিক্ষা দিয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি যে, এ যুবক বিশ্বাস-ঘাতক—গুপ্তচর।

এন্টিগোনাস। মিথ্যাকথা। সম্রাটের অনিষ্টসাধনের অভিপ্রায়ে তুমি ওকে শিক্ষা দিচ্ছিলে। তুমিও বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। এন্টিগোনাস! রসনা সংযত কর।

এন্টিগোনাস। আবার বল্‌ছি তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। এন্টিগোনাস! [তরবারি নিষ্কাশন]

এন্টিগোনাস। কি! [অস্ত্র তুলিল]

চন্দ্রগুপ্ত। [এন্টিগোনাসকে বাধা দিল] সাবধান, আমি ভারতবাসী।

[এন্টিগোনাসের তরবারি ভূতলে পতিত হইল]

সেকেন্দার। নিরস্ত হও। এন্টিগোনাস! সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে তোমার এত স্পর্দ্ধা যে তুমি আমার সম্মুখে তরবারি নিষ্কাশন কর! তোমার এ ঔদ্ধত্যের জন্য আমি তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করলাম। যাও, এই মুহূর্ত্তে তুমি এখান হ'তে চ'লে যাও।

এন্টিগোনাস। উঃ!

[প্রস্থান।

সেকেন্দার। যুবক! আমি তোমায় শাস্তি দেবো।

চন্দ্রগুপ্ত। আমার অপরাধ সম্রাট্?

সেকেন্দার। তুমি ভারতবাসী, নিশ্চয় কোন শত্রুর গুপ্তচর। গুপ্ত সংবাদ গ্রহণ কর্‌তে আমার শিবিরে প্রবেশ করেছ।

চন্দ্রগুপ্ত। না সম্রাট্, আমি অসদভিপ্রায়ে আপনার শিবিরে প্রবেশ করিনি। শুনুন সম্রাট্! বিশ্বাস করুন, আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত, পিতার নাম মহাপদ্মনন্দ। কিন্তু বৈমাত্র ভায়ের শত্রুতায় আমি সিংহাসনচ্যুত—নির্ব্বাসিত, তাই তার প্রতিশোধে ভুবনবিজয়ী ম্যাসিডনপতির সেনাপতির কাছে পাশ্চাত্য রণনীতি শিক্ষা কর্‌ছিলাম। পিতৃরাজ্য উদ্ধার কর্‌বার জন্যই আমার এ সাধনা।

সেকেন্দার। মিথ্যাকথা। আমি তোমায় দণ্ড দেবো যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। ভেবেছিলাম ম্যাসিডনপতি সেকেন্দারসাহ বীর, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন গৃহহীন আশ্রিত ভারতবাসীকে দেখে তিনি আতঙ্কে কেঁপে উঠেছেন। না, তিনি কখনই বীর নন, নিতান্ত কাপুরুষ।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দী কর যুবককে।

চন্দ্রগুপ্ত। সাবধান। আমায় বধ না ক'রে কেউ বন্দী কর্‌তে পার্‌বে না। [তরবারি তুলিল]

সেকেন্দার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার! চমৎকার! আমি তোমায় বন্দী কর্‌বো না। তোমার প্রতি আর কোন অবিশ্বাস নেই। তুমি নির্ভয়ে স্বরাজ্যে ফিরে গিয়ে তোমার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করগে। তোমার এই

নির্ভীকতায়। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তুমি উদ্ধার করবে তোমার পিতৃরাজ্য, হবে দিগ্বিজয়ী দুর্জ্জয় বীর। যাও, তুমি মুক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাটের ভবিষ্যদ্বাণী যেন সফল হয়! [শির অবনত করিল]

[সেকেন্দার ও সেলুকসের প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। মা! মা! আমি ভুলিনি তোমার সেই ব্যথাদীর্ণ মূর্ত্তি—ভুলিনি তোমার সেই নীরব ক্রন্দন। চন্দ্রগুপ্ত কখনো ভুলবে না তোমার সেই দাবী।

হেলেনার প্রবেশ

হেলেনা। ভুলবে শুধু একজনকে।

চন্দ্রগুপ্ত। একি! হেলেনা—তুমি? কি বলতে চাও?

হেলেনা। আমি যা বলতে চাই, তা শুনবে কে? আমার মর্ম্মবেদনার দরদী কোথায়? না, থাক, সে কথায় এখন আর কোন প্রয়োজন নেই।

চন্দ্রগুপ্ত। হেলেনা!

হেলেনা। তুমি কি আজ সত্যই চ'লে যাবে?

চন্দ্রগুপ্ত। হ্যাঁ, আমি আজ সত্যই চ'লে যাবো।

হেলেনা। উঃ! [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল]

চন্দ্রগুপ্ত। [স্বগত] একি! আমি একজন তুচ্ছ ভারতবাসী, আমার জন্য কি কখনো···না—না, তা হ'তেই পারে না। [প্রকাশ্যে] আমি তোমার পিতার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হেলেনা! তাঁর ঋণ আমি কখনো শোধ দিতে পারবো না। আচ্ছা আমি চললাম,—আবার দেখা পাবে।

[প্রস্থান।

হেলেনা। যুবক চ'লে গেল। ওঃ—

গীত

আমার সুখের স্বপন ভেঙ্গে গেল আজ,
ছিঁড়ে গেল আজি বীণার তার
আশার প্রদীপ নিভে গেল ওগো,
জাগিয়া উঠিছে হাহাকার ॥
মালাটি আমার বুঝি বা শুকাবে,
বিরহ-বেদনা সহিতে হইবে,
আবার কবে সে দলিত কাননে
হবে বসন্তের অভিসার ॥

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রমোদ-কক্ষ

বাচাল ও পারিষদগণের প্রবেশ

বাচাল। শালার বামুনকে গলাধাক্কা দিয়ে তুলে দিয়েছি। মিষ্টি কথায় ছাতু ভেজে না। বল্‌লাম উঠে যাও, আমি পুরুত এনেছি, কিছুতেই উঠবে না। চালাকি ?

পারিষদগণ। চালাকি! আপনি রাজশ্যালক।

বাচাল। বেশ করেছি, জানে না—আমি রাজশ্যালক ?

পারিষদগণ। ওই যে মহারাজ আস্‌ছেন, আসুন—আসুন। বসুন—বসুন।

নন্দের প্রবেশ

নন্দ। [উপবেশন] সুরা দাও—সুরা দাও। [পারিষদগণ সুরা দিল] আঃ! এতক্ষণে অবসাদ দূর হ'লো। তাইতো, তোমাদের সব দেখ্‌ছি, কিন্তু পণ্ডিতজীকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। সে না থাক্‌লে আসর জমে না।

১ম পারিষদ। আজ্ঞে, তার চৈতনের বাহাদুরি আছে। শুন্‌ছি, ক'দিন হ'লো সে মনের দুঃখে বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে।

নন্দ। তাই নাকি!

১ম পারিষদ। আর বল্‌বেন না মহারাজ! বেচারা কি কম দুঃখে গেছে। তার স্ত্রী-পুত্র তার পিঠে দিনরাত ডঙ্কা বাজাতো। আহা-হা, বেচারার পিঠের চামড়ার দাগগুলো এতদিনে বোধ হয় মিলিয়েছে!

সাধুবেশী পণ্ডিতজীর প্রবেশ

পণ্ডিতজী। বোম্ বোম্ বোম্! বোম্ ববম্ বোম্!

সকলে। এ কে? এ কে?

পণ্ডিতজী। স্বয়ং চতুষ্পাদানন্দ পরমহংস মহাপ্রভু।

পারিষদ। য়্যাঁ, আমাদের পণ্ডিতজী যে! বারে বেটা, বাঃ—

[সকলে চাঁটি মারিতে লাগিল]

পণ্ডিতজী। আঃ! আঃ!

নন্দ। এই, চুপ কর। পণ্ডিতজীকে সুরা দাও।

[পারিষদগণ পণ্ডিতজীকে সুরাদান করিল]

পণ্ডিতজী। সাধু হয়েছি বাবা, বেশী খাবো না। বদনাম হ'য়ে যাবে। একটু আধটু খেলে দোষ হবে না। [সুরাপান]

নন্দ। পণ্ডিতজি, তুমি কি সত্যই বিরাগী হ'য়ে গেছ?

পণ্ডিতজী। আর বল্‌বেন না মহারাজ! সংসারের ওপর আমার ভারী ঘেন্না ধ'রে গেছে। এইবার আমি কাশীবাসিনী হবো।

গীত

আমি হবো কাশীবাসিনী।

পারিষদ। কেন বাবা বিনোদিনী টিকিধারিণী?

পণ্ডিতজী। কি, আবার শিখা উৎপাটনে উদ্যত হ'চ্ছো? সাবধান, আমি এখন সাধু হয়েছি, এখনি সকলকে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বো।

পারিষদগণ। বাঃ রে বেটা! সাধু বেটা! [চাঁটি মারিতে লাগিল ও চৈতন ধরিয়া টানিতে লাগিল। চৈতন ছিন্ন হইল, পণ্ডিতজী উপুর হইয়া ভূতলে পতিত হইল]

পণ্ডিত। উহু-হু! দাঁত দুপাটি গেছেরে বাবা উচ্ছন্ন যা ব্যাটারা, উচ্ছন্ন যা। বম্ ববম্ বম্—বম্ ববম্ বম্।

[প্রস্থান।

[পারিষদগণ হাসিয়া উঠিল]

নন্দ। নর্ত্তকীদের ডাক।

পারিসদগণ। আস্‌ছে—আস্‌ছে, ওই আস্‌ছে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

নর্ত্তকীগণ।—

ওই ফুল হাসে রূপ সায়রে
　　ওই কুহু ডাকে পাখী।
ওই বয়ে যায় উতলা হাওয়া
　　ফুলের সুবাস গায়ে মাখি॥
হিয়ার বাঁধন হয় যে শিথিল,
　　হয় যে সজল আঁখি,
আস্‌বে কখন প্রিয় মোদের
　　বাঁধতে প্রেমের রাখি॥

[প্রস্থান।

পরিষদগণ। বাহবা কি বাহবা!

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। মহারাজ!

সকলে। এ আবার কে—এ আবার কে?

বাচাল। সেই বামুনটা—সেই বামুনটা।

১ম পারিষদ। কি বাবা, একটু আধটু ইনি চল্‌বেন? [পানপাত্র প্রদর্শন]

২য় পারিষদ। ঠাকুরের টিকিখানি তো খাসা।

চাণক্য। চুপ কর্ স্তাবকের দল!

পারিষদগণ। বাপ্!

নন্দ। কে তুমি?

চাণক্য। ব্রাহ্মণ।

নন্দ। কি চাও?

চাণক্য। বিচার।

১ম পারিষদ। স'রে পড় বাবা, স'রে পড়, সব মাটি ক'রে দিও না।

নন্দ। এখানে কি জন্য এসেছ ব্রাহ্মণ?

চাণক্য। মহারাজের কাছে অভিযোগ জানাতে।

নন্দ। কি অভিযোগ?

চাণক্য। আমি মহারাজের মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য কর্‌তে এসেছিলাম। আমি উপযাচক হ'য়ে আসিনি, আপনার মন্ত্রী আমায় ডেকে এনেছে।

নন্দ। তা বেশ করেছে, এখন মন্ত্রীর কাছে যাও।

চাণক্য। যাবো, কিন্তু আপনাকে—আপনি রাজা, সুবিচার কর্‌তে হবে। আপনার শ্যালক আমার অপমান করেছে। পুরোহিতের আসন হ'তে আমায় গলাধাক্কা দিয়ে তুলে দিয়েছে। আমি জান্‌তে চাই তার কারণ—জান্‌তে চাই আমার কি অপরাধ। আপনি এর বিচার করুন।

১ম পারিষদ। রাজশ্যালক অপমান করেছে, তাতে আর হয়েছে কি বাবা? জন্ম তোমার সার্থক হয়েছে। শ্যালকদের সাতখুন মাপ। যাও বাবা, তেতো ক'রো না।

বাচাল। জান ঠাকুর, আমি মহারাজের শ্যালক, মহারাণীর সহোদর, রাজপুত্রের মাতুল, আমার বাবা মহারাজের বাপের বেয়াই। তুমি আমার কথা শুন্‌বে না? আমি একজন পুরোহিতকে ডেকে এনেছিলাম, তোমায় আমি পুরোহিতের আসন হ'তে উঠে যেতে বল্‌লাম, কিন্তু তুমি উঠলে না। আমায় কি তুমি কম ঠাউরেছিলে? যাও—যাও।

নন্দ। চ'লে যাও ব্রাহ্মণ, আমি তোমার কোন অনুরোধ শুন্‌তে চাই না।

চাণক্য। তা শুন্‌বে কেন? ব্রাহ্মণ এখন আর সে ব্রাহ্মণ নেই। তাই ক্ষত্রিয় এখন তার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে তাকে চোখরাঙাচ্ছে। ব্রাহ্মণের সে তেজ যদি আজ থাক্‌তো, তাহ'লে কখন কোন্ মুহূর্ত্তে তার রোষরক্তিম কটাক্ষে তুমি শুদ্ধ তোমার সিংহাসন ভস্ম হ'য়ে যেতো। তবে এখনো সে তেজ লুপ্ত হয়নি।

বাচাল। হয়নি? তবে সেই তেজটা একবার দেখাও, আমিও রাজশ্যালকের ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিই।

চাণক্য। মহারাজ! তুমি স্বচক্ষে ব্রাহ্মণের অপমান দেখ্‌বে, তবু বিচার কর্‌বে না? আজ যদি বিচার না কর—

নন্দ। কি, তুচ্ছ হীন ব্রাহ্মণ তুমি—তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় চোখরাঙাবে? উঃ, তোমার কি স্পর্দ্ধা ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ! বেরিয়ে যাও এখান হ'তে, বেরিয়ে যাও।

চাণক্য। যাবো—যাবো। শোন—শোন কলির ব্রাহ্মণ, কান পেতে

শোন। ক্ষত্রিয় আজ ব্রাহ্মণের অপমান করছে, তবু এখনো পৃথিবী ভূগর্ভে ডুবে গেল না—অগ্নিবৃষ্টি হ'লো না—সৃষ্টিটা কেঁপে উঠলো না। উঃ, কি অধঃপতন!

নন্দ। গলা ধাক্কা দিয়ে, টিকি ধ'রে এখান হ'তে বার ক'রে দাও।

চাণক্য। ওঃ! ধরণি! তুমি দ্বিধা হও! জগৎবাসী ব্রাহ্মণগণ নীরব জড়ের মত দেখছো? বাঃ—বাঃ! নীচের অপমান অম্লানবদনে সহ্য করছো? একি! কই, জাগরণ কই? শিহরণ কই? উন্মাদনা কই? ওঠ—ওঠ, কপিল দুর্ব্বাসার মত জ্ব'লে ওঠ, নীচের দর্প ভস্ম ক'রে ফেল। ওরে পদদলিত ক্ষুদ্র মহত্ত্বের কঙ্কাল, থাক্—থাক, অন্ধকারে চতুর্মুখ মুখ লুকিয়ে থাক্, আলোকের কাছে আসিস্ না। যাও—যাও, তুমি রসাতলে যাও।·· সুবিচার তুমি করবে না মহারাজ?

পারিষদগণ। মাটি করলে, সব মাটি করলে। বেটাকে এখনি কংসবধ ক'রে ছাড়বো।

চাণক্য। মহারাজ!

নন্দ। দূর হও—দূর হও! তোমার প্রলাপ-বাক্য শুনতে চাই না। বাচাল! ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে এখান হ'তে বার ক'রে দাও।

পারিষদগণ। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

বাচাল। দূর হও—দূর হও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ! [চাণক্যের শিখা আকর্ষণ]

পারিষদগণ ও নন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চাণক্য। কি—কি! ব্রাহ্মণের শিখা আকর্ষণ? আরে আরে নরাধম!

বাচাল। বেরিয়ে যাও উন্মাদ! [শিখা আকর্ষণ]

চাণক্য। যাচ্ছি—যাচ্ছি নন্দ! তবে যাবার সময় তোমায় ব'লে যাচ্ছি

নন্দ, অচিরাৎ দেখ্‌তে পাবে এই কলিযুগেই দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতাপ। প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—নন্দবংশ ধ্বংস কর্‌বো, তা যদি না করি, তাহ'লে আমি মহাতেজা চণকের সন্তান নই। তোমার রক্তে রঞ্জিত হস্তে আমি এই শিখা বাঁধবো ; তা যদি না পারি, তবে আমার মস্তকে আমি আর কখনও শিখা-বন্ধন কর্‌বো না।

পারিষদগণ। যাও বাবা, যাও ; মেলা বক্তিমে কর্‌তে হবে না।

নন্দ। যাও বল্‌ছি। কি জ্বালাতন!

চাণক্য। যাচ্ছি ; তবে স্মরণ থাকে যেন মহারাজ! এই ভিক্ষুকের পদতলে একদিন নতজানু হ'য়ে তোমায় প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে। সেদিন তুমি সে ভিক্ষা পাবে না। সেদিন দেখ্‌বে, এই দলিত ব্যথিত মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণের কি ভয়ঙ্কর হিংস্র মূর্ত্তি! নন্দবংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে, শিব অপলক নেত্রে চেয়ে দেখ্‌বে ব্রাহ্মণের তেজ, দেখ্‌বে তার শক্তি-সাধনা, তার দুর্জ্জয় প্রতাপ। [প্রস্থান।

[সকলের উচ্চহাস্য]

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান।—

এবার উঠ্‌লো আগুন জ্ব'লে।
পুড়ে যাবে সব যে তোমার সত্য কথা যাচ্ছি ব'লে॥
ভুলের বশে সব হারাবে,
কূল-কিনারা নাহি পাবে ;
এখনো ভাই সামলে চল, ভাস্‌বে কেন নয়ন-জলে॥

[প্রস্থান।

নন্দ। মিথ্যাকথা। আমি তার জন্য ভীত নই। মগধেশ্বর নন্দ তুচ্ছ হীন ওই ব্রাহ্মণের ভয়ে তার মর্য্যাদা হারাবে না। আমি রাজা, ব্রাহ্মণ আমার দাস, সে আমার ইঙ্গিতে চল্‌বে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বাচাল। যাক্, চন্দ্রগুপ্তের কি কোন সন্ধান পাওয়া গেল ?

পারিষদগণ। সে ম'রে গেছে। বেঁচে থাক্‌লে কবে আস্‌তো।

নন্দ। কিন্তু শুন্‌ছি নাকি সে এখনো জীবিত আছে। পার্ব্বত্য রাজের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

পারিষদগণ। পিপীলিকার পক্ষ ওঠে মরিবার তরে।

নন্দ। একটা দাসীপুত্র—জারজ, সে মগধ-সিংহাসনের দাবী করে, কি স্পর্দ্ধা ! আমি তাকে হত্যা কর্‌বো। নীচের আভিজাত্যের আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনষ্ট কর্‌বো। মন্ত্রী কাত্যায়নকে পাঠিয়েছি চন্দ্রগুপ্তের সংবাদ জান্‌তে।

বাচাল। কোথায় ?

নন্দ। সেই দাসী মুরার কাছে।

মুরাকে লইয়া কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। দাসীকে নিয়ে এসেছি মহারাজ !

মুরা। আমায় কি জন্য ডেকে পাঠিয়েছ নন্দ ?

নন্দ। চন্দ্রগুপ্ত কোথায় তাই জান্‌বার জন্য।

মুরা। আমি তো তার সন্ধান জানি না বৎস !

নন্দ। নিশ্চয় জান, সে তোমার নিকট নিত্য আসে। বল—কোথায় সে, নইলে—

মুরা। নইলে ?

নন্দ। আমি তোমায় বল্‌তে বাধ্য কর্‌বো। জান, আমি মগধের রাজা ?

মুরা। তা জানি। আরও জানি যে, সেই মগধের রাজা নন্দকে একদিন এই দাসী মুরা কোলে ক'রে মানুষ করেছে—বুকের সুধা অবাধে তার মুখে ঢেলে দিয়েছে—বুকে ক'রে তাকে ঘুম পাড়িয়েছে।

নন্দ। তোমার সে অতীত গৌরবের কথা আমি শুন্‌তে চাই না। বল এখন চন্দ্রগুপ্ত কোথায় ? সে নির্ব্বাসিত হ'য়েও আমার বিনাশসাধনে চেষ্টা কর্‌ছে, আমি তাকে ধ'রে এনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো।

মুরা। নন্দ ! সে না তোমার ভাই ?

নন্দ। ভাই ! আবার সেই কথা ?

পারিষদগণ ও বাচাল। ছিঃ ছিঃ ! কলঙ্কের কথা—কলঙ্কের কথা।

নন্দ। বল—সে কোথায় ?

মুরা। জান্‌লেও আমি বল্‌বো না।

নন্দ। আমি তোমায় শাস্তি দেবো।

মুরা। শাস্তি দেবে ? কি শাস্তি দেবে ? উঃ—নন্দ, তুমি কি সব ভুলে গেলে ? এত অকৃতজ্ঞ তুমি ? দাও—দাও, তুমি কি শাস্তি দেবে, দাও।

নন্দ। আমি তোমায় বধ কর্‌বো। না—না, অত শীঘ্র শেষ কর্‌লে চল্‌বে না, তোমায় অনাহারে আজীবন কারারুদ্ধ ক'রে রেখে দেবো। যতক্ষণ তুমি তার সন্ধান না দেবে ততক্ষণ তিলে তিলে তোমায় দগ্ধ কর্‌বো।

বাচাল। এই দণ্ডই ঠিক মহারাজ !

মুরা। নন্দ ! তুমি এত নিষ্ঠুর—এত নির্ম্মম ? আমি না তোমার মা ?

নন্দ। মা? হাঃ-হাঃ-হাঃ! শূদ্রাণী আমার মা? পিতার দাসী তুমি, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, মহারাজ নন্দের মা হ'তে চাও?

পারিষদগণ। হাসির কথা—হাসির কথা।

মুরা। উঃ—ভগবান্!

নন্দ। মহারাজের মা হ'তে চাও? তুমি শূদ্রাণী—

মুরা। না, আমি আর মহারাজের মা হ'তে চাই না। আমি সেই ভিক্ষুক চন্দ্রগুপ্তেরই মা হ'য়ে থাক্‌বো। তাকে বুকে ক'রে পাতার কুটীরে গিয়ে বাস কর্‌বো। আমি চন্দ্রগুপ্তের মা, এতেই আমার তৃপ্তি—এতেই আমার আনন্দ। এর বেশী আমি কিছু চাই না।

নন্দ। এখনো বল দাসি, চন্দ্রগুপ্ত কোথায়? আমি তোমায় মুক্তি দেবো।

মুরা। বল্‌বো না, জান্‌লেও বলবো না। মা হ'য়ে পুত্রকে কালের কবল তুলে দেবো না। মা কি কখনো তা পারে? হোক্ সে দীনহীন, হোক্ সে ভিখারী, তবু সে যে আমার পুত্র। তার জন্য যদি দুর্ভাগ্যের কশাঘাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়, তবু তাকে আমি রেখে দেবো আমার বুকের মাঝখানে মাতৃস্নেহের অভেদ্য বর্ম্মে আবৃত ক'রে।

নন্দ। বল্‌বে না? এতদূর স্পর্দ্ধা! সে আমার বিপক্ষে বিদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র কর্‌ছে—সিংহাসন অধিকারের আয়োজন কর্‌ছে, আমি তাকে শাস্তি দিতে চাই।

মুরা। তাই যেন হয়, তার সে আকাঙ্ক্ষা যেন ভগবান্ পূর্ণ করেন। সে যেন তার দাসী-মায়ের অপমানের প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় উন্মূল ক'রে নেয়। সে যেন পূর্ণ করে তার মায়ের দাবী তার কর্ত্তব্যের পরিপূর্ণতা দিয়ে।

নন্দ। নিয়ে যাও, দর্পিতাকে কারাগারে নিয়ে যাও। অনাহারে রেখে দগ্ধে দগ্ধে মারবো।

বাচাল। এস—এস রাজমাতা! [কেশাকর্ষণ]

কাত্যায়ন। [স্বগত] ওঃ! এখনো আকাশ ভেঙে মাথায় পড়ছে না, ভূমিকম্পে পৃথিবী দুলে উঠছে না,—অগ্ন্যুদগারে সমস্ত সৃষ্টি ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে না!

মুরা। নন্দ! নন্দ! এতদূর তোমার অধঃপতন! এত ভীষণ তোমার প্রতিহিংসা! ওরে—ওরে, আমি কি তোর মা নই? এক ফোঁটা বুকের সুধা কি তোর মুখে ঢেলে দিইনি? আমি কি তোকে বুকের রক্ত খাইয়ে মানুষ করিনি? ওরে, সেই নিঃস্বার্থ দানের এই কি প্রতিদান? ভগবান্! ভগবান্! তোমার রাজত্বে কি সুবিচার নেই?

নন্দ। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও।

মুরা। দস্যু নন্দ! মাতৃঘাতী নন্দ! আমি তোমার মা না হ'লেও আমি নারী, দীনা অসহায়া নারী, তার উপর অত্যাচার, তার লাঞ্ছনা ভগবান্ সইবেন না। দুর্ব্বলা নারী আমি অম্লানবদনে তোমার সব নির্য্যাতন সইবো। কিন্তু, ধর্ম্ম তা সইবে না। এ অবমাননা—এ অপমানের যোগ্য প্রতিফল একদিন তোমায় নিতে হবে। তুমি প্রস্তুত থাক—প্রস্তুত থাক।

[বাচাল মুরাকে লইয়া গেল।

নন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার চাই চন্দ্রগুপ্তের ছিন্নমুণ্ড, আর সেই পার্ব্বত্য রাজকন্যা শ্যামলীকে। এস বন্ধুগণ!

[পারিষদগণসহ প্রস্থান।

কাত্যায়ন। খুব বেড়ে উঠেছ মগধরাজ! পতনের তোমার আর

বিলম্ব নেই। ওই অদূরে ঘন যবনিকা নেমে আসছে। দিগ্বিজয়ী দাম্ভিক রাবণের দর্প একদিন চূর্ণ হয়েছিল, আর তোমার দর্প চূর্ণ হবে না? হবে—নিশ্চয়ই হবে। একদিকে কাত্যায়নের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, অন্যদিকে অপমানিত লাঞ্ছিত চাণক্যের প্রতিহিংসা, তার উপর নির্য্যাতিতা নারীর অশ্রুজল, আর সেই চন্দ্রগুপ্তের মাতৃদুঃখ-বিমোচনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সবগুলো একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে একটা মহাবজ্রের সৃষ্টি করবে। সেই বজ্রের আঘাতে নন্দ—পুত্রনাতী নন্দ, তুমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে; তোমার অস্তিত্ব, তোমার দর্প, গর্ব্ব, সব বিলীন হ'য়ে যাবে। চন্দ্রগুপ্তই হবে মগধের রাজা, পূর্ণ হবে তার মায়ের দাবী।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্যরাজের প্রাসাদ

শ্যামলী উপবিষ্টা ; পার্ব্বত্যবালাগণ গাহিতেছিল

গীত

পার্ব্বত্যবালাগণ ।—

বসন্ত এসেছে পুষ্পিত বনে,
কই সে এলো প্রিয়, হাসিয়া ।
সুরভি ছড়ায় ফুলরাণী ওই
চাঁদের কিরণটুকু মাখিয়া ॥
হৃদয়-দুয়ারখানি রাখ খুলিয়া,
আসিবে তোমার প্রিয় আজি হাসিয়া,
হৃদয়-দুয়ারখানি রাখ খুলিয়া ॥

[প্রস্থান ।

শ্যামলী । তাঁকে যে ভুল্‌তে পার্‌ছিনে । মনকে কত প্রবোধ দিচ্ছি, তবু সে ভুল্‌তে পার্‌ছে না । কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! মনে হয় তাঁকে জীবন ভোর দেখি । তাঁকে কি পাবো ? তাঁর রাখা এ জীবন, তাঁর পায়ে সমর্পণ ক'রে নিজেকে ধন্য হ'তে পার্‌বো ? না—না, এ আমার আকাশ-কুসুম কল্পনা । তিনি আমাদের এখানে এসেছেন, শুন্‌ছি আজই চ'লে যাবেন । উঃ !

[প্রস্থান ।

মহাবীর ও চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

মহাবীর। মহারাজ! আপনার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌রো না। আপনার জন্মই সেই দস্যু নন্দের কবল হ'তে আমার কন্যাকে ফিরে পেয়েছি। বলুন, আপনার জন্যে আমায় কি কর্‌তে হবে? আমি জীবন দিয়ে আপনার সে মহাঋণের কথঞ্চিত পরিশোধ কর্‌রো। আমরা অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি হ'লেও আমরা মানুষ, আমাদেরও কৃতজ্ঞতা আছে। আমরা সভ্যজাতির মত কথায় কথায় বেইমানি কর্‌তে পারি না।

চন্দ্রগুপ্ত। সেইজন্মই আমি তোমার কাছে সাহায্য ভিক্ষায় এসেছি পার্ব্বত্যরাজ! তুমি তো শুনেছ আমার জীবনের মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস। আমার যে দাসী-মায়ের বেদনার অশ্রু আমি মুছিয়ে দিতে চাই—আমার পিতৃ-রাজ্য উদ্ধার কর্‌তে চাই। তুমি আমায় সৈন্য সাহায্য কর বন্ধু! আমি তোমার সৈন্যদের গ্রীক প্রথায় শিক্ষিত ক'রো তুল্‌বো। তাদের এমন ভাবে গ'ড়ে তুল্‌বো, যার কাছে মগধ তো ছার, ভারতের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হবে।

মহাবীর। আমি তার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এ রাজ্য আপনারই রাজ্য মনে কর্‌বেন। আর জান্‌বেন, পার্ব্বত্যরাজ মহাবীর আপনার অনুগত বন্ধু। আপনার জন্যে আমরা আনন্দে প্রাণ দেবো। আপনি বিশ্বাস রাখুন।

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্বত্যরাজ! তোমার প্রতি আমার কোন অবিশ্বাস নেই। পিতৃরাজ্য আমায় উদ্ধার কর্‌তেই হবে—মায়ের দাবী আমায় পূর্ণ কর্‌তেই হবে। মা দীনা হীনা দাসী হ'লেও সে যে আমার মা।

ছদ্মবেশী কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। সেই মা তোমার আজ কারাগারে অনশনে, চন্দ্রগুপ্ত!

মহাবীর। একি! কে—কে তুমি?

কাত্যায়ন। আমি মহারাজ নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়ন।

মহাবীর। শয়তান!

কাত্যায়ন। শয়তান নই পার্ব্বত্যরাজ! আমি বন্ধু।

মহাবীর। বন্ধু?

কাত্যায়ন। সত্যই আমি বন্ধু। বিশ্বাস কর আমায়।

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রী কাত্যায়ন! তোমায় দেখে যে আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি। বল কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ,—আমার সন্দেহ দূর কর।

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি কি জান না, আমার এই জরাজীর্ণ বুকে সেই দুর্ব্বৃত্ত নন্দ কি ভীষণ আঘাত করেছে? উঃ, আমার সাত-সাতটা ছেলেকে কারাগারে অনাহারে রেখে মেরে ফেলেছে। আমি তা ভুলিনি। তাই তার প্রতিশোধ নিতে নন্দের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছি। আমায় প্রতিশোধ নিতে হবে। নন্দের উত্তপ্ত রক্তে তর্পণ ক'রে মৃত পুত্রদের আত্মার উদ্ধারসাধন ক'রে তাদের মুক্তির আলোকে দাঁড় করাতে হবে।

চন্দ্রগুপ্ত। পারবে? পারবে মন্ত্রি, তোমার পুত্রহত্যার সে প্রতিশোধ নিতে?

কাত্যায়ন। পারবো—পারবো! সুযোগ এসেছে তার। আগুন জ্ব'লে উঠেছে মগধে,—নন্দ এবার ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে। কূট কৌশলী পণ্ডিত চাণক্যকে সে অপমান করেছে। নন্দের মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করতে গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণ, রাজশ্যালক বাচাল তার শিখা আকর্ষণ ক'রে আসন হ'তে তুলে দিয়েছিল। সেই অপমানিত মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেছে নন্দবংশ ধ্বংস করবে, নন্দের রক্তে তার শিখা

বন্ধন করবে। চল চন্দ্রগুপ্ত, আমরা তার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নন্দের স্বেচ্ছাচারিতার চরম প্রতিফল দিই।

মহাবীর। চাণক্য পণ্ডিত—

কাত্যায়ন। সে ব্রাহ্মণ বড় ভীষণ প্রকৃতির। তার ক্রোধাগ্নি জ্ব'লে উঠেছে, নন্দের আর রক্ষা নাই। তার দৃষ্টিতে তৃণ ভস্ম হ'য়ে যায়, নিঃশ্বাসে বাসুকির বিষ ছড়িয়ে পড়ে; তার সহযোগিতা ক'রে তার মন্ত্রণামত কাজ করলে চন্দ্রগুপ্ত, তোমার জয় অনিবার্য্য।

চন্দ্রগুপ্ত। তাই হবে মন্ত্রি! আমি সেই ব্রাহ্মণ চাণক্যকেই সহায় ক'রে মায়ের দাবী পূর্ণ করতে ছুটে যাবো। কাত্যায়ন! সত্যই কি আজ তুমি আমার বন্ধু? না এ তোমার ছলনা?

কাত্যায়ন। ছলনা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার সাত-সাতটা সোনার চাঁদ ছেলেকে যে পশুর মত নির্ম্মম হত্যা করেছে, তার মঙ্গলকামনা কি আমি করতে পারি? না, তাই সম্ভব? কেউ কি পারে? পারে না—পারে না। ততবড় আঘাত বুকে চেপে রেখে কেউ তার হিতার্থে জীবন দিতে পারে? না—না, তা পারে না চন্দ্রগুপ্ত! প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই। ওই—ওই তাদের প্রেতাত্মাগুলো একবিন্দু জলের জন্য বিকট চীৎকার করছে। ওই—ওই! তারা বলছে—"দাও—দাও, নন্দের রক্ত দাও—বড় পিপাসা, আমাদের বড় পিপাসা।" দেবো—দেবো, আমি তাদের রক্ত দেবো, তাদের সে রাক্ষসী পিপাসা আমি মেটাবো।

চন্দ্রগুপ্ত। তবে যাও মন্ত্রি! পণ্ডিত চাণক্যকে গিয়ে বলগে চন্দ্রগুপ্তের পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে তিনি যেন তার সহায় হন। হ্যাঁ, তারপর কি বলছিলে? মা আমার বন্দী?

কাত্যায়ন। হ্যাঁ, নন্দ তাকে কারাগারে রেখে দিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন ?

কাত্যায়ন। সে তার কাছে তোমার সন্ধান চেয়েছিল, কিন্তু মা তোমার সন্ধান দেয়নি, সেইজন্য।

চন্দ্রগুপ্ত। বটে! বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা তার? আচ্ছা—আচ্ছা, তুমি যাও মন্ত্রি, মাকে গিয়ে বল্‌বে চন্দ্রগুপ্ত প্রবল ঝটিকার মত ছুটে যাচ্ছে তার মাতৃমুক্তির জন্য।

কাত্যায়ন। উত্তম। [প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। মা! মা! আমার জন্ম-দুখিনী মা! আর একটা দিন অপেক্ষা কর মা! শীঘ্রই হবে তোমার দুঃখের অবসান। বন্ধু! আমি এখন তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌তে পারি ?

মহাবীর। সে কি! আমি যখন আপনাকে আমার বন্ধু ব'লে স্বীকার করেছি, মগধের রাজা ব'লে মেনে নিয়েছি, বন্ধুত্বের আলিঙ্গন দিয়ে আপনাকে বুকে টেনে নিয়েছি, তখন মহাবীর আপনার জন্যে জীবন দিতে চিরদিন প্রস্তুত থাক্‌বে। যে মানুষ হয়, সে মানুষের কর্ত্তব্য ভোলে না।

চন্দ্রগুপ্ত। তবে আর আমার কোন চিন্তা নেই। পার্ব্বত্যরাজ আছে, মন্ত্রী কাত্যায়ন আছে, পণ্ডিত চাণক্য আছে, আর আছে আমার দাসী-মায়ের জীবন্ত আশীর্ব্বাদ। এই সমবেত শক্তিসমন্বয়ে পূর্ণ হবে আমার মাতৃপূজা—পূর্ণ হবে আমার মায়ের দাবী।

[নেপথ্যে—"জয় মগধরাজের জয়!"]

মহাবীর ও চন্দ্রগুপ্ত। ওকি! ওকি!

চন্দ্রগুপ্ত। চল—চল পার্ব্বত্যরাজ, দেখিগে চল সহসা মগধ-সৈন্যের জয়ধ্বনি কেন ?

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

শ্যামলীর পশ্চাতে ধাবিত বাচাল ও সৈন্যগণের প্রবেশ

বাচাল। ধর—ধর সৈন্যগণ, ধ'রে ফেল—বেঁধে ফেল রাজকন্যাকে।

শ্যামলী। সাবধান! সাবধান শয়তানের দল!

বাচাল। থাম সুন্দরি, থাম। নীরবে আমার সঙ্গে চ'লে এস, যদি জোর কর, তাহ'লে পারবে না।

মহাবীরের প্রবেশ

মহাবীর। বটেরে শয়তান! ভেবেছ পার্ব্বত্যরাজ মরেছে! সেদিন অতর্কিতে এসে কন্যাকে আমার অপহরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে ব'লে আজও তাই এসেছ? ভেবেছ আজও তাকে নিয়ে যাবে? কিন্তু আজ আর তা হবে না। স্বয়ং যম আজ তোমাদের সামনে।

বাচাল। বটে—বটেরে অসভ্য জংলি!

মহাবীর। তবে এই অসভ্য জংলীর মেয়েটার ওপর ভদ্রসমাজের এত নজর কেন? যাও—যাও রাজশ্যালক, শীগ্‌গির চ'লে যাও, নইলে আজ তোমার পরিত্রাণ নেই।

বাচাল। কি? সৈন্যগণ! আগে ওই অসভ্যটাকে শেষ ক'রে ফেল।

ছদ্মবেশী চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। তার পূর্ব্বে তুমিই শেষ হবে শয়তান!

বাচাল। কে? কে?

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার যম।

বাচাল। বধ কর—বধ কর।

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ; বাচাল ও সৈন্যগণের পলায়ন।

চন্দ্রগুপ্ত। পালিয়ে গেল—পালিয়ে গেল। ওঃ! নন্দের কি অমানুষিক অত্যাচার। পার্ব্বত্যরাজ! ভয় নেই! চন্দ্রগুপ্ত যতক্ষণ জীবিত থাকবে, ততক্ষণ কেউ তোমার কন্যার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। চল বন্ধু মগধে, উদ্ধার করতে হবে আমার মাকে নন্দের বন্দিশালা হ'তে।

মহাবীর। মহাবীর সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আসুন। আয় মা শ্যামলি!

[চন্দ্রগুপ্ত সহ প্রস্থান।

শ্যামলী। স্বর্গের দেবরাজ পথভুলে বুঝি আজ মর্ত্তের মাটিতে অবতীর্ণ! হৃদয়! শান্ত হও। উনি আকাশের চাঁদ, আর আমি সরোবরের কুমুদ! মাঝখানে আমাদের অনন্ত শূন্যতার ব্যবধান। এ ব্যবধান কি কোনদিন দূর হবে! আকাশের চাঁদ কি কখনও মর্ত্তে নেমে আসবে! আমার আশা কি কোনদিন পূর্ণ হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পণ্ডিতজীর বাটী

তারিণীর প্রবেশ

তারিণী। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে! কর্ত্তা যে আর বাড়ী ঢুক্‌লো না রে! মনের দুঃখে মিন্সে সত্যি সত্যিই কি সাধু হ'য়ে চ'লে গেল! আহা, অনেকদিন হ'লো আমি যে তাকে ঠ্যাঙ্গাই নি, আমার হাত যে নিস্‌পিস্ কর্‌ছে। আমি কাকে ঠ্যাঙ্গাই রে! ওরে, ও গোপাল, ও বাবা গোপাল!

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। কেন মা?

তারিণী। বলি হ্যাঁরে, কর্ত্তার কোন সন্ধান পেলি রে? মিন্সে কি সত্যি সত্যি মনের দুঃখে বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেল রে?

গোপাল। যাক্—যাক্, বাবার জন্যে তো আর কিছুই আটকায় নি। বেশ তো চল্‌ছে। আমার ভারি মজা হয়েছে মা! দিব্বি খাচ্ছি-দাচ্ছি আর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি।

তারিণী। হাঁ রে, বলিস্ কি! এদিকে মহাজনেরা যে বাড়ীর মাটি ছিঁড়ে ফেল্‌ছে। মিন্সে পৃথিবীশুদ্ধু দেনা ক'রে গেছে। সে দেনা কে শুধবে রে?

গোপাল। দ্যাখ্ মা, এর ভেতর বাবার একটা কারসাজি আছে। মহাজনদের কলা দেখাবার জন্যেই বোধ হয় বাবা আমার সাধু হ'য়ে চম্পট

দিয়েছে। দিন কতক্ গা ঢাকা দিয়ে থাকলে মহাজন ব্যাটারা আর তাগদায় আস্‌বে না। বাবাও অমনি সশরীরে হাজির হবে।

তারিণী। হ্যাঁরে, রাস্তাঘাটে সাধু-টাধু আর দেখ্‌তে পাস্‌নে?

গোপাল। সাধুর কি অভাব আছে মা? তবে বাবা-সাধু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

তারিণী। তুই একবার খুঁজে না হয় ছ্যাখ্। আমার হাত যে নিস্‌পিস্ কর্‌ছে রে! মিন্সের কি আক্কেল! টাকাকড়ি যা যেখানে ছিল, লুকিয়ে রেখে ধাষ্টপনা দেখাতে সাধু হ'লো। সাধুর মুখে মারি ঝাড়ু।

গোপাল। ঘরগুলো সব খুঁড়্‌বো নাকি? বাবা যদি কোথাও পুঁতে রেখে গিয়ে থাকে? বলা তো যায় না। বদমাইসি বুদ্ধি বাবার ষোল আনা।

তারিণী। তুই যা বাবা, একবারটি দেখে আয়।

গোপাল। কি যে জ্বালাতন করিস্, কেবল দেখে আয়—দেখে আয়। চল্লাম। আজ একটা বাবা না নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌ছি না। তুই ঝাঁটা মোদ্দত ঠিক ক'রে রাখিস, বাবা নিয়ে এলেই তুইও ঝাঁটা ধর্‌বি, আমিও বাড়ীতে না পূরে গোবেরুনী কর্‌বো। বাবাকে একেবারে ঠাণ্ডা কুলপি-বরফ বানিয়ে ছাড়্‌বো। [প্রস্থান।

তারিণী। আহা, কর্ত্তার জন্য ছেলেটাও অস্থির হ'য়ে পড়েছে। আহা, গোপাল আমার রামচন্দর। অমন ছেলে কারো কি হয়?

সাধুবেশী পণ্ডিতজীর প্রবেশ

পণ্ডিতজী। জয়-হর হর বোম্ বোম্।

তারিণী। ওমা, আমাদের কর্ত্তাই তো! হ্যাঁগা, তোমার কি কাণ্ডখানা বল তো শুনি! সেই কবে গেছ। আহা, তোমার জন্যে আমরা মনমরা হ'য়ে আছি।

পণ্ডিতজী। [সুরে] আমি আর তো হবো না গৃহবাসিনী,
ওগো গোপাল-জননী তারিণি,
প্রলয়মূর্ত্তিধারিণি।

তারিণী। য়্যা, তুমি বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাবে? সত্যি নাকি গো?

পণ্ডিতজী। [সুরে] আমি আর তো হবো না গৃহবাসিনী,
কিছু খেতে দাও, কিছু খেতে দাও
সারাদিন কিছু খাইনি॥

তারিণী। কি, বাড়ী ঢুকতেই না ঢুকতেই খেতে দেবো? ওমা, কি পেটের জ্বালা গো। এস, খাবে এস, তোমার জন্যে উনুনের ছাই রেখে দিয়েছি। তুমি পেট ভ'রে খেও।

পণ্ডিতজী। গিন্নি! এখনো যদি ওই রকম কর, তাহ'লে সত্যি সত্যি [সুরে] আমি হবো না তো গৃহবাসিনী।

তারিণী। কি করা হয়েছে শুনি? তোমার বাপান্ত কর্‌বো না তো ওই বিন্দে ঠাকুরপোর বাপান্ত কর্‌বো? তোমায় ঝাঁটা মার্‌বো না তো কি ওই পথের লোককে ঝাঁটা মার্‌বো? বেশ বলেছ, তারপর পরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মরি আর কি!

পণ্ডিতজী। তাহ'লে সত্যি সত্যি আগেকার মত আরম্ভ কর্‌বে নাকি? দেখ, ওই জন্যেই আমার প্রবল সাধুভাব এসেছে—দেখ্‌ছো না কি রকম সেজেছি? বেশী যদি কিছু বল, তাহ'লে বোম্ বোম্ কর্‌তে কর্‌তে কাশী চ'লে যাবো।

তারিণী। তা যাও না, তোমায় কে মাথার দিব্বি দিয়ে থাক্‌তে বল্‌ছে। তবে টাকাকড়িগুলো কোথায় রেখেছ ব'লে যাও। নইলে আজ কুলুক্ষেত্তর হবে বল্‌ছি। আমার রাগতো জানো? তারপর গোপাল আছে।

পণ্ডিতজী। ওরে বাবারে! এরা বলে কিরে? বোম্‌ বোম্‌ শিব-শঙ্কর! [সুরে] আমি হবো না তো গৃহবাসিনী।

তারিণী। [সুরে] ভুলে কি গেছিস্‌ মিন্সে, তারিণী বামনীর পিষুণী।

পণ্ডিতজী। [সুরে] ভুলিনি—ভুলিনি ধনি!

তারিণী। তবে শীগ্‌গির টাকাকড়িগুলো দাও বল্‌ছি। মহাজনদের ফাঁকি দিয়েছ ব'লে আমাদেরও ফাঁকি দেবে? মহাজন মিন্সেরা বাড়ীর মাটি ছিঁড়ে খাচ্ছে।

পণ্ডিতজী। হে-হে-হে! বল কি গিন্নি! না, আর কিছুতেই থাক্‌ছিনে।

তারিণী। টাকাকড়ি—

পণ্ডিতজী। কিচ্ছু তো নেই গিন্নি! যুদ্ধের জন্যে মহারাজকে দিতে হয়েছে।

তারিণী। ওরে আমার কর্ণসেন রে! তুমি মহারাজকে যুদ্ধের জন্যে টাকা দিয়েছ? চামার মিন্সে! তুমি টাকা দেবার লোক? দেখ, বেশী রাগিও না বল্‌ছি, এখুনি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হ'য়ে যাবে বল্‌ছি। তোমার সাধুগিরি এখুনি চুলোয় দেবো। এমন নিদ্দম ঠ্যাঙ্গাবো—

পণ্ডিতজী। তাহ'লে আমি চল্‌লাম, সত্যি সত্যি চল্‌লাম।

তারিণী। মহাজনদের এখনি ডেকে দেবো।

পণ্ডিতজী। দোহাই গিন্নি, গোপাল-জননি! সেই কালান্তক ব্যাটাদের আর ডেকো না। দেখ, হে-হে-হে! বুঝ্‌লে সাধু-টাধু ওসব কিছুই নয়, দিনকতক এ রকম ক'রে না ঘুরলে, চিচিং ফাঁক হবে কেন?

তারিণী। য়্যাঁ, তুমি পরকে ফাঁকি দেবে? এরি নাম সাধু?

পণ্ডিতজী। সংসারে এ রকম সাধুর অভাব নেই গিন্নি! মহাজনদের ফাঁকি দেবার এ একটা সুন্দর রাস্তা। ফাঁকি না দিলে কি পয়সা হয়? জয় হর হর বোম্ বোম্।

তারিণী। হ্যাঁগা, তাহ'লে আমরা সত্যি সত্যি বড়লোক হবো?

পণ্ডিতজী। তা আর বল্‌তে। বড়লোক—সাংঘাতিক বড়লোক হবো। তোমায় সোনায় মুড়ে দেবো, তোমার গোপাল বাবাজীবনকে একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া কিনে দেবো। বাছা আমার সেই পক্ষিরাজে চ'ড়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে।

তারিণী। আহা, তাহ'লেও তো বাঁচি। বাছা আমার মোটেই চল্‌তে পারে না। হ্যাঁগা, তাই যদি হয়, তা হ'লে তুমি জন্ম জন্ম সাধু হ'য়ে বেড়াও। আমরাও বড়লোক হই।

পণ্ডিতজী। একশোবার—একশোবার! দেখ, এসব কথা যেন গোপালচন্দ্রকে ব'লো না। ব্যাটা একেবারে আহাম্মুক। লোকের কাছে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে। তখন ফাঁকিবাজি ধরা প'ড়ে যাবে। গুষ্টি শুদ্ধু শূলে বস্‌তে হবে। হ্যাঁ, শ্রীমান্ কোথায় গেল?

তারিণী। তোমায় খুঁজে আন্‌তে। বল্‌লে একটা বাবা আজ খুঁজে আন্‌বোই আন্‌বো। আহা, বাছার আমার কি পিতৃভক্তি!

পণ্ডিতজী। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! কথায় কথায় বাপকে মুগুর দেখায়। যাক্! কিছু খেতে দেবে চল।

তারিণী। দেখ, এসব ঠিক কথা তো? না—খাবার মতলবে এসেছ? সত্যি ক'রে বল, তবেই খেতো দেবো। নইলে ঝাঁটা—ঝাঁটা।

পণ্ডিতজী। আহা-হা, একবারে খাঁটী সত্যিকথা গোপাল-জননি! সাধুলোক কি কখনো মিথ্যেকথা বলে? তোমায় সোনায় মুড়ে দেবো। তোমায় রাজরাণী ক'রে ছাড়বো।

মহাজন। [নেপথ্যে] পণ্ডিতজি বাড়ী আছেন?

পণ্ডিতজী। কি সর্ব্বনাশঘটিত ব্যাপার উপস্থিত। সাংঘাতিক ব্যাপার।

তারিণী। কি হয়েছে গা?

পণ্ডিতজী। সেই রামধন শ্রেষ্ঠী তাগাদায় এসেছে। ব্যাটা একবারে ছিনে জোঁক।

মহাজন। [নেপথ্যে] বাড়ী আছেন মশায়?

পণ্ডিতজী। দেখ, আমি মেয়েমানুষ সেজে ফেলি। বলা যায় না, ব্যাটা যদি এখানে এসে পড়ে। [মেয়েমানুষ সাজিল] আমি ঘরের ভেতর ঢুকে থাকি। তুমি বল যে কর্ত্তা বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে।

তারিণী। ওমা, কি ক'রে বল্‌বো গো?

মহাজন। [নেপথ্যে] আজ প্রহরীকে সঙ্গে ক'রে এনেছি মশায়! রোজ রোজ ফাঁকি চল্‌বে না। টাকা আজ দিতেই হবে।

পণ্ডিতজী। খুব হুঁসিয়ার গিন্নি! ব্যাটা ভারী ধড়িবাজ। আমি ওই ঘরে ঢুক্‌ছি; তুমি এখন বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলো না। মাইরি গিন্নি, আমি তোমায় সোনায় মুড়ে দেবো। [প্রস্থান।

মহাজন। কি মশায়, সাড়া দিচ্ছেন না যে!

তারিণী। কর্ত্তা বাড়ী নেই মশাই! ক'দিন হ'লো বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছেন।

মহাজন। [নেপথ্যে] আচ্ছা, কোথায় যাবে। শালা জোচ্চোর! চলহে প্রহরি, চল আজ।

তারিণী। যাক্, মহাজন মিন্সে চ'লে গেল! আমাদের মিন্সে কি সর্ব্বনেশে লোক গো! দুনিয়ার লোককে ফাঁকি দিয়ে ব'সে আছে। তা যাই হোক্, মিন্সে আমাদের দোষে গুণে আছে। ওরে, ও গোপাল! তোর সাধুবাবা এসেছে রে, আর তোকে বাবা খুঁজে আন্‌তে হবে নারে মাণিক!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হিরাটের প্রাসাদ

হেলেনা ও সেলুকস

সেলুকস। মহাবীর সেকেন্দার সাহের মৃত্যু হয়েছে হেলেনা!

হেলেনা। সে কি? তুমি কি ক'রে জান্‌লে বাবা?

সেলুকস। অতবড় একটা গ্রহ কক্ষচ্যুত হ'লো, সেটা কি পৃথিবী জান্‌তে পারে না মা!

হেলেনা। এখন কি হবে?

সেলুকস। আমিই এখন তাঁর এশিয়ার বিজিত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

হেলেনা। সত্য?

সেলুকস। সত্য। তিনি আমায় উত্তরাধিকারী ক'রে গিয়েছেন।

হেলেনা। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় পিতা, তিনি অতবড় একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অর্দ্ধেক এশিয়া জয় ক'রে নিজের দেশে গিয়ে মর্‌তেও পার্‌লেন না। এ বড় অনুতাপের কথা বাবা!

সেলুকস। ঠিক বলেছিস্ মা! যাক্, তিনি যে আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে চ'লে গেছেন, আমি তার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রে যাবো মা!

হেলেনা। তাও কি সম্ভব?

সেলুকস। সম্ভব। আমি ভারতবর্ষ জয় কর্‌বো।

হেলেনা। তাতে তোমার কি লাভ হবে·বাবা?

সেলুকস। লাভ লোকসান কিছু জানি না মা! তবে জানি কীর্ত্তিই মানুষকে চির অমর ক'রে রাখে। আমি সেই কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে চাই।

হেলেনা। কিন্তু মনে রেখো বাবা, ভারতবর্ষ জয় করা অত সহজসাধ্য হবে না। তা যদি হ'তো, তাহ'লে সেকেন্দার সাহ স্বদেশে ফিরে যাবার সঙ্কল্প কর্‌তেন না তাঁর দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে। বীরের ভূমি এই ভারতবর্ষ, এখানকার নারীরাও রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধ'রে মর্‌তে জানে—শত্রুকে মার্‌তেও জানে।

সেলুকস। তা তো দেখ্‌ছি হেলেনা! তবু ভারতবর্ষ জয় ক'রে ফিরে যেতে চাই। এশিয়ার বুকের উপর গ্রীকের একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে চাই। তুই ভাবিস্‌নে মা! পিতা তোর দুর্ব্বল শক্তিহীন নয়।

[প্রস্থান।

হেলেনা। তুমি ভারতবর্ষ জয় ক'রে তবে ফিরে যাবে পিতা! তবে আবার কেন তার স্মৃতি অন্তরে জেগে ওঠে! মগধের রাজপুত্র—না, তার কথা আর ভাব্‌বো না। সে আমার কে? একি! কে তুমি?

এণ্টিগোনাসের প্রবেশ

এন্টিগোনাস। এন্টিগোনাস।

হেলেনা। তুমি সহসা এখানে?

এন্টিগোনাস। আশ্চর্য্য হ'চ্ছো? আস্‌তে কি নেই?

হেলেনা। পিতা এখন নেই।

এন্টিগোনাস। তোমার পিতার কাছে কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তোমার কাছে।

হেলেনা। আমার কাছে ?

এন্টিগোনাস। হ্যাঁ, তোমার কাছে।

হেলেনা। কি প্রয়োজন, শীঘ্র বল।

এন্টিগোনাস। আমি তোমায় শেষবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি—

হেলেনা। কি ?

এন্টিগোনাস। কতদিন অশ্রুজলে সিক্ত হ'য়ে তোমার প্রেমের দ্বারে ভিক্ষা চেয়েছি, কতদিন অনুরাগ-কম্পিতকণ্ঠে তোমার কাছে আমার দাবী জানিয়েছি, কিন্তু তুমি সবই উপেক্ষা করেছ। তাই আজ আমার শেষ জিজ্ঞাস্য, তুমি আমায় বিবাহ কর্‌বে কি না ?

হেলেনা। আমার পিতার যে শত্রু, আমি তাকে বিবাহ কর্‌তে পারি না।

এন্টিগোনাস। আমি তোমার পিতার শত্রু নই হেলেনা—বরং পরমাত্মীয়ই হ'তে চেয়েছিলাম। যেদিন আমি বুকভরা আশা নিয়ে তোমার পিতার কাছে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম, সেদিন তিনি আমায় জারজ ব'লে উপহাস করেছিলেন, তাই আমি সাময়িক আত্মহারা হ'য়ে তাঁকে হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলাম।

হেলেনা। বটে ?

এন্টিগোনাস। হ্যাঁ, তার জন্য তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর হেলেনা ! বল, তুমি আমায় ভালবাসো কি না ?

হেলেনা। বাসি ; জানি তুমিও আমায় ভালবাসো। কিন্তু ভালবাসার প্রতিদানে আমি তোমায়—

এন্টিগোনাস। হেলেনা !

হেলেনা। আমি তোমায় জীবন সমর্পণ কর্‌তে পার্‌বো না। জগতীয়

মত তোমায় ভালবেসেছি, তুমিও ঠিক ভায়ের মত আমায় স্নেহ কর। ভালবাসার অন্তরালে বিষের ছুরী লুকিয়ে রেখো না। আমি তোমায় বিবাহ করতে পারবো না।

এন্টিগোনাস। কেন ?

হেলেনা। কেন ? একজন হীন ভৃত্যের রাজকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করা কি আকাশ-কুসুম কল্পনা নয় ?

এন্টিগোনাস। ও, তাহ'লে তুমি আমায় বিবাহ করবে না ?

হেলেনা। না—না, বেরিয়ে যাও নফর, শীঘ্র এ কক্ষ হ'তে বেরিয়ে যাও। নইলে অপমানিত লাঞ্ছিত হবে। কাপুরুষ! তুমি না গ্রীক্? তোমায় বিবাহ করার চেয়ে একজন দীন দরিদ্রকে বিবাহ কর্'লে আমি সুখিনী হবো। তুমি হেয় ঘৃণ্য অধম।

এন্টিগোনাস। উত্তম! দেখি আমি তোমার প্রণয়ী হ'তে পারি কি না ? [হেলেনার হস্তধারণ]

হেলেনা। হাত ছেড়ে দাও কুক্কুর!

সেলুকসের প্রবেশ

সেলুকস। বাঃ! এযে দিনে ডাকাতি। এন্টিগোনাস! বাঃ, চমৎকার প্রতিদান! মহাবীর সেকেন্দারসাহ তোমায় নির্ব্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার ওপর দয়াপরবশ হ'য়ে আমি তোমায় পুনরায় সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে বরণ ক'রেছিলাম। কিন্তু আজ তার চমৎকার প্রতিদান দিতে উদ্যত হয়েছ। অকৃতজ্ঞ—বেইমান! তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, আজ তুমি এসিয়ার সম্রাট্ সেলুকসের কন্যার অঙ্গ স্পর্শ কর!

এন্টিগোনাস। আমায় ক্ষমা কর সেলুকস!

সেলুকস। ক্ষমা—তোমায় ? না—না, তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বো না। এই, কে আছিস্ ?

সৈনিকের প্রবেশ

সেলুকস। বন্দী কর—নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে, মৃত্যুই এর উপযুক্ত দণ্ড। নিয়ে যাও।

[সৈনিক এন্টিগোনাসকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল]

হেলেনা। বাবা !

সেলুকস। কেন মা ?

হেলেনা। একে ক্ষমা কর।

সেলুকস। অসম্ভব। ওকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো। ও বেইমান—অকৃতজ্ঞ।

হেলেনা। তা হোক্ ! তবুও বীর, যখন নিজেই ক্ষমা চাইছে, ওকে নির্ব্বাসিত করুন—পদচ্যুত করুন, মৃত্যুদণ্ড নয়।

সেলুকস। বাঃ-রে !

হেলেনা। [নতজানু হইয়া] মার্জ্জনা কর বাবা ! বীর তুমি, বীরত্বের পরিচয় দাও। ক্ষমার তুল্য ধর্ম্ম নেই।

সেলুকস। এন্টিগোনাস ! যাও, এবারও আমি তোমায় নির্ব্বাসিত কর্‌লাম। মনে রেখো, পুনরায় যদি কোনদিন আমার সাম্রাজ্যের মাটি স্পর্শ কর, তাহ'লে আমি তোমায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো। সৈনিক ! ওকে মুক্ত ক'রে দাও।

[প্রস্থান।

[সৈনিক এন্টিগোনাসকে মুক্ত করিয়া দিল]

হেলেনা । মনে রেখো এন্টিগোনাস ! মানুষের মাথার ওপর একজন আছেন । মনে রেখো, তুমি দাস, আমি রাজকন্যা ।

[প্রস্থান ।

এন্টিগোনাস । আচ্ছা !

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

চাণক্যের কুটীর

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! সারা বুক জুড়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে,—ঠিক রাবণের চিতার মত জ্বলছে। উঃ, ক্ষত্রিয়ের কি স্পর্দ্ধা! ব্রাহ্মণকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে, তার শিখা ধ'রে অপমান করলে, অথচ সৃষ্টির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটলো না। পৃথিবীর ব্রাহ্মণ-সমাজ একটিবার ফিরেও চাইলে না। আমি কিন্তু সে অপমান ভুলবো না। প্রেয়সি! প্রেয়সি! তুমি কি বলছো? ওকি, তুমি বিদ্রূপ করছো কেন? কে—কে? তুমি বলছো কি? এ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়? ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম তবে কি? ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি তবে নীচের পদাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করা? ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি ক্ষত্রিয়ের চাবুকে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে তাকে মার্জ্জনা করা? না—না, আমি তা পারবো না, আমি সে ব্রাহ্মণ নই। প্রতিজ্ঞা করেছি নন্দবংশ ধ্বংস করবো—নন্দের রক্তে সিক্ত ক'রে এই শিখা বন্ধন করবো। উঃ! ব্রাহ্মণ আজ এত দীন! একদিন যার চোখের আগুনে সগর-বংশ ধ্বংস হয়েছিল, আজ একটা প্রদীপ পর্য্যন্ত জ্বলে না। এই উপবীত আজ নিস্তেজ—নিষ্ক্রিয় না—না, চাণক্য আবার জাগাবে ব্রাহ্মণের সে লুপ্ত শক্তিকে, আবার সঞ্জীবিত করবে ব্রাহ্মণের হারানো গৌরবকে; আবার দেখাবে জগতের বুকে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য—ব্রাহ্মণের প্রতাপ—ব্রাহ্মণের শৌর্য্য।

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। চাণক্য!

চাণক্য। কে, কাত্যায়ন? সংবাদ কি?

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তের সন্ধান পেয়েছি।

চাণক্য। পেয়েছ?

কাত্যায়ন। হাঁ!

চাণক্য। কোথায়?

কাত্যায়ন। পার্ব্বত্যরাজ মহাবীরের গৃহে।

চাণক্য। সেখানে কেন?

কাত্যায়ন। পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য।

চাণক্য। পার্ব্বত্যরাজ কি চন্দ্রগুপ্তের সাহায্য কর্‌বে?

কাত্যায়ন। হাঁ চাণক্য! পার্ব্বত্যরাজ তার সৈন্যসামন্ত দিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য কর্‌বে। দুর্ব্বৃত্ত নন্দের কবল হ'তে চন্দ্রগুপ্ত পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে উদ্ধার ক'রে দিয়েছে, সেইজন্য পার্ব্বত্যরাজও প্রতিশ্রুত চন্দ্রগুপ্তের সাহায্য কর্‌তে।

চাণক্য। ভাল। চন্দ্রগুপ্ত কি তার পিতৃরাজ্য উদ্ধার কর্‌তে কৃতসঙ্কল্প?

কাত্যায়ন। হাঁ, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চাণক্য। তার মুখে আমি সেকথা শুন্‌তে চাই। সে কি এসেছে?

কাত্যায়ন। এসেছে। কুটীরের বহির্ভাগে অপেক্ষা কর্‌ছে।

চাণক্য। যাও, তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস।

[কাত্যায়নের প্রস্থান।

চাণক্য। এইবার একটা ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলকে ছেড়ে দেবো। রক্ত

চাই—নন্দের রক্ত চাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি ব্রাহ্মণ! না—না, আমি ব্রাহ্মণ নই। আমি প্রলয়—আমি মহাকাল—আমি বাড়বানল।

চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত! ইনিই সেই পণ্ডিত চাণক্য।

[চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে প্রণাম করিল]

চাণক্য। তুমিই চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ,—আপনার সেবক।

চাণক্য। প্রলয়-তুফানে ঝাঁপ দিতে পার্‌বে?

চন্দ্রগুপ্ত। আপনার যদি আশীর্ব্বাদ থাকে, আমি নিশ্চয় পার্‌বো দেব!

চাণক্য। আমার আশীর্ব্বাদ! না—না, আমার আশীর্ব্বাদে কোন ফল হবে না, তোমাকেই পার্‌তে হবে—তোমার কর্ম্ম দিয়ে তোমাকেই জয়ী হ'তে হবে। আমি কে? আমি তুচ্ছ হীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ মাত্র।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ তুচ্ছ হীন ভিক্ষুক হ'লেও তার স্থান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানে।

চাণক্য। কে বল্‌লে? ব্রাহ্মণের আর সেদিন নেই। ব্রাহ্মণের স্থান এখন সকলের পদতলে, শত অবজ্ঞার অন্ধকারে। তা না হ'লে ক্ষত্রিয় আজ তাকে পদাঘাত করে? ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে মনে হয়, সাগরের মত গর্জ্জে উঠি, কিন্তু তা হয় না, অবসাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি। শক্তি নেই—সাহস নেই।

চন্দ্রগুপ্ত। আপনি অধৈর্য্য হবেন না গুরুদেব!

চাণক্য। ধৈর্য্য আর কতকাল থাক্‌বে। একটীবার আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ্‌তে পার? দেখ—দেখ। দেখ্‌ছো কি প্রচণ্ড উত্তাপ! [চন্দ্রগুপ্তের

হাত নিজের বুকে রাখিয়া] বুকের রক্ত জমাট হ'য়ে গেছে। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। উঃ।

চন্দ্রগুপ্ত। আর বলতে হবে না দেব, আমি সব শুনেছি। আমায় আদেশ দিন, আমি এখনি সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত ছুটে যাবো। আমি বিশ্ব ধ্বংস করবো। নন্দকে বন্দী ক'রে আপনার পায়ের তলায় ধ'রে দেবো। আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আর কিছু চাই না।

চাণক্য। পারবে চন্দ্রগুপ্ত ?

চন্দ্রগুপ্ত। নিশ্চয় পারবো। সেকেন্দার সাহের ভবিষ্যৎবাণী—আমি দিগ্বিজয়ী হবো। তাঁর সেই বিজয়বাণী প্রতি নিয়ত আমার প্রাণে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্ছে। হৃদয় আনন্দে নেচে উঠ্ছে। আমি দেখ্তে পাচ্ছি আমার সৌভাগ্যের নব সূর্য্যোদয়। আমি পারবো। আমি জ্বালি যজ্ঞানল, আপনি হোন তার পুরোহিত। আমি হই মন্ত্রশিষ্য, হোন আপনি আমার দীক্ষাগুরু।

চাণক্য। উত্তম। তবে আমার পা ছুঁয়ে শপথ কর বৎস, এই ব্রাহ্মণের আদেশ—ন্যায় বা অন্যায় হোক্—বিনা বিচারে তুমি পালন করবে ?

চন্দ্রগুপ্ত। এই আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ কর্ছি, আপনি আমার গুরু। আপনার আদেশ আমি নীরবে পালন করবো। হোক্ তা ন্যায় অন্যায় কিম্বা অসঙ্গত।

চাণক্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কাত্যায়ন। দেখ্ছো কি। চাণক্য আজ মারণাস্ত্র পেয়েছে। হ্যাঁ, আমি তোমায় দীক্ষিত কর্বো, তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাবো। তোমার নির্য্যাতিতা দাসী-মাকে আমি রাজমাতার আসনে বসাবো। যজ্ঞের আয়োজন কর চন্দ্রগুপ্ত, যজ্ঞের আয়োজন কর ; সেই যজ্ঞ প্রজ্জ্বলিত করবে চাণক্য তার ব্রহ্মতেজ দিয়ে—তার ব্যাকুল সাধনা দিয়ে। সেই প্রচণ্ড অনল ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত ভারতের বুকে।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব।

চাণক্য। শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে দুর্ব্বার বিক্রমে ছুটে যাবে। ধ্বংসের অতল গর্ভে ডুবে যাবে ক্ষত্রিয়ের দর্প অহঙ্কার। প্রতিষ্ঠিত হবে এক মহাসাম্রাজ্য হিমাচল হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত; সেই সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হবে চন্দ্রগুপ্ত আর তার মন্ত্রী হবে এই দরিদ্র চাণক্য।

কাত্যায়ন। ওই—ওই আমার সাত-সাতটা ছেলে। ওই যে—ওই যে চাণক্য, আজ তারা তোমার কথা শুনে হা-হা ক'রে হেসে উঠ্ছে। নাও—নাও, প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও। ব্রাহ্মণের এ জাগরণ বিশ্ব বিস্মিত-আতঙ্কে চেয়ে দেখুক্।

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান।—

আসুক্ আলোক তিমিরে।
যেদিন মোদের গিয়াছে হারায়ে
সেদিন আবার আসুক ফিরে॥
সবার উচ্চে ছিল যেই জাতি,
আজিকে তাদের কিবা হায় গতি,
আঁধারের পথে যাপিছে জীবন
ভাসিয়া নয়ন-নীরে॥

[প্রস্থান।

চাণক্য। জলবে—জলবে, দ্বাদশ মার্ত্তণ্ডের মত প্রলয়-অন্ধকারে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ জ্ব'লে উঠ্বে। প্রস্তুত হও কাত্যায়ন, প্রস্তুত হও চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। আমরা প্রস্তুত গুরুদেব!

চাণক্য। তবে মনে রেখো চন্দ্রগুপ্ত তোমার শপথ, মনে রেখো দাসী-মায়ের বেদনাদীর্ণ মুখখানা, আর মনে রেখো এই ব্রাহ্মণের জ্বালাময় অভিশাপ। কাত্যায়ন! তুমি শুধু বিভীষণের মত রাবণ-ধ্বংসের পথ দেখিয়ে দাও—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

কাত্যায়ন। চাণক্য! তোমার জয় হোক্। এস চন্দ্রগুপ্ত, এখন কারাগার হ'তে তোমার মাকে উদ্ধার ক'রিগে চল।

চন্দ্রগুপ্ত। চল মন্ত্রি! মা আমার কারাগারে! ওই তার ব্যথা-কম্পিত কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। মা! মা! জন্মদুখিনী মা আমার! আর তুমি কেঁদো না, আর তুমি অশ্রুজলের বৈতরণী সৃষ্টি ক'রো না; তুমি বিশ্বের উপেক্ষিতা—পরিত্যক্তা হ'লেও তুমি আমার মা—তুমি আমার ত্রিবেণীর পূতধারা—তুমি আমার মর্ত্যের সাকারা দেবী মা! উচ্ছ্বসিত ভৈরব তরঙ্গ তুলে পুত্র তোমার ছুটে যাচ্ছে তোমার মুক্তি-কামনায়; ছড়িয়ে দাও তোমার আশীর্ব্বাদ তার এই জয়যাত্রার শুভলগ্নে।

[প্রস্থান।

কাত্যায়ন। ওরে আমার আকাশবাসী অশরীরী পুত্রগণ,—এইবার এইবার—আমি প্রতিশোধ নেবো তোদের নির্ম্মম হত্যার,—এইবার আমি তোদের উদ্দেশে তর্পণ করবো মহারাজ নন্দের রক্তে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে। হাঃ-হাঃহাঃ—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রাঙ্গণ

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। অন্ধকার—একটা বিরাট অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আস্‌ছে। সৃষ্টির বুকে একটা প্রবল হাহাকার জেগে উঠেছে। চতুর্দ্দিকে যেন মরণের দুন্দুভি বেজে উঠ্‌ছে। রাজার অত্যাচারের স্রোতে ভেসে চলেছে পল্লী-জনপদ-কানন-কান্তার। নির্য্যাতিত নিপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জের মিলিত নিঃশ্বাস যেন গৈরিকস্রাবের মত ঝ'রে পড়্‌ছে। কিন্তু উপায় কি? যতই ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌ছি, ততই যেন আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ছি। হায় স্বামি! তোমার একি স্বেচ্ছাচারিতা!

গীতকণ্ঠে আনন্দের প্রবেশ

গীত

আনন্দ।—

সুখের তরণী ডুবিল সাগরে,
নয়নে ঝরিছে অশ্রুধার।
গভীর আঁধারে অন্ধ নয়ন
পথ চিনে চলা হ'লো ভার॥
যেদিকে তাকাই সীমাহারা মরু, নাহি জল নাহি জল,
ধূ ধূ করে ওই বালুকার রাশি মরীচিকা করে ছল,
বিশ্ব ভেদিয়া ওই যে গো ওঠে হাহাকার শুধু হাহাকার॥

কল্যাণী। সত্য—সত্য আনন্দ, সুখের তরণী আজ সাগরের জলে ডুবে গেল। অন্ধকার যেন ধেয়ে আস্‌ছে করাল মূর্ত্তিতে। বাঁচবার আর উপায় নেই। মর্‌তে হবে—মর্‌তে হবে। প্রজার দীর্ঘশ্বাস—ব্রাহ্মণের অভিশাপ—মায়ের তপ্তশ্বাস! বাঁচবে না—কেউ বাঁচবে না।

আনন্দ। মা! বাবা কি নিষ্ঠুর! ঠাকুমাকে কারাগারে রেখে দিয়েছে। জেঠামশাইকে রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে। কি বল্‌বো মা, ঠাক্‌মাকে কারাগারে অনাহারে রেখে দিয়েছে। সেই কথা শুনে থাক্‌তে পার্‌লাম না, ঠাক্‌মাকে খেতে দেবার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম। মামা জান্‌তে পেরে খাবারের থালা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে।

কল্যাণী। উঃ! কি নির্ম্মমতা! আমার দেবতা স্বামীকে, দাদাই পিশাচ সাজালে। তার কুমন্ত্রণায় স্বামী আমার বিপথগামী। বন্ধুত্বের ভানে ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করতে চায়।

বাচালের প্রবেশ

বাচাল। আমি?

কল্যাণী। হ্যাঁ দাদা, তুমি।

বাচাল। কল্যাণি!

কল্যাণী। সত্যের অপলাপ ক'রো না দাদা। সত্যই তুমি এসেছ ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করতে। তোমারই আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর সোনার রাজ্যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছ। তোমারি কুমন্ত্রণায় আমার স্বামী আজ অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী মূর্ত্তিমান শয়তান।

বাচাল। সেকি! সে দোষ কি আমার?

কল্যাণী। হাঁ—হাঁ, তোমার—তোমার। তুমিই যত অনর্থের মূল। কই, এতদিন তো স্বামী আমার এমন ছিলেন না। ছিল তাঁর ভ্রাতৃ-অনুরাগ—মাতৃভক্তি—প্রজাবাৎসল্য, কিন্তু যেদিন তুমি এসেছ, সেদিন হ'তেই স্বামীর আমার রূপান্তর।

বাচাল। মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা।

আনন্দ। মামা! কেন তুমি আমার হাত হ'তে খাবারের থালা ফেলে দিলে? আহা, আমি যে ঠাক্‌মার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

কল্যাণী। বল দাদা, এ কি তোমার স্বেচ্ছাচারিতা নয়?

বাচাল। মহারাজের যে হুকুম। মুরা অনশনে থাক্‌বে।

কল্যাণী। মহারাজের হুকুম হ'লেও তুমি তো মানুষ, তোমারও তো বিবেক আছে—ধর্ম্ম আছে। কেন তুমি মহারাজকে নিষেধ করনি? বরং তুমি তার ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন যুগিয়েছ। ধিক্—ধিক, তোমায় শত ধিক্ দাদা! ভগ্নীর অন্নে দিনযাপন কর্‌তে তোমার লজ্জা হ'চ্ছে না?

বাচাল। তোমার স্পর্দ্ধা যে বড় বেড়ে উঠেছে কল্যাণি!

কল্যাণী। আমি যে রাজরাণী। আমি এখন আর সেই সামান্য গৃহস্থের কন্যা নই। এখন আমার এ স্পর্দ্ধা খুবই স্বাভাবিক। সেদিন মহারাজের মাতামহের শ্রাদ্ধে নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ চাণক্যকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ—তাকে পৌরোহিত্য কর্‌তে দাওনি; এমন কি তার শিখা আকর্ষণ করেছিলে। ওঃ! দাদা! তোমার কি দুঃসাহস! তুমি সাপ নিয়ে খেলা কর্‌তে নেমেছ, কিন্তু জান না তার পরিণাম কি।

বাচাল। তাতে আর হয়েছে কি?

কল্যাণী। কি হয়েছে? হয়েছে উল্কার সৃষ্টি। দেখ্‌বে সেই উল্কার

আগুনে সব পুড়ে যাবে। সেই অপমান-ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপে প্রলয় হবে। সব ধ্বংস হবে দাদা, সব ধ্বংস হবে। তাই বলছি—এখনো সময় আছে, এখনো সৃষ্টি রক্ষা হ'তে পারে। তুমি চ'লে যাও, এই মুহূর্তে চ'লে যাও, আর তোমায় আত্মীয়তা দেখাতে হবে না৷ তোমার এখানে থাকার কোন·প্রয়োজন নেই।

বাচাল। কি, আমি চ'লে যাবো তোমার কথায় ?

কল্যাণী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমায় চ'লে যেতে হবে। যদি স্বেচ্ছায় না যাও, তাহ'লে দশ ও দেশের কল্যাণে তোমাকে—

আনন্দ। চাবুক মার্‌তে মার্‌তে তাড়িয়ে দেবো মামা ! বুঝলে ?

বাচাল। বটে—বটে ! আচ্ছা, দেখি·কে কাকে তাড়ায়।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। রক্তচক্ষু তুমি কাকে দেখাচ্ছো দাদা ? আমি এখন মগধেশ্বরী।

আনন্দ। চল মা, কারাগারে গিয়ে ঠাক্‌মাকে কিছু খেতে দিয়ে আসি। আহা, তার যে বড় কষ্ট হ'চ্ছে মা।

কল্যাণী। তাই চল্ বাবা ! দেখি, আজ কে আমাদের বাধা দেয়।

নন্দের প্রবেশ

নন্দ। রাণি !

কল্যাণী। কেন মহারাজ ? ·

নন্দ। তুমি নাকি বাচালের অপমান করেছ ? সে না তোমার জ্যেষ্ঠ ?

আনন্দ। মামা ভারী বদমাশ লোক বাবা। ঠাক্‌মার জন্যে আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম, মামা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে।

নন্দ। বেশ করেছে। এ আমার আদেশ। সাবধান আনন্দ! আর কখনো এরূপ অন্যায় ক'রো না।

কল্যাণী। বাঃ, চমৎকার পিতার শিক্ষা। শৈশবে সূতিকাগারে যে তোমার অসহায় জীবনকে শত আগ্রহে বুকে তুলে নিলে, যে তোমার মুখে বুকের সুধা নিংড়ে দিলে, তাঁকে তুমি রেখে দিয়েছ কারাগারে—অনশনে?

নন্দ। সে দাসী তার পুত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে বিদ্রোহিতা করতে চায়।

কল্যাণী। কেন?

নন্দ। রাজমাতা হবে ব'লে।

কল্যাণী। মিথ্যাকথা। তোমায় সুখী করতে বাসনা যার সর্ব্বদা ব্যাকুল, সে কখনও তোমার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। সে দাসী হ'লেও তোমার মা, ঠিক মায়ের মতই তোমায় ভালবাসে, তার অন্তরে কখনো বিষেব রেখা ফুটে উঠতে পারে না। দুষ্ট বন্ধুদের প্ররোচনায় আজ তুমি সেই মায়ের প্রাণে ব্যথা দিচ্ছো। তার পুত্রকে বিতাড়িত ক'রে দিয়েছ, এমন কি তাকে হত্যা করবার জন্ত উদ্যত হয়েছ। বল, এই কি তোমার ধর্ম্ম? এই কি তোমার কর্ত্তব্য? পরকালের কথা কি একটীবারও ভাব্‌ছো না?

নন্দ। দেখছি তুমিও আমার বিদ্রোহিতা করতে চাও।

কল্যাণী। অন্যায়ের বিদ্রোহিতা করতে আমি চিরদিনই চাই মহারাজ! তুমি ভাবতে পার বিদ্রোহিতা, আমি কিন্তু মনে করি, এ আমার কর্ত্তব্য— এ আমার নারীধর্ম্ম।

নন্দ। নারীধর্ম্ম! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কল্যাণী। সত্যই এ আমার নারীধর্ম্ম। স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশ-

ভাগিনী স্ত্রী। স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয় কি বিপথগামী স্বামীকে সুপথে টেনে আনা? তাই আমি—

নন্দ। তাই তুমি আমার কার্য্যের প্রতিকূলে দাঁড়াতে চাও? কিন্তু মনে রেখো কল্যাণি, তুমি পারবে না আমার কর্ম্মের স্রোত ফিরিয়ে আনতে তোমার শত চেষ্টা দিয়েও। একজন হীনা দাসীকে মা ব'লে স্বীকার ক'রে আমার আভিজাত্যকে আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারবো না। আর সেই শূদ্র দাসীপুত্রকে ভ্রাতৃস্নেহে আলিঙ্গন ক'রে বংশমর্য্যাদা ম্লান করতে পারবো না।

কল্যাণী। এ তোমার মাত্র প্রতিহিংসা ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষ যখন অধঃপতনের স্তরে নেমে যায়, তখন তার এই রকমই মতিভ্রম হয় মহারাজ! সদুপদেশ তখন তার কাছে বিষ ব'লে মনে হয়।

নন্দ। তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না রাণি! স্ত্রী তুমি, স্ত্রীর মত থাক। স্বামী তোমার একটা বিশাল রাজ্যের রাজা—একথা যেন তোমার স্মরণ থাকে। স্ত্রী তুমি—থাকবে অন্তঃপুরে, রচনা করবে ভালবাসার পুষ্পরথ, এসো না রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বিদ্বেষ নিয়ে।

কল্যাণী। তা হয় না। স্বামী ভুলতে পারে তার স্ত্রীকে, এতো পুরুষের রীতি, কিন্তু স্ত্রী—সতী স্ত্রী—সে কখনো তার স্বামীকে ভুলতে পারে না, স্বামীকে নরকের পথে যেতে দেয় না। মহারাজ! একটি-বার ভেবে দেখ, তুমি কি করেছ—তুমি কি করছো? একটিবার কি মনে হয় না এর পরিণাম কত ভীষণ!

নন্দ। পরিণাম কি? শত্রুনিপাত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাতে অধর্ম্ম নেই রাণি! ছলে বলে অথবা কৌশলে শত্রুকে নিপাত করা অধর্ম্ম নয়। এ শাস্ত্রের বচন।

কল্যাণী । তারা তো মাতা-পুত্রে তোমার কোন শত্রুতা করেনি মহারাজ ! এ তোমার অমূলক সন্দেহ । আর সেই সন্দেহ বশে জগতের অভিশাপ কুড়িয়ে নিতে বসেছ । দেবতার দয়ায় আজ তুমি সৌভাগ্যবান্, কিন্তু অহমিকার জন্য সে সৌভাগ্য তুমি হারাতে বসেছ ।

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান ।—

মানুষ যখন কাঙাল সাজ্‌তে চায়—
তখন থাকে না তার জ্ঞানের আঁখি
ভালমন্দ কোন্‌টা হায় ॥
হয় যখন যার ঘোর বিকার,
বৈদ্য এসে কর্‌বে কি তার,
ডাক দিয়েছে নিয়তি যার
নাহিক বাঁচার কোন উপায় ॥

[প্রস্থান ।

নন্দ । উন্মাদ—উন্মাদ ! শোন রাণি ! আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িও না, আর এই আনন্দকেও দাঁড়াতে দিও না । আমার প্রতিজ্ঞা, চন্দ্রগুপ্তের ছিন্নমুণ্ড চাই ।

কল্যাণী । আর সেই ব্রাহ্মণ চাণক্যের প্রতিজ্ঞা কি জান ? নন্দবংশ ধ্বংস—নন্দের রক্ত-সিক্ত হস্তে শিখাবন্ধন । মগধেশ্বর ! তুমি করেছ কি ? তুমি যে ক্ষুধিত সিংহকে জাগিয়েছ, তুমি যে ধ্বংসের চিতা স্বকরে জ্বেলেছ ! তোমার পরিত্রাণ নেই ! পরকে ব্যথা দিয়েছ, ব্যথা তোমায় পেতেই

হবে। পরকে কাঁদিয়েছ, কাঁদ্‌তে তোমায় হবেই হবে। ভেবো না এইভাবে চিরদিন তুমি জয়ী হ'য়ে থাক্‌বে। তাহ'লে যে সৃষ্টির বুক বিশৃঙ্খলায় ভ'রে যাবে—ভগবানের এ পুণ্য প্রতিষ্ঠান পাপের রঙ্গালয় হবে। পায়ে ধরি তোমার, মাকে মুক্ত ক'রে দাও—ভাইকে প্রেমের আলিঙ্গন দাও।

আনন্দ। বাবা! ঠাক্‌মা, আমায় কত ভালবাসে। দাদু ব'লে, আমায় কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করে। তুমি তাকে—

নন্দ। স্তব্ধ হও কুমার!

কল্যাণী। তুমি আমার অনুরোধ শুন্‌বে না?

নন্দ। না।

কল্যাণী। তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। পাপ-সঙ্গীদের বিদায় দাও। তারা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়, তারা শত্রু; তাদের প্ররোচনায় তুমি সর্ব্বস্ব হারাবে।

বাচালের প্রবেশ

বাচাল। আমি তাহ'লে চল্‌লাম নন্দ!

নন্দ। কেন?

বাচাল। অপমান যে অসহ্য।

নন্দ। ভগ্নী তোমার, তাকে মার্জ্জনা কর।

বাচাল। আচ্ছা, তুমি যখন বল্‌ছো—

কল্যাণী। না—না, তোমায় মার্জ্জনা কর্‌তে হবে না দাদা! আমি তোমার কাছে এমন কিছু অপরাধ করিনি, যার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা ক'রে মহত্ত্ব দেখাবে তোমার।

বাচাল। শুন্‌ছো মহারাজ ?

নন্দ। রাণি! তোমার এ ঔদ্ধত্য সত্যই অসহনীয়। দেখ্‌ছি—

কল্যাণী। কি দেখ্‌ছো মহারাজ ?

নন্দ। দেখ্‌ছি তোমার স্বাধীনতা হিমাচল ছাড়িয়ে উঠেছে। বাচাল তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আমার সেনাপতি, তার অপমান করা কখনই উচিত হয়নি তোমার।

কল্যাণী। তা আমি জানি মহারাজ! যে মানুষের অন্তরে পশুর প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই জেগে ওঠে, সে পূজার্হ হ'লেও শত অবজ্ঞার। তাকে পূজার বিনিময়ে অজস্র কশাঘাত করাই উচিত।

আনন্দ। মামা তাহ'লে সোজা হ'য়ে যাবে মা!

বাচাল। শুন্‌ছো—শুন্‌ছো মহারাজ, এখনো তুমি আমায় থাক্‌তে বল্‌ছো ?

কল্যাণী। কে তোমায় মাথার দিব্য দিয়ে থাক্‌তে বল্‌ছে দাদা ? তুমি চ'লে যাও, মহারাজের সেনাপতির অভাব হবে না। আয় আনন্দ!

[আনন্দসহ প্রস্থান।

বাচাল। দেখ্‌লে, আমার কথা সত্যি কি না ?

নন্দ। সত্যি।

বাচাল। তাহ'লে কি হবে ?

নন্দ। যাক্‌, সেজন্য তুমি ভেবো না। তুমি আমার শ্যালক—মহারাণীর জ্যেষ্ঠ সহোদর, তোমার সম্মান চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। যাক্‌, তাহ'লে বাচাল, পার্ব্বত্য রাজকন্যাকে তুমি আন্‌তে পার্‌লে না ?

বাচাল। পার্‌তাম ; কিন্তু কোথা হ'তে একজন লোক এসে আমার কবল হ'তে রাজকন্যাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

নন্দ। তবে কি সে চন্দ্রগুপ্ত?

বাচাল। সেই রকমটাই মনে হ'লো।

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। হাঁ মহারাজ, সত্যই সে চন্দ্রগুপ্ত। রাজশ্যালকের অনুমান মিথ্যা নয়। চন্দ্রগুপ্ত আবার মগধে ফিরে এসেছে, সে কূটচক্রী চাণক্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে; সৈন্য সরবরাহ করবে পার্ব্বত্যরাজ মহাবীর; অচিরেই যুদ্ধ বাধবে!

নন্দ। ওঃ, চন্দ্রগুপ্ত এতখানি বেড়ে উঠেছে! কি দুঃসাহস! মগধেশ্বর নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? উড়ে যাবে—উড়ে যাবে, ফুৎকারে উড়ে যাবে!

বাচাল। নিশ্চয়—নিশ্চয়!

কাত্যায়ন। শুন্‌লাম চন্দ্রগুপ্ত নাকি কারাগার হ'তে তার মাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবে।

নন্দ। পার্‌বে না,—কখনই তা পারবে না। সুরক্ষিত কারাগার; চন্দ্রগুপ্তের ক্ষমতা হবে না কারাগারে প্রবেশ করতে। বাচাল, তুমি কারাগারের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ্‌বে। দেখ্‌বো চন্দ্রগুপ্ত কি ক'রে তার মাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যায়। মাকে তার তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মারবো। দেখ্‌বো কতখানি তার মাতৃভক্তি।

[বাচালসহ প্রস্থান।

কাত্যায়ন। জ্ব'লে উঠুক্—জ্ব'লে উঠুক্ কালানল। বেলাভূমি বিধ্বস্ত ক'রে ছুটে চলুক্ সিন্ধুর প্রলয়-উচ্ছ্বাস। নন্দ! নন্দ! পুত্রঘাতী

নন্দ ! আর তোমার বিলম্ব নেই । ওই নীলিমার বুক হ'তে নেমে আস্‌ছে তোমার যবনিকা । তুমি প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও । আমার সাত-সাতটা সোনার চাঁদ—ওঃ !

[বুক চাপিয়া ধরিয়া প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারাগার

চিন্তিতা মুরা

মুরা। একটা যুগ বুঝি ফুরিয়ে যায়। প্রভাতের আলো দেখা দেয় কই? অন্ধকার স'রে যাচ্ছে না, ক্রমশঃ জমাট বেঁধে উঠছে। প্রতীক্ষার পথপানে চেয়ে চেয়ে নয়ন অন্ধ হ'য়ে এলো। এই জীবনের ওপর দিয়ে কত ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে। কই ভগবান্! তোমার করুণা কই? সারা জীবন ভোর যে কাঁদ্‌ছি, আর কত কাঁদ্‌বো? এ কান্নার কি শেষ হবে না? সবেরই শেষ হয়, কিন্তু আমার কান্নার কি শেষ হবে না? কোথায় গেল আমার অভিমানী পুত্র? সে কি শোনেনি যে দাসী-মা তার কারাগারে অনশনে দিনযাপন করছে?

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। শুনেছে।

মুরা। কে?

কাত্যায়ন। মন্ত্রী কাত্যায়ন।

মুরা। আপনি এখানে?

কাত্যায়ন। হতাশের অন্ধকারে আলোক জ্বাল্‌তে। নিরাশার বুকে আশার উৎস ফুটিয়ে তুল্‌তে। আপনি চিন্তিত হবেন না মা! প্রবল ঝটিকার মত আসছে আপনার চন্দ্রগুপ্ত তার দাসী-মাকে মুক্তি দিতে।

মুরা। আমি বিস্মিত হ'চ্ছি মন্ত্রি—

কাত্যায়ন। কেন?

মুরা। আপনার এই অযাচিত আপ্যায়ন দেখে। আপনি না মহারাজ নন্দের মন্ত্রী?

কাত্যায়ন। সত্য।

মুরা। তবে আজ আপনি এখানে কেন?

কাত্যায়ন। আপনি কি জানেন না, কি জন্য আমার নন্দের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ? আমার সপ্ত পুত্রের মৃত্যুর ইতিহাস কি আপনি শোনেন নি?

মুরা। শুনেছি। তবুও আপনি তার মন্ত্রী—শুভাকাঙ্ক্ষী।

কাত্যায়ন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মাত্র প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার এ বন্ধুত্বের মুখোস। অন্তরে বিষের ছুরিকা লুকিয়ে রেখে মুখে শুধু বন্ধুত্বের অভিনয় কর্‌ছি। আমার বুকে যে কি জ্বালা, কি প্রদাহ, তা কে বুঝবে মা? সাত-সাতটা ছেলের নির্ম্মম হত্যা—আমি পিতা হ'য়ে তাদের স্মৃতি কি ভুলতে পারি?

মুরা। আপনি তাহ'লে বিশ্বাসঘাতক।

কাত্যায়ন। হাঁ। কাত্যায়ন মানুষ। একজন মানুষ আর একজন মানুষের ওপর নৃশংস অত্যাচার কর্‌বে, সেখানে থাকবে শুধু অহিংসা—মহত্ব—উদারতা? তাও কি সম্ভব? অত বড় দস্যুতার বিনিময়ে কেউ কি তাকে ভালবাস্‌তে পারে, না নীরব থাক্‌তে পারে?

মুরা। তাহ'লে নন্দের সর্ব্বনাশ করাই আপনার উদ্দেশ্য?

কাত্যায়ন। হ্যাঁ মা! শুধু আমি কেন, রাজ্যশুদ্ধ লোক নন্দের সর্ব্বনাশকামনায় বদ্ধপরিকর। তার রূঢ় আচরণ রাজ্যবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছে না। সকলেই যুক্তকরে ভগবানের কাছে

অত্যাচারী নন্দের আশু ধ্বংসের কামনা করছে! সেই অপমানক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ চাণক্যের রোষানল জ্ব'লে উঠেছে—প্রকৃতিপুঞ্জের ব্যথার নিঃশ্বাস মহাঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে—আর আপনার অশ্রুজল অনলজ্বালায় জ্ব'লে উঠেছে। রক্ষা নাই—নন্দের আর রক্ষা নাই। তার মরণের ডাক এসেছে। আপনাকে আমি শুভসংবাদ দিয়ে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

মুরা। নন্দ! তুমি কর্‌লে কি পুত্র? প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হ'য়ে ভগবানের ওপর দিয়ে চ'লে যেতে চাও। কিন্তু জান না অবোধ, তোমার সে চলার পথে ভগবানের একটী ইঙ্গিতে মহা বিপর্যায় এসে দেখা দেবে। তখন তুমি যে সব হারাবে। তুমি আমার ওপর যতই অত্যাচার কর না কেন, ঘৃণিতা শূদ্রাণী দাসী ব'লে যতই তুমি আমায় অবজ্ঞার পদাঘাত কর না কেন, আমি যা তোমাকে দিয়েছি, তা আর কেড়ে নিতে পার্‌বো না। চিরদিন তুমি আমার চন্দ্রগুপ্তের পাশেই থাক্‌বে নন্দ—একটি বৃন্তে দুটী ফুলের মত। ওকি, কে?

খাদ্যপাত্রহস্তে কল্যাণী ও আনন্দের প্রবেশ

কল্যাণী। মা!

আনন্দ। ঠাকমা!

মুরা। একি! তোমরা আবার কে?

কল্যাণী। আপনার দাসী।

মুরা। রাজরাণী?

আনন্দ। ঠাক্‌মা! তোমার জন্যে খাবার এনেছি। আহা, বাবা কি নিষ্ঠুর! তোমায় না খেতে দিয়ে কারাগারে রেখে দিয়েছে। আমি

কাল তোমার জন্যে খাবার আন্‌ছিলাম, কিন্তু মামা আন্‌তে দিলে না। খাবারের থালা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে।

কল্যাণী। আপনি খান মা! অনশনে আপনার দেহ যে শুকিয়ে গেছে। উঃ, স্বামী আমার কি হৃদয়হীন! মায়ের স্নেহ দিয়ে যে মানুষ কর্‌লে, তুচ্ছ স্বার্থের জন্য আজ একি নৃশংস আচরণ—একি জল্লাদের বৃত্তি! খান মা—আত্মরক্ষা করুন।

মুরা। খেতে আর রুচি নেই রাজরাণি! অনশন আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। পুত্র যখন মাকে খেতে দেয় না, তখন আর তাকে কে খেতে দেবে? না, আমি আর খাবো না। তোমরা চ'লে যাও। স্বামীর বিদ্রোহিতা ক'রো না।

আনন্দ। ঠাকুমা!

মুরা। দাদু!

আনন্দ। তুমি খাবে না?

মুরা। ভগবান্ যে আমায় খেতে নিষেধ করেছে দাদু! নইলে কি— যাও রাজরাণি! আমি তোমার স্বামীকে অভিশাপ দেবো না, বুকের সুধা নিংড়ে দিয়েছি তাকে—সে সুধা বিষাক্ত কর্‌বো না। মার্জ্জনা করেছি, মার্জ্জনা ক'রেই যাবো।

কল্যাণী। মা! [কাঁদিয়া ফেলিল]

মুরা। কাঁদ্‌ছো অভাগিনি! আচ্ছা—দাও, আমায় খাইয়ে যদি তুমি সুখী হও, তাই হও। তবে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি রাজরাণি, দিগন্তে অন্ধকার নেমে আস্‌ছে। কাঁদ্‌তে হবে—তোমায় কাঁদ্‌তে হবে, তোমার অদৃষ্টে দেবতার অভিশাপ।

[খাদ্যগ্রহণ]

বাচালের প্রবেশ

বাচাল। দাসীকে খাবার দিতে এসেছ ভগ্নি! দেখ্‌ছি তোমার স্পর্দ্ধা খুবই বেড়ে উঠেছে! রাজ-আজ্ঞার অবমাননা কর্‌তে চাও?

আনন্দ। মামা! তুমি মুখে লাগাম দাও।

বাচাল। চুপ কর্‌।

মুরা। বাচাল! এই নাও খাবারের থ'লা। আমি খেতে চাইনি, এরা আমায় দিলে, আর দরকার নেই। [থালা ফেলিয়া দিল] যাও রাজরাণি! যাও দাদু! আমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আমি দাসী—ঘৃণার—উপহাসের, আমার স্থান জগতের বহু নিম্নস্তরে।

কল্যাণী। দাদা! তুমি কি মানুষ?

বাচাল। তোমার কি মনে হয় ভগ্নি?

কল্যাণী। মনে হয় তুমি পিশাচ—পশু—শয়তান।

আনন্দ। বল না মা, এখনি মামার ঘাড় ধ'রে এখান হ'তে তাড়িয়ে দিই।

বাচাল। কুমার!

মুরা। তুচ্ছ একটা দাসীর জন্য আত্মবিচ্ছেদের আবশ্যক নেই মা! পুত্রকে নিয়ে এখান হ'তে চ'লে যাও।

নন্দের প্রবেশ

নন্দ। স্বেচ্ছাচারিতা—স্বেচ্ছাচারিতা! নারীর এতখানি স্বাধীনতা মগধেশ্বর নন্দ কখনই সহ্য কর্‌বে না। বাচাল! বাচাল!

বাচাল। মগধেশ্বর!

নন্দ। এইবার আমার আদেশ পালন কর।

কল্যাণী। কি আদেশ মহারাজ ?

নন্দ। এখনি তা দেখ্‌তে পাবে রাজরাণি! তোমার এতদূর সাহস যে, আমার আদেশ উপেক্ষা ক'রে পুত্রকে নিয়ে কারাগারে এসেছ বন্দিনীকে আহার্য্য দিতে ?

কল্যাণী। বন্দিনী আপনার কে ?

নন্দ। দাসী—বিদ্রোহিণী! আমি তাকে শাস্তি দেবো।

কল্যাণী। জানি, আপনি শাস্তি দিতে পারেন, আপনার সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু যাকে বিদ্রোহিণী দাসী বলছেন, সত্যই কি সে বিদ্রোহিণী —দাসী ? আপনার বিবেক কি তাই বলে ? আপনার অন্তর্দেবতা কি তাই বল্‌তে চায় ? সেই বিগত দিনের কথা একটিবার মনে করুন মহারাজ, তখন ছিল না প্রতিহিংসা—স্বার্থ—আভিজাত্য। অবাধে যার কোলে চ'ড়ে কত উপদ্রবে যাকে বিরক্ত ক'রে তুল্‌তেন, মা—মা ব'লে যাকে ডাক্‌তেন, সেই মহিমময়ী নারী—মায়ের প্রতিভূ, তার প্রতি একি আচরণ! আপনি আজ যা কর্‌তে চলেছেন, সেই কর্ম্ম আপনাকে গরীয়ান্ ক'রে তুল্‌বে না, একটা ছুরপনের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আপনাকে চ'লে যেতে হবে।

নন্দ। স্তব্ধ হও রাণি! চ'লে যাও এখান হ'তে। স্বেচ্ছায় যদি না যাও, তাহ'লে আমি বাধ্য হবো—

মুরা। চ'লে যাও রাজরাণি! স্বামী পরম দেবতা। দাদু! তুমিও যাও ; জেনো, পিতা পরম গুরু। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ।

কল্যাণী। যাচ্ছি। চল আনন্দ! তবে যাই স্বামি! মাথার ওপর যিনি আছেন, বিচার কর্‌বেন তিনি। তাঁর বিচারালয়ে আপনাকে অভিযুক্ত হ'তেই হবে। সেখানে দণ্ড আপনার অনিবার্য্য। [আনন্দকে লইয়া প্রস্থান।

নন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মগধেশ্বর আমি। আমায় দণ্ড দেবে ভগবান্!

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান।—

অতি দর্পে হত লঙ্কা,
তলিয়ে গেল সাগর জলে॥
শমনদমন রাবণ রাজা
তাকেও আবার খেলে কালে॥
মর্‌বে কেন তখন কেঁদে,
বাজ পড়্‌বে সকল সাধে,
হাহাকারে ভর্‌বে জীবন,
লেখা তোমার ভালে॥

[প্রস্থান।

বাচাল। ব্যাটা পাগল জ্বালিয়ে মার্‌লে।

নন্দ। বল দাসি, চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?

মুরা। বল্‌বো না।

নন্দ। বল্‌বে না?

মুরা। না।

নন্দ। ওঃ দর্পিতা! বাচাল! কশাঘাত কর, দাসীর পিঠের চামড়া তুলে নাও।

মুরা। বাঃ—বাঃ! আবার বলি, বাঃ! পুত্র সহস্র অপরাধ কর্‌লেও মা কখনো পুত্রকে অভিশাপ দেয় না, কিন্তু মায়ের সেই বেদনাতপ্ত অশ্রু-

জলই পুত্রের ধ্বংসের চিতা সাজিয়ে দেয়। আজ তুমি আমায় দাসী ব'লে পদাঘাত করছো, কিন্তু এই দাসীর বেত্রাঘাতের চিহ্ন এখনো হয়তো তোমার পিঠ থেকে মুছে যায়নি।

নন্দ। শৈশবের জল্পনা কল্পনা মানুষের কর্ম্মজীবনের পথে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হ'য়ে যায়।

মুরা। গেলেও পুত্র কখনো মায়ের স্নেহ ভোলে না। তোমায় গর্ভে ধারণ করিনি, এই কি আমার অপরাধ? গর্ভে ধারণ না ক'রেও আমি যদি অকাতরে তোমায় মাতৃত্ব বিলিয়ে দিয়ে থাকি, আমার সে দেওয়া কি সামাজিক রীতিনীতির সম্পূর্ণ বাইরে? তার জন্য আমায় যদি দণ্ড নিতে হয়, তাহ'লে ডেকে আন নন্দ, সেই শাস্ত্রকারদের; তারা এসে আমায় বলুক, এ আমার অন্যায় হয়েছে—অসহায় শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে মাতৃত্ব বিলিয়ে দেওয়ার জন্য তোমায় দণ্ড নিতে হবে। আমি তখন সে দণ্ড সাদরে গ্রহণ করবো পুত্র!

নন্দ। বাচাল!

বাচাল। তবে আরম্ভ করি?

মুরা। মায়ের ওপর চাবুক চালিয়ে তুমি সুখী হবে? ওরে নির্ম্মম! তাতে তোমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অচলা হবেন না। তাতে তোমার সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় থাক্‌বে না। পরিণাম যে তখন কি ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াবে, কবির কল্পনাতেও তা ফুটে উঠ্‌বে না। মারো—চাবুক মারো বাচাল! নন্দ, তোমারি জয় হোক্, তুমিই সুখী হও।

নন্দ। বাচাল!

বাচাল। তবে রে বেটি!

[কশাঘাতে উদ্যত]

সহসা ছদ্মবেশে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। পাপিষ্ঠ বাচাল।

[বাচালকে পদাঘাত, বাচাল পতিত হইল ; ক্ষণপরে "বাপ" বলিয়া বাচালের পলায়ন।

নন্দ। কে—কে ?

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত। চ'লে এস মা। পুত্র জীবিত থাকৃতে মায়ের লাঞ্ছনা কখনই হ'তে পারে না।

[মুরাকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

নন্দ। বন্দী কর—বন্দী কর শত্রুকে।

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত সিংহ ! সে কখনও বন্দী হয় না। আমার মাতৃ-অবমাননার জন্য শীঘ্রই পাবে তার যোগ্য প্রতিফল। প্রস্তুত থাক।

[মুরাকে লইয়া প্রস্থান।

নন্দ। এই, কে আছিস্, শত্রুকে বন্দী কর্—বন্দী কর্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ

শ্যামলী উপবিষ্টা ; সহচরীগণ গাহিতেছিল

গীত

সহচরীগণ ।—

দোল দিয়ে যায় ওই মলয় হাওয়া
জাগে শিহরণ হিয়ার মাঝে ।
নিশীথ রাতে ওই দূরের পথে
সই, বেণুটী কাহার বাজে ॥
কে এলো ওই নিঝুম রাতে,
নিয়ে বকুলমালাটী হাতে,
বুঝি সে এলো আজি মধুর সাজে ॥

শ্যামলী । তোরা এখন যা ।

১ম সহচরী । আজ তোমার মনটা এত ভার কেন রাজকুমারি ?

শ্যামলী । শুনছি যুদ্ধ বাধবে !

১ম সহচরী । তাতে আর তোমারি বা কি আমাদেরি বা কি ?

শ্যামলী । যুদ্ধ বাধলে আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো ভাই !

২য় সহচরী । ওমা, তুমি যুদ্ধে যাবে কেন গো ?

শ্যামলী। সেখানে গেলে আমি দেখ্‌তে পাবো, আমার ধ্যানের দেবতাকে।

১ম সহচরী। সে আবার কে ভাই?

২য় সহচরী। শুনে আমরা ম'রে যাই।

শ্যামলী। সে যে মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত।

সহচরীগণ। সর্ব্বনাশ!

শ্যামলী। তোরা এখন যা। দরকার হ'লে তোদেরও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো।

সহচরীগণ। বেশ। [প্রস্থান।

শ্যামলী। রণক্ষেত্রে নিশ্চয় তার দেখা পাবো। আমি তাকে ভাল-বেসেছি, কিন্তু সে কি আমায় ভালবাসে? আমি যে তার নামে, তার রূপে, তার স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকি। জানি না সে আমার হবে কি না?

মহাবীরের প্রবেশ

মহাবীর। শ্যামলি! মা!

শ্যামলী। কি সংবাদ বাবা?

মহাবীর। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মহারাজ নন্দের যুদ্ধ বেধেছে—চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যের জন্যে আমি বেরিয়েছি। উপকারী বন্ধুকে প্রতিদান দিতে আমি রণক্ষেত্রে চলেছি।

শ্যামলী। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো বাবা!

মহাবীর। সে কি!

শ্যামলী: হাঁ বাবা, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো, রণশ্রান্ত হ'লে আমি তোমার শুশ্রূষা কর্‌বো; আমায় সঙ্গে নাও বাবা!

মহাবীর। বিপদে পড়্‌বি মা!

শ্যামলী। আমি তো তোমারি কন্যা বাবা! পাহাড়ী মেয়ে আমরা তীর-ধনুক ছুঁড়্‌তে শিখেছি, যুদ্ধ কর্‌বো। বিপদকে আমরা ভয় করিনে।

মহাবীর। বেশ, তাহ'লে প্রস্তুত হ'বি আয়।

শ্যামলী। চল। [মহাবীর প্রস্থান করিল] সুযোগ যখন পেয়েছি, সে সুযোগ কখনই ছাড়্‌বো না। প্রয়োজন হ'লে আমি তার জন্যে প্রাণ দেবো। যদি সে একটী মুহূর্ত্তের জন্যে আমায় ভালবাসে, তারপর যদি মৃত্যু হয়, সে মৃত্যু হবে আমার সাধনার কাম্যফল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চাণক্যের শিবির

চন্দ্রগুপ্ত ও মুরা

চন্দ্রগুপ্ত। অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে আগুন জ্বালিয়েছি মা! আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার দাবী পূর্ণ কর্‌তে পারি। আজ আমার প্রতিহিংসা যেন রণস্থলে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আমার নিঃশ্বাস যেন সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

মুরা। উঃ, কি বল্‌বো পুত্র সেদিনের কথা! সেদিনের কথা মনে হ'লে হৃদয় ফেটে যায়। যখন নন্দ আমায় শূদ্রাণী মা ব'লে সম্বোধন কর্‌লে—রাজ-আজ্ঞায় বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কর্‌লে, তখন মনে হ'লো, আমাতে আর আমি নেই।

চন্দ্রগুপ্ত। মা! নারীর প্রতি অত্যাচার—এর জন্য শাস্তি তাকে নিতেই হবে। রাবণ-লাঞ্ছিতা সীতার অশ্রুজলে, কৌরব-নির্য্যাতিতা দ্রৌপদীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে, সৃষ্টির বুকে নতুনত্বের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই নারী তুমি—তোমার ওপর পীড়ন,—আমি এর যোগ্য প্রতিশোধ নেবো মা!

মুরা। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র, তোমার অভিলাষ যেন পূর্ণ হয়।

চন্দ্রগুপ্ত। শূদ্রাণী—দাসী—ঘৃণিতা! নন্দের সেই উপহাস-বাণী এখনো পর্য্যন্ত আমার শিরায় শিরায় অগ্নিশিখার মত প্রবাহিত হ'চ্ছে। 'শূদ্র মানুষ নয়—তার হৃদয় নেই। আভিজাত্যের এত অহঙ্কার! ভাঙ্গবো

—ভাঙবো নন্দ, তোমার সে আভিজাত্যের অভ্রভেদী অহংকার ভেঙে চুরমার ক'রে দেবো। একদিন দেখ্‌বে শূদ্রের কত শক্তি—দেখ্‌বে সে তোমারি মত মানুষ—সেও একই পরমেশ্বরের সৃষ্টি। সেকেন্দার সাহের ভবিষ্যদ্বাণী যেন সত্য হয়।

[প্রস্থান।

মুরা। যুদ্ধ হবে—নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। এবার বাধবে ভায়ে—ভায়ে দ্বন্দ্ব! নন্দ! নন্দ! তোমায় অভিশাপ দিতে যাচ্ছি, কিন্তু দিতে পার্‌ছিনে। অভিশাপের উদ্যত হস্ত তোমার গতায়ু পিতা এসে ধরছেন। মান অভিমান দুঃখ ক্ষোভ সব ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই। যুদ্ধে যারই পতন হোক্‌, আমায় কাঁদতেই হবে। মুরা! ভাগ্যহীনা দাসি! তোর কান্নার কোনদিন শেষ নেই। তাইতো! কেউ কি পারে না এ যুদ্ধ বন্ধ কর্‌তে?

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। যুদ্ধ অনিবার্য্য মুরা!

মুরা। যুদ্ধ কি বন্ধ হয় না প্রভু!

চাণক্য। না। ওকি! চম্‌কে উঠছো যে মুরা?

মুরা। আর এ যুদ্ধে কাজ নেই গুরুদেব!

চাণক্য। [বিস্মিতভাবে] মুরা!

মুরা। নন্দ আর চন্দ্রগুপ্ত দু'জনেই যে আমার পুত্র। তারা যে একবৃন্তে দুটী ফুল। সমযত্নে আমি যে তাদের মানুষ করেছি। তাদের দ্বন্দ্বে আজ যে সৃষ্টির বুক চুরমার হ'য়ে যাবে। আর এ ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদে কাজ নেই দেব! চন্দ্রগুপ্ত দাসীর পুত্র—সে দাসীপুত্রই থাকুক্‌।

চাণক্য। আর তা হয় না। ধ্বংসের আসন্নকাল উপস্থিত। সম্মুখে ওই কালের সংহারমূর্ত্তি। স্তব্ধতার বুকে যেন একটা কম্পন জেগে উঠছে। মহাপ্রলয় আরম্ভ হ'লো ব'লে। সব প্রস্তুত।

মুরা। গুরুদেব!

চাণক্য। সেদিন কি ভুলে গেছ মুরা? কেশাকর্ষণ—কারাগারে অজস্র অশ্রুবর্ষণ?

মুরা। ভুলিনি।

চাণক্য। তবে?

মুরা। এখনো সেই রাক্ষসী স্মৃতিগুলো জেগে আছে ব্রাহ্মণ! পাথরে লোহার দাগ ব'সে গেছে; তবু কেন চঞ্চল হ'য়ে উঠি বুঝতে পারি না।

চাণক্য। নারীর দুর্ব্বলতা। শিবিরে যাও, তোমার কাকুতি শোন্‌বার এখন সময় নেই।

মুরা। নারীর কাকুতি শুন্‌বেন না? ওগো দেব! আমার অন্তরে যে একটা প্রবল ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে—কিভাবে আমি সহ্য কর্‌ছি, তা আপনি কি ক'রে বুঝবেন।

চাণক্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঠিক বলেছ মুরা, আমি কি বুঝবো। একবার আমার বুকটায় হাত দিয়ে ওই কথা বল্‌তে পার—"আপনি কি ক'রে বুঝবেন।" তুমি কি বুঝবে মুরা আমার প্রতিহিংসার জ্বালা—বেদনার অন্তর্দাহ? ওঃ, তার তুলনা হয় না নারি! যাও, বিরক্ত ক'রো না। যুদ্ধ অনিবার্য্য।

কল্যাণী ও আনন্দের প্রবেশ

কল্যাণী। যুদ্ধ কি বন্ধ হয় না ব্রাহ্মণ?

চাণক্য। না, এ যুদ্ধ বন্ধ হবার নয়। কে তুমি?

মুরা। গুরুদেব! এ সেই নন্দের সহধর্ম্মিণী! এস মা লক্ষ্মি! আয়রে দাদু! [উভয়কে বক্ষে টানিয়া লইলেন]

চাণক্য। বাঃ! চমৎকার কৌশল, না—তা হবে না, চাণক্য যুদ্ধ বন্ধের আদেশ কখনই দিতে পারবে না।

কল্যাণী। তুমি না ব্রাহ্মণ?

চাণক্য। হাঁা, আমিই সেই ব্রাহ্মণ, রাজরাণি!

গীত

আনন্দ।—

তবে মহিমা তোমার কই গো?
কর্ম্ম যাদের চির গরীয়ান্
আসন সবার উচ্চে গো॥
ব্রাহ্মণ তুমি ধরার দেবতা,
কোথায় তোমার বেদের গান,
কোথায় তোমার ত্যাগের মূর্ত্তি,
দধীচির মত আত্মদান,
তুমি যে গো হও ক্ষমার বিটপী,
অপরাধ ভুলে যাও গো॥

চাণক্য। হাঁা—হাঁা, সেই ব্রাহ্মণ, সেই দধীচি ব্রাহ্মণ। কিন্তু এটা যে কলিযুগ! এ যুগের ব্রাহ্মণ দীন—নীচের দাস—পরপিণ্ডভোজী। তাই ক্ষত্রিয় তাকে পদাঘাত করে।

কল্যাণী। ক্ষমা কর ব্রাহ্মণ! ধ্বংস-যজ্ঞ বন্ধ কর।

চাণক্য। ক্ষমা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! চাণক্যের নীতিতে ক্ষমা নেই।

ক্ষত্রিয় তাকে দ'লে পিষে পথের ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, সেইজন্যই ধ্বংস-যজ্ঞের আয়োজন,—সে যজ্ঞ বন্ধ হবে না। কলিযুগেও একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখাতে হবে।

কল্যাণী। স্বামীর হ'য়ে আমি ক্ষমা চাইছি ব্রাহ্মণ!

আনন্দ। পিতার হ'য়ে আমিও ক্ষমা চাইছি ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। উঃ! ব্রাহ্মণ, তুমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লে না? কি হবে মা?

মুরা। কি হবে, সেটা কল্পনা ক'রে দণ্ডে দণ্ডে আমি শিউরে উঠ্‌ছি। এস মা চন্দ্রগুপ্তের কাছে, দেখি ধ্বংসের কালানল নিবিয়ে দিতে পারি কি না!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পণ্ডিতজীর বাটী

তারিণী ও স্ত্রীবেশে পণ্ডিতজী

তারিণী। হ্যাঁগা, তুমি সতের হাত ঘোমটা দিয়ে মেয়েমানুষ সেজে বাড়ীতে আছ আর দু'বেলা ভাতের কাঁড়ি গিল্‌ছো। ছেলেটা যে সেই ক'দিন হ'লো বেরিয়েছে আর দেখা নেই, তার একবার খোঁজ কর্‌লে না ?

পণ্ডিতজী। শুকুনির জ্বালায় পথে যে বেরুবার উপায় নেই গিন্নি ! আমায় দেখ্‌তে পেলেই চারিদিক থেকে ছুটে এসে ঠোকরাতে আরম্ভ ক'রে দেবে।

তারিণী। তাইতো, বাছা আমার কোথায় গেল !

পণ্ডিতজী। যাবে আর কোথায় ? এই এলো ব'লে। ও ছেলে যাবার নয়। খাঁটী বেহ্মাস্ত্রে তৈরী হয়েছে।

তারিণী। যেমি বাবা, তেমি তো ব্যাটা হবে।

পণ্ডিতজী। হে-হে-হে ! তা যা বলেছ। এখন যুদ্ধের সংবাদ কিছু শুনেছ ?

তারিণী। যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

পণ্ডিতজী। যাক্, যুদ্ধটা মিটে গেলেই—ব্যস্ আমিও পুরুষত্ব প্রাপ্ত হবো। এ সময়ে রাজবাড়ীতে গেলে মহারাজ আমাকে যুদ্ধে নিয়ে যাবেন। যেহেতু আমায় তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন।

তারিণী। দেখ তোমায় মেয়েমানুষ সেজে বেশ মানিয়েছে। ঠিক আমাদের ছিদে বাউরীর বৌটার মত দেখাচ্ছে।

পণ্ডিতজী। ইস্, বল কি গোপাল-জননি! আমার এই রমণীরূপ দেখ্‌তে যদি তোমার ভাল লাগে, আমি তাহ'লে চিরদিন এই রকম রমণী সেজেই থাক্‌বো।

তারিণী। ছিঃ—ছিঃ, লোকে শুন্‌লে বল্‌বে কি? ব্যাটা ছেলে সর্ব্বদাই মেয়েমানুষ সেজে থাক্‌বে কি? ঘেন্নার কথা!

পণ্ডিতজী। না গো গোপাল-জননি, না; এবার সকল ব্যাটা ছেলেকেই মেয়েমানুষ সাজতে হবে। দেখ্‌ছো না দেশে মেয়েমানুষের কি রকম আস্পর্দ্ধাখানা বেড়ে উঠেছে। নইলে তুমি কি রোজ রোজ আমায় বঁটী নিয়ে কাটতে এস?

তারিণী। কি! আমি কি সত্যি সত্যি তোমায় কেটে ফেল্‌তাম গা? গোপালকে সব সময় কত কি বলি। সে তো কোন কথা কয় না। তুমি কইবে বই কি! তুমি তো আর আমার পেটের ছেলে নও যে সহ্য কর্‌বে?

পণ্ডিতজী। তা বই কি—তা বই কি!

তারিণী। হাঁগা, লোকে তোমায় দেখ্‌লে কি বল্‌বে? গোপালকেই বা কি বল্‌বো?

পণ্ডিতজী। বল্‌বে তোমার মাসী এসেছে। ব্যস্, কেউ আর ধর্‌তে পার্‌বে না।

তারিণী। হাঁগা—আমার তো মাসী নেই।

পণ্ডিতজী। আরে মাসী না হয় পিসী-ফিসী যা হয় একটা ব'লো। খুব হুঁসিয়ার, যেন তবলা ফাঁসিও না।

[নেপথ্যে—জয় হর হর বোম্ বোম্]

পণ্ডিতজী। য়্যাঁ, ও আবার কি! আমি এক জয় হর হর বোম্ বোম্। ও আবার কে হর হর বোম্ বোম্? দেখ—দেখ গিন্নি, ব্যাপার কি?

জনৈক সাধুকে লইয়া গোপালের প্রবেশ

গোপাল। মা! মা! এই ছাখ্ মা! সাধু-বাবাকে নিয়ে এসেছি! ব্যস্, আর ভাবনা নেই। সাধু-বাবা বলেছে আমায় খুব গাঁজা খাওয়াবে, আমিও সাধু-বাবাকে খুব মদ খাওয়াবো।

তারিণী। ও মা, ও কে রে?

পণ্ডিতজী। [স্বগত] ব্যাটা আহাম্মক!

গোপাল। তুই যে বল্লি যা হয় ক'রে বাবাকে খুঁজে আন্তে। বাবা আমার সাধু হ'য়ে চ'লে গিয়েছিল। এই তো সেই সাধু-বাবাকে ধ'রে এনেছি। এইবার তুই যত পারিস্ ঠ্যাঙ্গা, আমিও ঘা-কতক মুগুরাসব বটীকা খাইয়ে দিই।

সাধু। [স্বগত] সর্ব্বনাশ!

গোপাল। এই আমার বাবা, এই আমার সাধু-বাবা। মাইরি, আমার ঠিক সেই সাধু-বাবা। হ্যাঁ বাবা, কেন তুমি সাধু হ'য়ে বাড়ী থেকে চ'লে গিয়েছিলে? মা আমার তোমার জন্য কত কাঁদছে। আহা, মায়ের আমার হাত নিস্পিস্ কর্‌ছে।

তারিণী। ওরে, ও গোপাল, ও আমাদের কর্ত্তা-সাধু নয়। তুই কাকে কর্ত্তা মনে ক'রে ধ'রে এনেছিস্ রে? ও মা, একি কাণ্ড গো! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

গোপাল। কি, এই আমার সাধু-বাবা নয়? আলবৎ আমার সেই

সাধু-বাবা। কি গো মশাই! তুমি আমার সাধু-বাবা নও? মহাজনদের ফাঁকি দিতে সাধু হ'য়ে বাড়ী থেকে চ'লে গিয়েছিলে?

সাধু। হাঁ—হাঁ বৎস গোপাল! তোমার জননীর জন্য মনের ঘেন্নায় সাধু হ'য়ে চ'লে গিয়েছিলাম। আর এ বাড়ীতে ঢুকতাম না। কিন্তু কি কর্‌বো, তুই আমার বড় আদরের ছেলে, আমায় জোর করে ধ'রে নিয়ে এলি। গিন্নি! তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না? আমি যে তোমার সেই—

পণ্ডিতজী। [স্বগত] কি সর্ব্বনাশ! ব্যাটাতো আচ্ছা জোচ্চোর! একবারে জলজ্যান্ত মিথ্যেকথাগুলো বল্‌ছে। আমার যে রাগে গা রি—রি কর্‌ছে। ব্যাটার বাবাগিরি বার ক'রে দেবো নাকি? দেখাই যাক্ ব্যাপার কি গড়ায়!

গোপাল। কি মা, হয়েছে তো? বাবার আবার ভাবনা?

তারিণী। ও মিন্সে আমাদের কর্ত্তা নয় রে বাবা! ও মিন্সে সেই ফলনা ভট্‌চায নয় রে গোপাল!

গোপাল। তোর কি চোখ নেই মা? বাবাকে চিন্‌তে পারছিস্ নে।

সাধু। আহা, সতীলক্ষ্মীদের কাজই এই রকম। গিন্নি! চল—চল, আমায় কিছু খেতে দেবে চল।

পণ্ডিতজী। [স্বগত] তোমায় ছাই-ভস্ম খেতে দেবে রে শালা!

গোপাল। হাঁা মা, ও মাগীটে আবার কে?

তারিণী। আমার মাসী। কাল এসেছে।

গোপাল। য়্যাঁ, বলিস্ কি!

সাধু। গিন্নি! যাক্, মনে কিছু ক'রো না। আমি আর তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না। এইবার শিব হ'য়ে বস্‌বো।

পণ্ডিতজী। [স্বগত] তা বস্‌বি বই কিরে শালা! একবারে তৈরী

ঘর-কন্না। দাঁড়া-দাঁড়া! তোর চিমটে কেড়ে নিয়ে, এমন খোঁচা মারবো—তখন চালাকি বেরিয়ে যাবে।

প্রহরীসহ মহাজনের প্রবেশ

মহাজন। এই যে সেই পণ্ডিতজী। আমার টাকাগুলো ফাঁকি দেবার জন্তে সাধু সেজেছেন। ধর প্রহরি! শালা জোচ্চোরকে বেঁধে নিয়ে চল।

[প্রহরী সাধুকে বাঁধিল]

সাধু। ওরে বাবারে, আমি পণ্ডিতজী নইরে। এ আবার কি বিপদে পড়্‌লাম রে!

মহাজন। চালাকি পেয়েছ ঠাকুর? মনে করেছ, সাধু সেজে বেড়ালে রামধনী শ্রেষ্ঠীর কাছে পরিত্রাণ পাবে! নিয়ে এস প্রহরি!

সাধু। সত্যি বল্‌ছি আমি পণ্ডিতজী নই মশাই! আমি রামু গোঁসাই, চুরি করেছিলাম, ধরা পড়্‌বো ব'লে সাধু সেজে বেড়াচ্ছি।

গোপাল। না মশাই, ইনি আমার পণ্ডিতজী বাবা। কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবো না। বাবা আমায় গাঁজা খাওয়াবে বলেছে। মাইরি আমার ভাল বাবা। [হাত ধরিল]

মহাজন। নিয়ে এস—নিয়ে এস, শালার সাধুকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এস প্রহরি!

গোপাল। যাও না দেখি টেনে নিয়ে।

[প্রহরী ও গোপালের টানাটানি]

সাধু। ওরে বাবারে, দাঁও মার্‌তে এসে একি বিপদে পড়লাম রে। ওরে পিতৃভক্ত গোপালচন্দ্র! তোর জননীকেও টেনে ধর্‌তে বল্‌।

গোপাল। ধর্‌—ধর্‌ মা, বাবাকে আচ্ছা ক'রে টেনে ধর্‌।

সাধু। ওরে বাবারে, মলাম রে!

[মহাজন ও প্রহরী সাধুকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল]

পণ্ডিতজী। জয় মা কালী!

[স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ করিল]

গোপাল। য়্যাঁ, একি! আবার একটা বাবা? ওরে আমার কতগুলো বাবারে! ছিল সাধু-বাবা, হ'লো আবার মাসী-বাবা! বা রে আমার মাসী-বাবা—বা রে আমার মাসী-বাবা!

[পণ্ডিতজীকে চাঁটি মারিতে লাগিল]

পণ্ডিত। আঃ! আঃ! ধর—ধর গিন্নি! ধর! নইলে মাথা ফাটিয়ে দেবে।

[পলায়ন।

গোপাল। ধর্—ধর্ মাসী-বাবাকে।

[প্রস্থান।

তারিণী। ওরে দেখিস্, আর যেন বিবাগী হ'য়ে যায় না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ

বাচাল, নন্দ ও কাত্যায়ন

নন্দ। দেখ্‌বো—দেখ্‌বো সেই দাসীপুত্রের শক্তি কতখানি। মহারাজ নন্দের সঙ্গে সে যুদ্ধ কর্‌বে? উঃ, কি দুঃসাহস!

বাচাল। মতিচ্ছন্ন—মতিচ্ছন্ন।

কাত্যায়ন। সন্ধি কর্‌লে হ'তো না মহারাজ?

নন্দ। সন্ধি! তুচ্ছ হীন এক দাসীপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধের সন্ধি! না মন্ত্রি, কখনই তা হ'তে পারে না। এ যুদ্ধে সন্ধি স্থাপন কর্‌লে মগধেশ্বরের কলঙ্কে দেশ ভ'রে যাবে।

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যের কতক অংশ ছেড়ে দিলে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ হ'তো না।

বাচাল। মন্ত্রি, তুমি কি ভয় পেয়েছ?

কাত্যায়ন। ভয়? না—না, মহাবীর নন্দ থাক্‌তে কাত্যায়নের ভয় কি! তবে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হয়েছে।

নন্দ। কি স্পর্দ্ধা! সেই ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ দাসীপুত্রের মন্ত্রী হয়েছে! মর্‌বে—মর্‌বে, ব্রাহ্মণ এইবার মর্‌বে। বাচাল, তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। চন্দ্রগুপ্ত আর চাণক্যকে ধ'রে নিয়ে আস্‌বে; আমি তাদের পশুর মত হত্যা কর্‌বো।

বাচাল। তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না মহারাজ! বাচাল থাকতে চন্দ্রগুপ্তের কোন আশাই পূর্ণ হবে না।

কাত্যায়ন। পার্ব্বত্যরাজ মহাবীর আবার তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

নন্দ। তা দিক্। ভারতের সমস্ত শক্তি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে যোগ দিলেও মগধেশ্বর নন্দ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। যাও কাত্যায়ন, চন্দ্রগুপ্ত আর চাণক্যকে জানিয়ে দাও, তারা যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়।

কাত্যায়ন। আমার মনে হয়, সন্ধি করলেই এ ক্ষেত্রে ভাল হ'তো।

নন্দ। কারণ?

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তের শক্তি—

নন্দ। তুচ্ছ—তুচ্ছ, নন্দের কাছে অতি তুচ্ছ। সন্ধির জন্য অনুরোধ ক'রো না মন্ত্রি! সন্ধি হবে না।

কাত্যায়ন। তারা যদি সন্ধি করতে চায়?

নন্দ। তাও হবে না। সেই দাসীপুত্রকে রাজ্যের এক কপর্দ্দকও দেবো না।

বাচাল। কেন দিতে হবে? ভয়ে? মন্ত্রি! নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। তুমি কি আমাদের এতই হীনবল মনে কর? মহারাজ, তাহ'লে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইগে।

নন্দ। যাও।

[বাচালের প্রস্থান।

নন্দ। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি ভেবেছ মগধের সিংহাসন গ্রহণ করবে। অসম্ভব —অসম্ভব, দাসীপুত্র তুমি, এ তোমার আকাশ-কুসুম কল্পনা। কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন। মহারাজ!

নন্দ। যাও, প্রস্তুত হওগে।

কাত্যায়ন। আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি মহারাজ!

নন্দ। চতুর্দ্দিকে নন্দের শত্রু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশ্যে গোপনে আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেছে। কিন্তু মন্ত্রি, আমি দেখ্ছি—তুমি আমার একমাত্র হিতৈষী। তুমিই একমাত্র রাজভক্ত।

কাত্যায়ন। আমি কি অকৃতজ্ঞ হ'তে পারি মহারাজ! [স্বগত] মূর্খ নন্দ! প্রতিশোধের আর দেরী নেই!

নন্দ। তোমার কথায় সন্তুষ্ট হ'লাম মন্ত্রি! তোমার সাত-সাতটা ছেলেকে আমি হত্যা করেছি, অথচ সেই তুমি সানন্দে আমার মন্ত্রিত্ব কর্ছো। কাত্যায়ন! বিচিত্র তোমার চরিত্র। সেই পুত্রদের জন্য তোমার একটু দুঃখ হয় না?

কাত্যায়ন। আপনি কি আমায় পরীক্ষা কর্ছেন মহারাজ!

নন্দ। না—না, হাঁ—ওসব কথা এখন থাক্। বল দেখি কাত্যায়ন! এ যুদ্ধে জয় হবে কার?

কাত্যায়ন। আপনারই জয় হবে মহারাজ!

নন্দ। দৃঢ়বিশ্বাস তাই। কিন্তু আমি যেন সব সময় দেখ্তে পাই মৃত্যুর ঘনছায়া, শুন্তে পাই নিয়তির অট্টহাসি। নিস্তব্ধ রজনীতে প্রাসাদ-শিখরে কি এক মর্ম্মন্তুদ সুর ভেসে ওঠে, আমি ভয়ে চম্কে উঠি কাত্যায়ন, কিন্তু কাউকে দেখ্তে পাইনে।

কাত্যায়ন। মনের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করুন মহারাজ!

নন্দ। সত্যই এ আমার মনের দুর্ব্বলতা। আচ্ছা, যাও—সুরা পাঠিয়ে দাও। আমি সুরা পান কর্বো। অবসাদ দূর কর্বো। যাও—চাই সুরা—চাই সুরা—

[কাত্যায়ন প্রস্থান করিল।

নন্দ। চন্দ্রগুপ্ত ! মগধের রাজা হবে তুমি ? ব্রাহ্মণ ! তুমি হবে মন্ত্রী ? হাঃ-হাঃ-হাঃ !

সুরাপাত্রহস্তে নৃত্যসহ জনৈক নর্ত্তকীর প্রবেশ

নন্দ। দাও—দাও, আমার লুপ্ত শক্তি আবার ফিরে আসুক্।

[নর্ত্তকী নৃত্যভঙ্গে সুরা দিয়া প্রস্থান করিল।

নন্দ। [সুরাপান করিতে করিতে] আঃ—আঃ ! আমি মগধেশ্বর নন্দ, আমার আবার ভয় ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। মহারাজ !

নন্দ ? কে –রাণী ? তুমি আবার কি চাও ?

কল্যাণী। চাইলে কি তা পাবো ?

নন্দ। অসম্ভব হ'লে পাবে না, রাণি !

কল্যাণী। অসম্ভব নয় স্বামি !

নন্দ। বল, তুমি কি চাও ?

কল্যাণী। এ ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব বন্ধ কর্‌লে হয় না'?

নন্দ। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ? এর অর্থ কি রাণি ? তুচ্ছ এক শূদ্রাণীর পুত্র মগধ-রাজপুত্র ব'লে নিজেকে পরিচয় দিয়ে সিংহাসনের দাবী কর্‌বে, আমাকে সেই দাবী পূর্ণ করতে হবে ? মগধেশ্বর নন্দকে তুমি এতই হীনবল মনে কর রাণি ! দাসীর পুত্র চিরদিন দাসীপুত্রই থাক্‌বে, সিংহাসনের আশা করা কি তার বাতুলতা নয় ?

কল্যাণী। কর্ম্মই যে মানুষকে বড় ক'রে গ'ড়ে তোলে। জন্মের জন্য মানুষ তো কখনো দায়ী হ'তে পারে না।

নন্দ। তা ব'লে বামন কি কখনো আকাশের চাঁদ ধর্‌তে পারে? শতবর্ষ চেষ্টা কর্‌লেও পার্‌বে না।

কল্যাণী। একবার তোমার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ মহারাজ! সেখানে পরিণাম কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা তুমি, তোমার আচরণে আজ মগধের মাটি তেতে উঠেছে। গণতন্ত্রের সম্মিলিত নিঃশ্বাসে সে রাজার মারণাস্ত্র তৈরী কর্‌ছে। উঃ! তুমি কি করেছ মহারাজ! কতকগুলো চাটুকারের কুমন্ত্রণায় নিজের বিবেক-ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে কি সর্ব্বনাশ করেছ!

নন্দ। যুদ্ধের পরিকল্পনায় তোমার অন্তরে কি ভয় জেগে উঠেছে রাণি? যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ কর্‌লে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ যে আনন্দে নেচে ওঠে।

কল্যাণী। একথা সহস্রবার স্বীকার করি মহারাজ!

নন্দ। তবে কেন ক্ষত্রিয়ের সে মজ্জাগত অভ্যাস ভুলিয়ে দিতে এসেছ রাণি, চক্ষে বৈতরণী নিয়ে! যাও, ক্ষত্রিয়-নারী তুমি, জাতির মর্য্যাদাকে ম্লান কর্‌তে চেয়ো না। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। তা ভেবে কেউ কি কখনো কর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত হয়?

কল্যাণী। এ যে অন্যায় যুদ্ধ। প্রতিহিংসার যুদ্ধ।

নন্দ। কি? এ অন্যায় যুদ্ধ? প্রতিহিংসার যুদ্ধ?

কল্যাণী। দাসীপুত্র তো একদিনও রাজসিংহাসন চায়নি। তুমিই তাদের মিথ্যা সন্দেহ ক'রে এই কালাগ্নি জ্বেলে দিলে।

নন্দ। বটে! দোষী আমি?

কল্যাণী। সকলেই তা বলে।

নন্দ। মানীর মান যেখানে ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে আগুন জ্বেলে দেওয়াই উচিত। মহাপদ্মনন্দের পুত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত আমার সম্মানে

আঘাত ক'রেছে, আমিও সেই আঘাতের বিনিময়ে তাকে দেখাতে চাই—সে জারজ—দাসীপুত্র—সৃষ্টির আবর্জ্জনা।

কল্যাণী। ওগো স্বামি! তুমি ও সঙ্কল্প ত্যাগ কর। আমায় ভিখারিণী সাজিও না। সেই নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাওগে। দাসীপুত্রকে ডেকে এনে প্রেমের আলিঙ্গন দাও, আর সেই দাসীর কাছে গিয়ে তাকে মা ব'লে ডাকগে,—দেখ্‌বে জীবন তোমার কত শান্তির হবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদ আকাশ হ'তে ছড়িয়ে পড়্‌বে।

নন্দ। না—না, তা হবে না, হ'তে পারে না। আমি দেখ্‌তে চাই রাণি, সেই ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মিলিত শক্তিতে কোন্ নতুন শক্তি রচিত হ'য়ে নন্দের পরাজয়কে ডেকে নিয়ে আসে।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। শুন্‌লে না—শুন্‌লে না স্বামি? দুর্ভাগ্য—আমার দুর্ভাগ্য! ভগবান্! একি তোমার দুশ্ছেদ্য বন্ধন! একজনের জন্য আর একজন কাঁদে কেন? একজনের ভাগ্যের সঙ্গে আর একজনের ভাগ্য গেথে রেখেছ কেন? যাবে—যাবে, আমার সব যাবে—সব যাবে, মগধেশ্বরী হবে কাঙালিনী—পথের ভিখারিণী।

আনন্দের প্রবেশ

আনন্দ। মা! মা!

কল্যাণী। কি বাবা?

আনন্দ। আর যুদ্ধ হবে না।

কল্যাণী। সে কি?

আনন্দ। হাঁ মা! আমি জেঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

আমায় দেখে জেঠামশাই ছুটে এসে আমায় বুকে তুলে নিয়ে কত চুমু খেলে, তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল পড়তে লাগ্‌লো মা! আমিও তখন কেঁদে ফেল্‌লাম।

কল্যাণী। তারপর?

আনন্দ। আমি বল্‌লাম—জেঠামশাই! তুমি কি আমার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে? তুমি তো ভাবী দুষ্টু। তুমি যদি বাবার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাহ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বো।

কল্যাণী। তারপর?

আনন্দ। জেঠামশাই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাক্‌লো, তারপর বল্‌লে আচ্ছা, যুদ্ধ আর হবে না। যাই, বাবাকে এই কথা ব'লে আসি।

বাচালের প্রবেশ

বাচাল। তুমি চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে গিয়েছিলে আনন্দ?

আনন্দ। হ্যাঁ।

বাচাল। কেন?

আনন্দ। তার কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে মামা?

বাচাল। হ্যাঁ, আমায় দিতে হবে।

আনন্দ। তুমি কে?

বাচাল। আমি এ রাজ্যের সেনাপতি।

আনন্দ। আমি তোমার প্রভুপুত্র।

বাচাল। উদ্ধত বালক!

কল্যাণী। দাদা!

বাচাল। কি বল্‌বে?

কল্যাণী। তুমি এই মুহূর্ত্তে এখান হ'তে চ'লে যাও। তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। তুমি আমাদের পরম শত্রু।

বাচাল। বাচাল তা ভাবে না।

কল্যাণী। এখন কি কর্‌তে চাও?

বাচাল। আনন্দকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাবো।

কল্যাণী। সিংহিনীর বুক ছিনিয়ে তার শাবককে কেড়ে নিয়ে যাবে?

বাচাল। রাজ-আজ্ঞায় বাচাল সব পারে। এস কুমার!

[হাত ধরিল]

আনন্দ। [হাত ছিনাইয়া লইয়া অস্ত্র বাহির করতঃ] সাবধান মামা! এখনি তোমায় কেটে ফেল্‌বো। এস মা, বাবাকে বলিগে, দেখি বাবার কাছে আমি বড় হই না মামা বড় হয়।

কল্যাণী। দাদা! মনে রেখো, পর কখনো আপনার হয় না।

[আনন্দসহ প্রস্থান।

বাচাল। আচ্ছা—আচ্ছা! আগে নন্দকে লেলিয়ে দিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে শেষ ক'রে ফেলি, তারপর নন্দকে শেষ কর্‌তে বিশেষ কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হবে না। তারপর দেখ্‌বো কল্যাণি, তোর কত তেজ,—দেখ্‌বো কতখানি স্বামিভক্তি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

চাণক্যের শিবির

করতালি দিতে দিতে চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ নিতে হবে—প্রতিশোধ নিতে হবে। ওই রণডঙ্কা বাজ্‌ছে! ওই অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ! ওই শোণিত-কল্লোল! চলুক—চলুক যুদ্ধ! ক্ষুধিত ব্যাঘ্র আজ রক্তপানের জন্য উন্মত্ত হ'য়ে ছুটছে। মানুষ আজ মানুষের রক্ত খাবে। নন্দ! নন্দ! তোমার আর রক্ষা নাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—·

মহাবীরের প্রবেশ

চাণক্য। মহাবীর! যুদ্ধের সংবাদ কি?

মহাবীর। আমাদের পরাজয় হয়েছে।

চাণক্য। পরাজয়!

মহাবীর। রণস্থল হ'তে অকস্মাৎ চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করাতে আমাদের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়েছে।

চাণক্য। আচ্ছা, যাও। [মহাবীরের প্রস্থান] আশ্চর্য্য! যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন কর্‌লে?· নিশ্চয় কেউ চাল চেলেছে। যুদ্ধে পরাজয়! তবে কি চাণক্যের মহাযজ্ঞ অপূর্ণ থেকে যাবে?

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। তাই মনে হয় চাণক্য!

চাণক্য। কিন্তু আমার তা মনে হয় না।

কাত্যায়ন। তোমার কি মনে হয় চাণক্য ?

চাণক্য। আমার মনে হয়, জয় আমাদের সুনিশ্চয়। দেখ্‌তে পাচ্ছি আমার ধূমায়িত মস্তিষ্কে আশার ক্ষীণ রশ্মিরেখা। হতাশ হ'য়ো না কাত্যায়ন, হাল ছেড়ো না। মনে রেখো, প্রতিহিংসা-যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌তেই হবে। হ্যাঁ, চন্দ্রগুপ্ত কোথায় পালিয়েছে ?

কাত্যায়ন। তা বল্‌তে পারি না।

চাণক্য। মূর্খ তুমি। চন্দ্রগুপ্তের সন্ধান করগে। তাকে আমার কাছে নিয়ে আসা চাই। [কাত্যায়ন প্রস্থান করিল] মুরা! মুরা!

মুরার প্রবেশ

মুরা। আমায় ডাক্‌ছেন গুরুদেব ?

চাণক্য। হ্যাঁ।

মুরা। কিছু প্রয়োজন আছে ?

চাণক্য। আছে, গুরুতর প্রয়োজন আছে। দাঁড়াও।

মুরা। বলুন।

চাণক্য। পারবে ?

মুরা। কি ?

চাণক্য। কাঁদ্‌তে।

মুরা। চিরদিনই তো কাঁদ্‌ছি গুরুদেব!

চাণক্য। আজ আবার নূতন ক'রে কাঁদ্‌তে হবে। এমন কাঁদ্‌তে হবে, যে কান্নায় মরা মানুষও জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌বে—বজ্রকঠোর পাষাণ-গাত্র বিদীর্ণ হ'য়ে আগ্নেয়স্রাব ছড়িয়ে পড়্‌বে।

মুরা। যুদ্ধের সংবাদ কি গুরু ?

চাণক্য। ঐ চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে! মুরা! মুরা! এই দেখ পুত্র তোমার বিজয়ী হ'য়ে ফিরে এসেছে। বীরপুত্রকে বক্ষে কর—আশীর্ব্বাদ দাও: আনন্দ কর।

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। আমি পরাজিত গুরুদেব!

চাণক্য। পরাজিত! চাণক্যের শিষ্য—মুরার পুত্র আজ পরাজিত? বাঃ!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি শক্তিতে পরাজিত হইনি গুরুদেব, পরাজিত হয়েছি স্নেহে। স্নেহকে আমি জয়ের আসন ছেড়ে দিয়ে চ'লে এসেছি।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি পরাজিত?

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ মা, আমি পরাজিত।

মুরা। পরাজিত হ'য়ে ফিরে এলে তুমি! পুত্র—পুত্র। নন্দের শত অত্যাচার আমি হাসি মুখে সইতে পারি; কিন্তু তোমার এ কাপুরুষতার কলঙ্ক আমি কেমন ক'রে সইবো বাবা!

চাণক্য। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ ক'রে আবার যুদ্ধ কর চন্দ্রগুপ্ত! ওই অদূরে তোমার বিজয়-লক্ষ্মী।

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান।—

দেবের আশিস্ অসীম হইতে ঝরিছে তোমার শিরে।
টলিও না কভু ওরে ও পথিক, আগুনারি চল ধীরে॥

সম্মুখে যদি আসে কোন বাধা, সহাসে দলিত করি,
ছুটে চল সেথা বীরের দর্পে মাতৃমূর্ত্তি স্মরি,
নাহি ভয়, ওরে নাহি ভয়, পাইবে সকলি ফিরে ॥

[প্রস্থান।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! দৃঢ় হও, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। পরিপূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বো না দেব! এই রইলো আমার তরবারি।

[চাণক্যের পদতলে তরবারি রাখিয়া দিল]

চাণক্য। বাঃ! চমৎকার! মুরা! আনন্দ কর—আনন্দ কর! এমন বীরপুত্র গর্ভে ধরেছ যখন, তখন আর তোমার চিন্তা কি! চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজিয়ে তুমি আনন্দে নৃত্য কর মুরা!

চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষমা করুন গুরুদেব, তুচ্ছ স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে আমি আর আমার ভায়ের বুকে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে পার্‌বো না।

চাণক্য। ভাই! ভীরু! কাপুরুষ! সেই ভাই না তোমায় নির্ব্বাসিত করেছে—

চন্দ্রগুপ্ত। তবু সে ভাই!

চাণক্য। অথচ সেই ভাই তোমার মাতাকে অপমান করেছে—অনশনে রেখে—

চন্দ্রগুপ্ত। ওঃ! ভগবান্! আমি কি করি—আমি কি করি! এক দিকে মা—আর এক দিকে ভাই!

চাণক্য। কি আর করবে চন্দ্রগুপ্ত!—মাকে পদতলে রেখে ভাইকে বুকে তুলে নাও।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব!

চাণক্য। এখনো এ দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর চন্দ্রগুপ্ত! কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এ কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। ভূকম্পের মত ন'ড়ে ওঠ,—অত্যাচারীর গগনস্পর্শী গর্ব্ব ভূমিসাৎ ক'রে দাও। জীবনের সাধনা নিষ্ফল ক'রো না। জীর্ণ বস্ত্রের মত আলস্যকে দূরে ফেলে দিয়ে দুর্ব্বার বিক্রমে ছুটে চল।

চন্দ্রগুপ্ত। মা!

মুরা। আমি নন্দের অকল্যাণ চাই না পুত্র! আমার কাছে তুমিও যা, সেও তাই। তুমি যদি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা না করতে, তা'হলে আমি কখনো তোমাকে সে কার্য্যে উৎসাহিত করতাম না। কিন্তু আজ যখন তুমি তা করেছ, তখন তোমার ক্ষত্রিয়রক্তের প্রমাণ দাও। আমার গর্ভজাত পুত্র কাপুরুষ,—এ কলঙ্ক আমার কাছে নন্দের অকথ্য অত্যাচারের চেয়েও মর্ম্মান্তিক।

চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু মা, সে যে আমার ভাই! শৈশবে একসঙ্গে খেলা ক'রেছি,—আধখানা খেয়ে বাকিটা তাকে খাইয়েছি! তার চোখের জল সস্নেহে মুছিয়ে দিয়েছি,—পায়ে তার তৃণের আঘাত পেলেও বুকে আমার কত ব্যথা পেয়েছি! যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যখন তাকে দেখলাম, তখন এক সঙ্গে সেই সব কথা মনে প'ড়ে গেল,—তাকে হত্যা করতে আর হাত উঠলো না।

মুরা। একথা যে তোমার যুদ্ধঘোষণার পূর্ব্বেই ভাবা উচিত ছিল পুত্র!

চাণক্য। যুদ্ধ যখন ঘোষণা করেছ, তখন জয় চাই চন্দ্রগুপ্ত!

মুরা। জয়লাভ ক'রে তুমি বিজিত সিংহাসন আবার নন্দকে ফিরিয়ে

দিও, আমি কথাটি বল্‌বো না। আমি রাজ্য চাই না পুত্র, আমি চাই তোমার গৌরব। আমি নন্দের অকল্যাণ চাই না,—চাই তার শিক্ষা। তুমি বিজয়ী হ'য়ে ফিরে এস,—আমি তোমাকে নিয়ে গভীর অরণ্যে গিয়ে পর্ণকুটিরে বাস কর্‌বো।

চন্দ্রগুপ্ত। বেশ, তবে তাই হোক্। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে সৃষ্টির বুকে আমি ধ্বংসের আগুন জ্বেলে দেবো। নন্দ তাতে পুড়ে যাক্—ভস্ম হ'য়ে যাক্,—আমি সেদিকে দৃক্‌পাত কর্‌বো না। আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার মনের ইচ্ছা আমি যেন পূর্ণ কর্‌তে পারি।

মুরা। এই তো আমার পুত্রের উপযুক্ত কথা!

চাণক্য। এই তো আমার যোগ্য শিষ্য! অবসাদ দূর ক'রে আবার তুমি মাথা তুলে দাঁড়াও প্রাণাধিক!

[নেপথ্যে—"জয় মহারাজ নন্দের জয়।"]

চাণক্য। ঐ—ঐ শত্রুর জয়ধ্বনি! বোধ হয় এইদিকেই আস্‌ছে! জ্ব'লে ওঠ বৎস, প্রলয়-মার্ত্তণ্ডের মত জ্ব'লে ওঠ। তোমার দুনিবার তেজে শত নন্দ আজ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্।

চন্দ্রগুপ্ত। পদধূলি দিন দেব! পদধূলি দাও মা!

চাণক্য। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্! [প্রস্থান।

মুরা। মায়ের আশীর্ব্বাদ তোমাকে অজেয় ক'রে তুলুক্। [প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। জয় আমার দাসী মায়ের জয়।

নন্দ, বাচাল ও সৈন্যগণের প্রবেশ

নন্দ। ওই যে—ওই যে সেই পলায়িত দাসীপুত্র। বধ কর—বধ কর।

চন্দ্রগুপ্ত। দাসীপুত্রের এইবার শক্তি পরীক্ষা কর নন্দ!

মহাবীরের প্রবেশ

মহাবীর। আমিও আপনার সহায় আছি মহাবাহু চন্দ্রগুপ্ত।

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ, সৈন্যগণের পলায়ন। নন্দ ও বাচাল পরাস্ত হইল]

চন্দ্রগুপ্ত। অত্যাচারী নন্দ! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। বধ ক'রো না, ওদের বন্দী কর।

[মহাবীর উভয়কে বন্দী করিল]

চাণক্য। দাম্ভিক নন্দ! মনে কর, সেই একদিন, আর এই একদিন! হাঃ-হাঃ-হাঃ! নিয়ে এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

যুদ্ধরত সেলুকস ও এণ্টিগোনাসের প্রবেশ

এণ্টিগোনাস। এখনো তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর সেলুকস! তোমার আর জয়ের আশা নেই। তোমার সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ,—পলায়িত।

সেলুকস। তা জানি এণ্টিগোনাস! তুমি গ্রীক হ'য়ে গ্রীকের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছ,—মহাবীর সেকেন্দার সাহের ভারত-বিজয়ের স্মৃতি-চিহ্ন তুমি আজ মুছে ফেল্‌তে উদ্যত হয়েছ!

এণ্টিগোনাস। কিন্তু কেন জান? তোমারই জন্য! আজ যদি আত্ম-কলহে গ্রীকের শক্তি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, মহাবীর সেকেন্দার সাহের বিজিত রাজ্য হস্তচ্যুত হয়, তবে তার জন্য দায়ী আমি নয়,—তুমি।

সেলুকস। আমি!

এণ্টিগোনাস। হ্যাঁ, তুমি! তুমি যদি তোমার কন্যা হেলেনার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করতে,—তুমি যদি আমাকে জারজ ব'লে উপহাস না করতে, তাহ'লে আজ এই আত্মকলহের আগুন জ্ব'লে উঠতো না।

সেলুকস। এই আগুনে আমি আমার আত্মজীবন বিসর্জ্জন দেবো; তবু তোমার মত একজন পরিচয়হীন বর্ব্বরের হাতে আমার কন্যা দান করবো না।

এন্টিগোনাস। উত্তম। তবে জীবনই বিসর্জ্জন দাও হতভাগ্য! [উভয়ের যুদ্ধ ; সেলুকসের তরবারি হস্তচ্যুত হইল।] সেলুকস!

সেলুকস। তুমি আমাকে হত্যা কর এন্টিগোনাস!

এন্টিগোনাস। এত শীঘ্র! তা কি হয়? তোমাকে আমি অন্ধকার কারাগারে আজীবন বন্দী ক'রে রাখ্‌বো সেলুকস! পরিচয়হীন বর্ব্বর ব'লে যাকে তুমি কন্যাদান করতে সম্মত হওনি, দেখ্‌বে, তারই অঙ্কশায়িনী হ'য়ে তোমার কন্যা কত সুখী হয়। [বন্দী করিলেন]

সেলুকস। এন্টিগোনাস!

এন্টিগোনাস। এখনো যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে তোমার কন্যাদান কর, আমি তোমার রাজ্য চাই না সেলুকস, এই মুহূর্ত্তে এই ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতেও আমি রাজী আছি।

সেলুকস। তোমার প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি।

এন্টিগোনাস। উত্তম। এস তবে আলোবাতাসহীন অন্ধকার কারাগারে।

[সেলুকসকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

হেলেনার প্রবেশ

হেলেনা। বিশ্বাসঘাতক এণ্টিগোনাসের সঙ্গে যুদ্ধে পিতা আমার পরাজিত—বন্দী। উঃ! এ সংবাদ যে আমার বুকে বজ্রের মত আঘাত করলে। পিতা! স্নেহময় পিতা! একজন ক্রীতদাসের হাতে তোমার পরাজয় হ'লো? তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি যে চম্‌কে উঠ্‌ছি পিতা!

এণ্টিগোনাসের প্রবেশ

এণ্টিগোনাস। আর তোমার নিজের ভবিষ্যৎ কি, ভেবে দেখেছ রাজকন্যা?

হেলেনা। এণ্টিগোনাস!

এণ্টিগোনাস। এণ্টিগোনাস এখন তোমাদের পূজার্হ। সে এখন বিজয়ী। তোমরা এখন তার অনুগ্রহের ভিখারী।

হেলেনা। তুচ্ছ এক নফরের অনুগ্রহ আমরা চাই না।

এণ্টিগোনাস। এখনো দর্প?

হেলেনা। রাজকন্যা আমি, আমার সম্মান রক্ষা ক'রে কথা কও এণ্টিগোনাস! দৈবচক্রে বিশ্বাসঘাতকতায় আজ তুমি বিজয়ী হ'লেও মনে রেখো, সেলুকস ছিলেন একদিন তোমার প্রভু। তাঁরই দয়ায় একদিন তুমি জীবন ফিরে পেয়েছিলে। আমি তাঁর কন্যা—

এণ্টিগোনাস। তা জানি।

হেলেনা। তবে তাঁর সম্মান রক্ষা করছো না কেন?

এণ্টিগোনাস। হাঁ—সম্মান রক্ষা করবো বৈকি। তুমি আমায় বিবাহ কর। ভেবে দেখ, আজ আমার স্থান কোথায়?

হেলেনা। আজ তুমি বিজয়ী—অতুল শক্তির অধিকারী। তা ব'লে মনে ক'রো না যে, সেলুকস-কন্যা সেই ভয়ে তোমার অঙ্কলক্ষ্মী হবে। ভুলে যাও সেকথা।

এণ্টিগোনাস। এখনও অবজ্ঞা! আচ্ছা, তোমায় বিবাহ করতে বাধ্য করতে পারি কি না দেখি! এই, কে আছিস্, নিয়ে আয় বন্দী সেলুকসকে। আজ তোমার পিতাকে আমি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো হেলেনা!

হেলেনা। তুমি এখন জয়ী, এখন তুমি বন্দীর প্রতি ইচ্ছামত দণ্ড বিধান করতে পার!

বন্দী সেলুকসকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ

এণ্টিগোনাস। এই যে সেলুকস। আজ তুমি আমার বন্দী।

সেলুকস। তা জানি।

হেলেনা। বাবা! বাবা!

সেলুকস। চুপ কর্ মা! অধৈর্য্য হোস্‌নে।

এণ্টিগোনাস। সেলুকস! তোমার সে দম্ভ অহঙ্কার এখন কোথায়?

সেলুকস। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই এণ্টিগোনাস! তার জন্য আর আপশোষ কি—তার জন্য আর বাহাদুরী কি! আজ আমার পরাজয় হয়েছে বটে, কিন্তু একদিন আমি জয়ী ছিলাম। আবার যদি যুদ্ধ হয় তো জয়ী হ'তেও পারি!

এণ্টিগোনাস। আর যুদ্ধ হবে না সেলুকস, এই শেষ যুদ্ধ।

সেলুকস। কারণ ?

এণ্টিগোনাস। কারণ—

সেলুকস। আমায় হত্যা করবে ? তোমার ওই প্রতিহিংসা-ক্ষিপ্ত জ্বালাময়ী মূর্ত্তি দেখে আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি আমায় হত্যা করবার সঙ্কল্প করেছ। হত্যা করবে ? কর, হত্যাই কর, তার জন্য আমি কিছুমাত্র চঞ্চল নই।

এণ্টিগোনাস। না, আমি তোমায় হত্যা করবো না। আজীবন অন্ধকার কারাকক্ষে তোমায় আবদ্ধ ক'রে রেখে দেবো। তোমায় দগ্ধে দগ্ধে মারবো।

সেলুকস। কেন—কেন, এ প্রতিহিংসা কেন ? আমায় ওরূপভাবে বধ ক'রো না; একবারে হত্যা ক'রে ফেল।

এণ্টিগোনাস। কেন তোমায় ওরূপভাবে বধ করবো জানো ? তুমি আমায় জারজ ব'লে উপহাস করেছ। কিন্তু জন্মের জন্য দোষী কি আমি ? নিজের কর্ম্মদক্ষতায় সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছিলাম, তাতেও কি আমার দোষ হয়েছে ? জন্ম আমার কদর্য্য আবর্জ্জনায় হ'লেও—কর্ম্ম কি আমার উচ্চ হ'তে পারে না ? পিতার পরিচয় দিতে পারিনে ব'লে সংসার আমায় ঘৃণা করে, সম্মানের যোগ্যাসন দিতে কুণ্ঠিত হয়। সেইজন্য সেলুকস, সেইজন্য তোমার ওই কঠোর শাস্তির বিধান। প্রহরি! নিয়ে যাও কারাগারে।

সেলুকস। হেলেনা !

হেলেনা। তোমার চোখে জল কেন পিতা ?

সেলুকস। তোর ভবিষ্যৎ ভেবে মা !

হেলেনা। আমার ভবিষ্যৎ ভেবে তুমি চোখে জল এনো না। সুসভ্য গ্রীককন্যা আমি, আমার মনের স্বাধীনতা কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু পিতা, আজ তোমার এই দশা দেখে আমার অন্তর যে কেঁদে উঠছে। উপায় নেই, সবই সহ্য করতে হবে।

এন্টিগোনাস। উপায় আছে রাজকন্যা! তুমি আমায় বিবাহ কর। পিতাকে তোমার মুক্তি দেবো, তার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবো। জয়ের সিংহাসন আবার তাকেই দেবো। তুমি বল, আমার এ প্রস্তাবে তুমি সম্মত কিনা?

হেলেনা। প্রলোভনে মুগ্ধ ক'রে রমণীর হৃদয় তুমি জয় করতে চাও এন্টিগোনাস? কিন্তু নারীর ধর্ম তা নয়। সে সূর্য্যের চেয়েও দীপ্তিমান্, মৃত্যুর চেয়েও দুর্ব্বার, মাতৃস্নেহের চেয়েও পবিত্র। যাও, তোমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যাবে, আমি তোমায় ঘৃণা করি এন্টিগোনাস!

এন্টিগোনাস। তাহ'লে সম্মত নও?

হেলেনা। না, কখনই না। ধূলিমুষ্টি দিয়ে তুমি রমণীর হৃদয় জয় করতে পারবে না।

এন্টিগোনাস। এখনো দর্প! প্রহরি! এদের দু'জনকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর। নিয়ে যাও।

সেলুকস। হেলেনা!

হেলেনা। বাবা!

সেলুকস। ওরে কন্যা—

হেলেনা। বাবা, তুমি কাঁদছো? আমি সৃষ্টির সব কিছু ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পারি, কিন্তু তোমার চোখে জল যে দেখতে পারিনে। বীর তুমি, কেন আজ দুঃখভারে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ছো? পারবে না? সহ্য করতে

পারবে না ? তবে বল বাবা, তোমার জন্য আমায় কি করতে হবে ? তোমার জন্য আজ আমি নিজেকে বলি দেবো। এন্টিগোনাস! আমি তোমায় বিবাহ করবো—তোমার সেবিকা হবো, আমার পিতাকে মুক্তি দাও।

সেলুকস। একি! না হেলেন, তা হবে না—তা হবে না। আমি কাঁদবো—নরকে যাবো—মরবো,—তব কন্যামূল্যে মুক্তি ক্রয় করতে চাই না। আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না। আমি কারাগারে সুখেই বাস করবো। চল্—চল্, আমায় কোথায় নিয়ে যাবি চল্, স্বর্গে—নরকে—আলোকে—অন্ধকারে—

[প্রহরী সেলুকসকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল ।

হেলেনা। বাবা!

সেলুকস। সেলুকস কন্যামূল্যে মুক্তি ক্রয় করবে না।

[প্রস্থানোদ্যত]

এন্টিগোনাস। দাঁড়াও সেলুকস।

সেলুকস। কেন ?

এন্টিগোনাস। আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।

সেলুকস। আমি যে বিস্মিত হচ্ছি এন্টিগোনাস!

এন্টিগোনাস। আমি জারজ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! তবুও আমি মানুষ। আমার বিবেক আছে। এ দৃশ্য যে বড় সুন্দর—স্বর্গীয়। এ কবির কল্পনার বহির্ভূত। আমি কঠোর—পাষাণ, তবু আজ আমার চোখে অশ্রুর তরঙ্গ ছুটে এসেছে—পাষাণ গ'লে গেছে। এইখানেই আজ এই পিতা-পুত্রীর বিদায়ের অভিনয়ে কঠোরতার হিমাদ্রি শতচূর্ণ হ'য়ে গেল। হেলেনা! সত্যই আমি তোমার যোগ্য নই। সেলুকস! তুমি মুক্ত—এ সিংহাসন তোমার।

[সেলুকসকে মুক্ত করতঃ প্রস্থানোদ্যত]

সেলুকস। এন্টিগোনাস! এ আবার কি?

এন্টিগোনাস। আমি জারজ। শাস্ত্রকর্তাদের জিজ্ঞাসা করগে সেলুকস, এ কর্ম্মে আমার অধিকার আছে কিনা।

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

সেলুকস। এন্টিগোনাস! তুমি অদ্ভুত।

হেলেনা। সত্যই বাবা!

সেলুকস। আবার যুদ্ধ বাধবে না!

হেলেনা। সে কি বাবা? কার সঙ্গে?

সেলুকস। মগধ-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে।

[প্রস্থান।

হেলেনা। চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! সেদিন সেই সিন্ধুতটে তার সেই তেজদৃপ্ত মূর্ত্তি আমি দেখেছিলাম। আজও তা আমার মনে আঁকা আছে। সে তো অনেক দিন হ'য়ে গেল; তবু তাকে আমি ভুলতে পারিনি। তিনি কি আমায় মনে ক'রে রেখেছেন? ভগবান্! তুমিই জানো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার

নন্দ ও বাচাল

নন্দ। উঃ, কি বিরাট অন্ধকার! এই অন্ধকার কারাকক্ষে একদিন কাত্যায়নকে বন্দী ক'রে রেখেছিলাম। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরাকেও বন্দী ক'রে রেখেছিলাম।

বাচাল। আর এই ঘরেই কাত্যায়নের সাত-সাতটা ছেলেকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন।

নন্দ। হ্যাঁ, এই কক্ষেই কাত্যায়নের সাত-সাতটা ছেলেকে—উঃ! সেই কক্ষে আজ আমি! চমৎকার দৈবের দান! দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্ত আজ মগধের সিংহাসনে।

বাচাল। সত্যই কি চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে বধ করবে মহারাজ?

নন্দ। চন্দ্রগুপ্ত বধ না করলেও সেই কুটীল প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমাকে বধ করবে। ওই মৃত্যুর ঘনছায়া—নিয়তির বিকট হাসি। বাচাল! প্রভাতের আলো কি দেখ্‌তে পাচ্ছো?

বাচাল। আজ্ঞে সব অন্ধকার—একবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

নন্দ। ওই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারেই আমাদের মিশে যেতে হবে। প্রভাতের আলো আর দেখ্‌তে হবে না। অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে—বাদল-ধারা নেমে আস্‌ছে। বাচাল! প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

বাচাল। ঞ্যা, সেকি!

নন্দ । মর্‌তে হবে ।

বাচাল । কে মর্‌বে ?

নন্দ । তুমি, আমি, নন্দের বংশ ।

বাচাল । আজ্ঞে মহারাজ, চন্দ্রগুপ্ত আপনাকেই নির্দ্দমভাবে বধ কর্‌তে পারে ; আমায় বধ কর্‌বে কেন ?

নন্দ । আমার সঙ্গে তোমাকেও বধ কর্‌বে । ভাবছো তুমি অব্যাহতি পাবে ? তা পাবে না । আমায় যদি বধ না করে, তোমায় কিন্তু ছাড়্‌বে না ।

বাচাল । ওরে বাপ্‌রে, আপনি বল্‌ছেন কি মহারাজ ?

নন্দ । তুমি চন্দ্রগুপ্তের মাতার কেশাকর্ষণ করেছিলে —

বাচাল । তা সম্ভব হ'তে পারে ?

নন্দ । ব্রাহ্মণ চাণক্যের শিখা ধ'রে টেনেছিলে—

বাচাল । আজ্ঞে, বেশ মনে হ'চ্ছে না ।

নন্দ । আবার তুমি আমার আত্মীয়—শ্যালক ।

বাচাল । একদম নয় ।

নন্দ । তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌বে না । আমার স্ত্রীপুত্রদের মন্ত্রীর আশ্রয়ে রেখে দিয়ে এসেছো তো ?

বাচাল । আজ্ঞে হ্যাঁ ।

নন্দ । ওকি ? কারাদ্বার উন্মুক্ত করে কে ?

প্রহরীসহ কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন । আমি । মন্ত্রী কাত্যায়ন ।

নন্দ । একি ! কাত্যায়ন ! তুমি বিশ্বাসঘাতক !

কাত্যায়ন। হাঁ, আমি বিশ্বাসঘাতক !

নন্দ। উঃ ! আশৈশব আমার পিতার অন্নে পরিপুষ্ট হ'য়ে চমৎকার তার বিনিময় দিচ্ছো মন্ত্রি !

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তেরও পিতা ভূতপূর্ব্ব মহারাজ মহাপদ্মনন্দ। আমি তাঁরি এক পুত্রের পক্ষ নিয়েছি।

নন্দ। কিন্তু পক্ষ নিয়েছ হীন দাসীপুত্রের। লজ্জায় ঘৃণায় শির অবনত হ'চ্ছে না ? তুমি আর চাণক্য—দুই ব্রাহ্মণ মিলিত হ'য়ে, ভীষণ ষড়যন্ত্রে পার্ব্বত্য সেনার সাহায্যে ক্ষত্রিয়কে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেই সিংহাসনে বসালে নগণ্য এক দাসীপুত্রকে। জারজ শূদ্র আজ মগধেশ্বর। ধিক্ শতধিক তোমাদের প্রবৃত্তিকে ! বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রি !—

কাত্যায়ন। কাত্যায়ন বিশ্বাসঘাতক ছিল না। তুমিই তাকে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়েছ নন্দ ! মনে কর—মনে কর জল্লাদ আমার নিরীহ সপ্ত পুত্রকে, আমার ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে এই অন্ধকার কক্ষে একে একে বধ করেছ্। তারা যখন অনাহারদগ্ধ জীবন নিয়ে চ'লে গেল, তখন আমায় ব'লে গেল প্রতিশোধ নিও বাবা,—প্রতিশোধ নিও।

নন্দ। সেইজন্য আজ—

কাত্যায়ন। সেইজন্যই কাত্যায়ন আজ বিশ্বাসঘাতক ! নন্দ ! নন্দ ! আজও পর্য্যন্ত আমি যে সে স্মৃতি ভুলতে পারিনি—শত চেষ্টাতেও—শত কর্ম্মের মধ্যেও। আমার জীবনের পরতে পরতে সে স্মৃতি যে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। বল নন্দ ! সে আঘাত কি এই জীর্ণ বুকখানা সহ্য করতে পারে ? যখনি তাদের শুকনো কচি মুখগুলো আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে, তখনি আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠি। উঃ, ভেবে দেখ দস্যু, তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করেছ। বৃদ্ধ পিতার স্নেহবক্ষ হ'তে তার সাত-সাতটী সোনার

চাঁদকে কেড়ে নিয়েছ, আমার ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছ, আমার সুখের স্বপ্ন হাহাকারে পরিণত করেছ। অথচ তারা ছিল তোমার খেলার সাথী—নিরপরাধ।

নন্দ। মার্জ্জনা কর কাত্যায়ন, সঙ্গদোষ আমায় অতখানি অধঃপতনের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

কাত্যায়ন। আমি তোমায় ক্ষমাই করলাম নন্দ! কিন্তু ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করবেন না।

বাচাল। তাহ'লে আমাদের ছেড়ে দাও মন্ত্রি, আমরা তোমার জয় জয়কার করতে করতে চ'লে যাই।

কাত্যায়ন। তোমাদের মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে মন্ত্রী চাণক্যকে এর জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করবো।

নন্দ। সেই শীর্ণ ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ আজ মন্ত্রী?

কাত্যায়ন। আবার মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরু।

নন্দ। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত আজ মহারাজ—ভিখারী চাণক্য মন্ত্রী—আর সেনাপতি?

কাত্যায়ন। পার্ব্বত্যরাজ মহাবীর।

নন্দ। কাত্যায়ন! আমি তোমার কাছে মহা অপরাধী, তার জন্য তোমার কাছে সহস্রবার ক্ষমা চাইতে পারি, কিন্তু সেই হীন শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত আর ঘৃণিতা দাসী মুরার কাছে ক্ষমা চাইতে পারবো না। আমি তাদের ঘৃণা করি। একটীবার যদি মুক্তি পাই, তাহ'লে দেখাবো সেই শূদ্র আর ভিখারী ব্রাহ্মণকে—

কাত্যায়ন। তোমরা এখন প্রহরীর সঙ্গে এস।

নন্দ। কোথায়?

কাত্যায়ন। বধ্যভূমিতে।

[প্রস্থান।

বাচাল। য়্যাঁ, সেকি—সেকি? মহারাজ—মন্ত্রী, ও মন্ত্রী কাত্যায়ন মেসো! গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে চ'লে গেলে কেন দেবতা।

নন্দ। চীৎকার ক'রো না, চল। এ মরণের আহ্বান বন্ধু, যেতেই হবে।

বাচাল। ওরে বাবারে, আমি আর কখনো কারো শালা সম্বন্ধী হবো না রে।

[প্রহরীসহ উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গীত

বিধান।—

মানুষ যখন বেড়ে ওঠে, তখন ভাবে না তার পতন কাল।
হয় অহঙ্কারে আত্মহারা দেখায় কতই বল॥
কত এলো, কত গেল, চিরস্থায়ী কেউ না হ'লো,
সমান তালে নাহি চলে ধাতার সৃষ্টি সুবিশাল॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

মুরার প্রবেশ

মুরা। ওই প্রভাতের আলো দেখা দেয়। অন্তরে এত ব্যাকুলতা জেগে উঠছে কেন? প্রত্যুষেই নন্দের প্রাণদণ্ড হবে—চাণক্যের আদেশ। চন্দ্রগুপ্ত এখানে নাই, গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছে। সে থাক্‌লে হয়তো—না—না, থাক্‌লে কি হ'তো! সেও সেই চাণক্য ব্রাহ্মণের আদেশ অমান্য করতে পারতো না। প্রতিহিংসা-পরায়ণ কুটিল ব্রাহ্মণ নন্দের রক্ত পান করবার জন্য যেন তৃষিত জিহ্বা মেলে রয়েছে!

আনন্দকে লইয়া কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। এই নাও মা, কত রক্ত নেবে নাও।

আনন্দ। ঠাক্‌মা!

মুরা। য়্যা! ওরে—ওরে, তোরা আবার এখানে এলি কেন?

কল্যাণী। মা, আমরা আজ তোমার করুণার দ্বারে ভিখারী, তুমি একটু দয়া কর।

মুরা। ওরে, দয়া করার শক্তি যে আমার নেই। তা যদি থাক্‌তো, তাহ'লে নন্দকে কেউ এতদিন কারারুদ্ধ ক'রে রাখতে পারতো না,—তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে বধ করবার আদেশ দিতে পারতো না। এ রাজ্য আজ চন্দ্রগুপ্তের নয় মা,—এ রাজ্য আজ সেই শীর্ণ ব্রাহ্মণ চাণক্যের।

পালিয়ে যা মা তোরা,—পালিয়ে যা এই মুহূর্তে সেই রক্তলোভী ব্রাহ্মণ চাণক্যের লোলুপ দৃষ্টি থেকে।

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। চাণক্যের লোলুপ দৃষ্টি সর্ব্বত্রই বিরাজিত। কাত্যায়ন!

কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। নন্দের পত্নী-পুত্রকে নিয়ে এস।

কাত্যায়ন। এদেরও?

চাণক্য। হাঁ, এদেরও। নন্দবংশধ্বংস চাণক্যের প্রতিজ্ঞা।

মুরা। ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। আমি এখন রাক্ষস। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সাবধান!

[প্রস্থান।

কাত্যায়ন। এস মা রাজরাণি!

কল্যাণী। অমাত্যবর!

কাত্যায়ন। চাণক্যের আদেশ—উপায় নেই।

কল্যাণী। মা!

আনন্দ। ঠাকুমা!

মুরা। ওঃ, ভগবান্—ভগবান্! তোমার আকাশে কি আর বজ্র নেই ঠাকুর? একটা বজ্র দয়া ক'রে তুমি আমার মাথায় ফেল ঠাকুর—একটা বজ্র তুমি আমার মাথায় ফেল!

[প্রস্থান।

কল্যাণী। মা! মা!

আনন্দ। ঠাক্‌মা! ঠাক্‌মা!

কাত্যায়ন। একেই বলে ভগবানের বিচার রাজরাণি! চ'লে এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বধ্যভূমি

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। প্রতিহিংসা-যজ্ঞের আজ পূর্ণাহুতি। আজ এই শিখা-বন্ধনের শুভক্ষণ সমাগত। আজ এই কালীর ব্রাহ্মণ চাণক্য দেখাবে তার জাতীয় গরিমা। জগৎ দেখ্‌বে দুর্ব্বাসা কপিল আবার ফিরে এসেছে। নীচ আর ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করতে সাহসী হবে না। কাত্যায়ন! নিয়ে এস বন্দী নন্দকে। [খড়্গ তুলিয়া লইয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! পার্‌বে—পার্‌বে বন্ধু?—তোমার সে শক্তি আছে তো? ক্ষত্রিয়ের শিরে সদর্পে পড়্‌তে পার্‌বে তো?

বন্দী নন্দকে লইয়া কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। এনেছি চাণক্য নন্দকে।

চাণক্য। বাঃ! নন্দ! ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! এখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে বেশ পারছো ব্রাহ্মণের সে প্রতাপ এখনো যায়নি? জাতির শ্রেষ্ঠ এই ব্রাহ্মণ, সৃষ্টির প্রভাত কাল হ'তে তার আসন্ন কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণসমাজ সবার উপর প্রভুত্ব কর্‌বে। কেউ তাতে বাধা দিতে পার্‌বে না।

নন্দ। আমায় কি তোমার অহঙ্কারের বাণী শোনাতে নিয়ে এসেছ ব্রাহ্মণ?

চাণক্য। না,—তা নয়, তোমায় কি জন্য এখানে আনা হয়েছে, তাও কি তুমি এখনো বুঝতে পারনি মূর্খ !

নন্দ। আমায় বধ করতে নিয়ে এসেছ, তা আমি বুঝতে পেরেছি।

চাণক্য। বুঝতে পেরেছ ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! মনে পড়ে নন্দ আমার সেই প্রতিজ্ঞা—যেদিন তোমার আদেশে বাচাল আমার শিখা ধ'রে টেনেছিল, আমায় গলাধাক্কা দিয়ে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল ? সেইদিন অপমান-ক্ষুব্ধ এই দীন চাণক্যের মর্ম্মদলিত প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে ? আজ তোমার রক্তে এই শিখা বন্ধন করবো—তোমায় সবংশে ধ্বংস করবো।

নন্দ। এই কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ?

চাণক্য। ধর্ম্মের মর্ম্ম তুমি ব্রাহ্মণকে শেখাবে নন্দ ?

নন্দ। আমার অপরাধ কি ?

চাণক্য। তোমার অপরাধ ? তুমি ব্রহ্মহত্যা করেছ, ব্রাহ্মণের দণ্ডা-সর্ব্বস্ব হরণ করেছ, তার অপমান করেছ, সেই অপরাধে তোমার এই দণ্ড। এ হত্যা নয়, সুবিচার। যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দাও নন্দ !

নন্দ। আমি ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার করেছি, আমায় মার্জ্জনা কর চাণক্য !

চাণক্য। [উচ্চহাস্য] অক্ষরে অক্ষরে ফলছে। সেদিন না বলেছিলাম—এমন একদিন আসবে, যেদিন এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের পদতলে ব'সে সজলনয়নে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে ? আমি সে ভিক্ষা দেবো না—দেবো না।

নন্দ। ক্ষত্রিয় আমি, মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি ক্ষত্রিয় রাজা, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব মানবো না, শূদ্রকে ভালবাসবো না, আর সেই গণিকাপুত্রকে ভাই ব'লে সম্বোধন করতেও পারবো না। কাত্যায়ন ! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

কাত্যায়ন। ক্ষমা করেছি।

চাণক্য। সাবধান কাত্যায়ন! ক্ষমা নেই! দৃঢ় হও! জগতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না—করবে না। মর্ম্মের আঘাত-যন্ত্রণা কি দু'ফোঁটা চোখের জলে উপশম হয় মন্ত্রি? তা হয় না, আমি কখনও দেখলাম না যে, ভূত না দেখলে কেউ রামনাম করে। আমি কখনও দেখলাম না যে, মার্জ্জনায় ভাঙ্গা মন ঠিক আগেকার মত জুড়ে যায়।

কাত্যায়ন। নন্দ যে বালক।

চাণক্য। বালক হ'লেও কর্ম্ম তার দুর্দ্দান্ত। না জেনে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। সে যে আগুনের ধর্ম্ম। খড়্গ ধর কাত্যায়ন! তোমাকেই বধ করতে হবে নন্দকে।

কাত্যায়ন। আমি?

চাণক্য। হাঁ, তুমি—মন্ত্রী কাত্যায়ন। যার সপ্ত পুত্রকে এই নন্দ অনাহারে পশুর মত হত্যা করেছে। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নাও। মনে কর তাদের সেই শোচনীয় মৃত্যু সম্মুখে দেখতে পাচ্ছো। স্বহস্তে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নাও।

কাত্যায়ন। দাও—দাও চাণক্য, খড়্গ দাও! পুত্রহত্যার প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নিই। [খড়্গ লইল]

চাণক্য। যূপকাষ্ঠে গলা এগিয়ে দাও নন্দ! দেবে না? আচ্ছা! [নিজে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিল] ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! এ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয়, কিন্তু উপায় নেই। আজ এই কর্ম্মেরই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণের সে তপস্যা নেই, সে পরশুরামও নেই, সে কপিলও নেই। তাই আজ খড়্গ নিতে হয়েছে। এই ধর্ম্মসঙ্কট কলিযুগে ভারত একবার বিস্মিত নয়নে চেয়ে দেখুক ব্রাহ্মণের প্রতাপ। বধ কর কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন। চাণক্য! আমার হাত কাঁপছে। প্রতিশোধের কি এই ধারা? প্রতিহিংসার কি এই বিধান?

চাণক্য। হ্যাঁ কাত্যায়ন, প্রতিশোধের এই বিধান। এ হ'চ্ছে চাণক্যের রাজনীতি। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। নাও, বধ কর। হাঁ, শুনে যাও ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! তোমার বংশ ধ্বংস ক'রেছি—নির্ম্মূল করেছি, বাতি দেবার আর কেউ নেই।

নন্দ। ওঃ, ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বধ কর।

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত যদি বাধা দেয়?

চাণক্য। কোন চিন্তা নেই। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসিয়েছে, আবার প্রয়োজন হ'লে তাকে সিংহাসন থেকে নামাতেও পারবে। চাণক্যের নীতিতে সব আছে। নাও, হত্যা কর, বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে কাত্যায়ন!

[কাত্যায়ন কম্পিত হস্তে খড়্গ তুলিল]

মুরার প্রবেশ

মুরা। সাবধান কাত্যায়ন!

[কাত্যায়ন ইতস্ততঃ করিতেছিল]

চাণক্য। [দৃঢ়স্বরে] কাত্যায়ন!

মুরা। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে ধরি, নন্দের জীবন তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও। [চাণক্যের পদতলে পড়িলেন]

চাণক্য। বাঃ মুরা, বাঃ! অথচ এই নন্দই না একদিন তোমাকে, অন্ধকার কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছিল!

মুরা। শত অপরাধেও পুত্র—পুত্র। মায়ের অন্তরের ব্যথা তুমি

বুঝবে না ব্রাহ্মণ! আমার বুকের রক্ত নিঃশেষে নিংড়ে দিয়ে ওকে আমি এত বড়টি করেছি। পেটে না ধরলেও নন্দ আমার পুত্র।

চাণক্য। নন্দ তোমার পুত্র হ'তে পারে, কিন্তু আমার কে? আদেশ প্রতিপালন কর কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন। জয় মা! [খড়্গ তুলিল]

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। কার আজ্ঞায় আজ নন্দের প্রাণদণ্ড হবে?

চাণক্য। আমার আজ্ঞায় চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষমা কর ব্রাহ্মণ! নন্দ যে আমার ভাই। তাকে বধ ক'রো না, ক্ষমা কর।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তুমিও চাও ক্ষমা? এ বধ নয়, বিচার—বিচার। মনে রেখো আমি তোমার গুরু। এই চাণক্যের মন্ত্রণায় আজ তুমি গ্রীকবিজয়ী মগধের সম্রাট্!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব!

চাণক্য। স'রে যাও—স'রে যাও,—বাধা দিও না। বেলাভূমি বিধ্বস্ত ক'রে বিদ্যুতের মত প্রবাহ ছুটে চলেছে; পারবে না সে গতি রোধ করতে। মনে কর চন্দ্রগুপ্ত, তোমার মায়ের সেই দাবী!

মুরা। আমি কোনদিন নন্দের জীবন দাবী করিনি ব্রাহ্মণ!—আমি দাবী করেছিলাম তার শিক্ষা।

চন্দ্রগুপ্ত। মায়ের সেই দাবী আমি পূর্ণ করেছি গুরুদেব! নন্দকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছি। সে আজ রাজ্যহারা—পথের ভিক্ষুক। আমি আজ মগধ-সম্রাট্,—দিগ্বিজয়ী।

চাণক্য। আর আমার চরণ স্পর্শ ক'রে তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে বৎস ?

চন্দ্রগুপ্ত। আমি তোমার আজ্ঞাবাহী দাস হবো। দাসের কর্তব্য তে আমি করেছি গুরুদেব !

চাণক্য। না, এখনো শিখাবন্ধন হয়নি।

চন্দ্রগুপ্ত। [ব্যাকুলভাবে] গুরুদেব—গুরুদেব—

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত। বাধা দিলে আমি তোমাকে অভিসম্পাত দেবো। মনে রেখো, নন্দকে যে সিংহাসনচ্যুত করতে পারে, চন্দ্রগুপ্তকেও সে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারে। সহস্র মগধ-সম্রাট্ বাধা হ'য়ে দাঁড়ালেও চাণক্যের প্রতিজ্ঞা কখনো অপূর্ণ থাকবে না। কাত্যায়ন !

[কাত্যায়ন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন]

চন্দ্রগুপ্ত। উপায় নেই। নন্দ ! ভাই ! নিয়তির ডাক—আজ তোমায় যেতেই হবে। মা ! মা ! এ বীভৎসতার মাঝে তুমি আর কেন মা ? তুমি স্বর্গের দেবী, এই প্রতিহিংসার নরকে তোমাকে শোভা পায় না মা ! এস তুমি আমার সঙ্গে।

[প্রস্থান।

মুরা। হতভাগ্য নন্দ ! জন্মান্তরে আমি যেন তোমার গর্ভধারিণী মা হ'য়ে এ জন্মের অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষাটুকু পূর্ণ করতে পারি। ভগবানের কাছে এই তোমার শূদ্রাণী মায়ের দাবী। [প্রস্থান।

চাণক্য। বধ কর কাত্যায়ন !

কাত্যায়ন। সপ্ত সন্তান হত্যার এই প্রতিশোধ। জয় মা !

[নন্দের শির ছিন্ন করিল]

চাণক্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিহিংসা পূর্ণ—প্রতিহিংসা পূর্ণ! চাণক্য! চাণক্য! এইবার তুমি নন্দের পাপ-রক্তে শিখা বন্ধন কর। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ—প্রতিহিংসা পূর্ণ।

[প্রস্থান।

কাত্যায়ন। শেষ—সব শেষ।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রাসাদ

সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান

সভাসদ্‌গণ। জয় মগধ-সম্রাট্‌ চন্দ্রগুপ্তের জয়।

[নেপথ্যে দামামা ধ্বনি]

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। মগধ-সম্রাট্‌ চন্দ্রগুপ্তের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত কর্‌তে হবে না সভাসদ্‌গণ! জয় দিন আপনারা আমার সেই দাসী মায়ের।

সভাসদ্‌গণ। জয় রাজমাতা মুরার জয়।

মুরার প্রবেশ

মুরা। এ মুরার জয় নয়, ব্রাহ্মণের জয়। সমগ্র মগধ-সাম্রাজ্য এখন তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত!

সভাসদ্‌গণ। জয় ব্রাহ্মণ চাণক্যের জয়।

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। চাণক্যের জয় নয়, নিয়তির জয়।

মুরা। আশীর্ব্বাদ করুন দেব, আমার চন্দ্রগুপ্তকে। সে যেন জগতে কীর্ত্তিমান হ'য়ে বেঁচে থাকে।

চাণক্য। চাণক্যের আশীর্ব্বাদ কখনো ব্যর্থ হবে না। মুরা! তুমি সেই শূদ্রাণী মা, শত অবজ্ঞার। সেই শূদ্রাণী মা আজ রাজমাতা। শূদ্রাণীর পুত্র আজ ভুবনবিজয়ী ভারত-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি আজ স্বীয় বাহুবলে হিন্দুকুশ হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছ—এ যে অভূতপূর্ব্ব, এমন কি গ্রীক-সম্রাটকেও জয় করেছ। কীর্ত্তি তোমার ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাকুক্।

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের কীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার উত্তরসাধক যে আপনি গুরুদেব! মা! তুমি আমার দাসী-মা! আজ হ'তে তোমার নামে এই রাজবংশের নাম হবে মৌর্য্যবংশ।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! তোমার এ অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি যেন শুধু তোমাকেই উজ্জ্বল গরীয়ান্ ক'রে তোলে না, ভারতের সমস্ত সন্তানদেরও যেন তোমার পার্শ্বে স্থান হয়। মায়ের আশীর্ব্বাদ—তুমি চিরজীবী হও।

হেলেনাসহ সেলুকসের প্রবেশ

সেলুকস। মগধ-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক্।

চন্দ্রগুপ্ত। আসুন গ্রীক-সম্রাট্!

সেলুকস। মগধ-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি মহান্! সেকেন্দার সাহের শিবিরে একদিন তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে, আমি তা ভুলিনি। আজ আবার বিনা বাক্যে আমাদের মুক্ত ক'রে দিলে। সন্ধির সর্ত্তমতে আমার একমাত্র আদরিণী স্নেহের কন্যাকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে চাই।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যে হিন্দু।

সেলুকস। হিন্দুও মানুষ! আয় মা! ধর সম্রাট্! আজ এ বিবাহে চিরন্তনের বাত্যা থেমে যাক্, জগতের দুই বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হোক্—ব্যবধানের উত্তুঙ্গ প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক্। কবির ছন্দে ছন্দে প্রেমের উৎস ছুটে যাক্—জগতের বুকে রচিত হোক্ দু'টী বিজাতির এক মিলন-মন্দির।

চন্দ্রগুপ্ত। গ্রীক-সম্রাট্! আমি তোমার সৌজন্যে মুগ্ধ, কিন্তু তোমার এ মহত্ত্বের দান আমি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লাম না। আমার বন্ধু পার্ব্বত্যরাজ মহাবীর মৃত্যুকালে তার কন্যাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে। পার্ব্বত্য রাজকন্যাই ভারতের ভাবী-সম্রাজ্ঞী—চন্দ্রগুপ্তের মহিষী।

শ্যামলীর প্রবেশ

শ্যামলী। আমি সে অনুগ্রহ চাই না সম্রাট্! গ্রীক-রাজকন্যাই ভারতের সম্রাজ্ঞী হোক্, আমার স্বার্থ আজ আমি অম্লানবদনে বলি দিলাম। [স্বগত] চাণক্য! তোমারি ষড়যন্ত্রে আজ আমি দয়িতকে আর একজনের হাতে তুলে দিলাম। [প্রকাশ্যে] সম্রাট্! আমি চল্‌লাম; আমার আর কোন দাবী নেই।

চন্দ্রগুপ্ত। অভিমান ক'রো না শ্যামলি! তুমিও গ্রীককন্যার মত আমার—

চাণক্য। সাবধান চন্দ্রগুপ্ত! সন্ধির সর্ত্ত—

চন্দ্রগুপ্ত। উঃ!

শ্যামলী। তোমরা সুখী হও। আমি সহ্য কর্‌বো। রাজ-দম্পতীর সুখে সুখী হবো। যেন আমার তপস্যা সিদ্ধ হয়। [প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। চ'লে গেল। যাক্, গ্রীক-সম্রাট্। তোমার কন্যাকে আমি সাদরে গ্রহণ কর্লাম।

চাণক্য। তবে ব'সো চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে। ব'সো মা বাম পার্শ্বে তুমি রাজলক্ষ্মী! [উভয়কে সিংহাসনে বসাইল] মুরা! মুরা! চেয়ে দেখ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! দাসীর পুত্র আজ সম্রাট্। পুত্রের শিরে এইবার রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে পূর্ণ কর তোমার দাবী। কাত্যায়ন! রাজমুকুট।

রাজমুকুটহস্তে কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। ধর মুরা! [মুরাকে মুকুট দিল]

মুরা। দাসীপুত্র আজ মগধ-সম্রাট্।

[চন্দ্রগুপ্তের শিরে রাজ-মুকুট পরাইয়া দিল]

সভাসদ্গণ। জয় মগধ-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের জয়!

[নেপথ্যে ডঙ্কাধ্বনি, পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি]

চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেনা শির নত করিল, চাণক্য
ও মুরা দুইজনে উহাদের আশীর্ব্বাদ
করিতে হস্ত উত্তোলন
করিলেন।

যবনিকা

পুস্তকের তালিকা

—উপন্যাস—

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পারাবার (উপন্যাস) ২॥০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মানে না মানা (উপন্যাস) ২॥০

এই ত জীবন „ ২॥০

সহর থেকে দূরে ২।০

ছয়জন বিখ্যাত কথাশিল্পীর

বান্ধবী (উপন্যাস) ২।০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রতিশোধ (উপন্যাস) ২।০

পথভুলে „ ২।০

বুদ্ধদেব বসু

খাতার শেষ পাতা ২।০

প্রণব রায়

মন্দির (উপন্যাস) ২।০

সাত নম্বর বাড়ী „ ২।০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

স্বামী-স্ত্রী (উপন্যাস) ২।০

সোনার সংসার „ ২৲

—উপন্যাস—

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

একালের মেয়ে (উপন্যাস) ২৲

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ফুলশয্যা (উপন্যাস) ২৲

প্রবোধকুমার সান্যাল

নন্দিতা (উপন্যাস) ২৲

প্রমীলার সংসার „ ২৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দাবী (উপন্যাস) ২৲

সমাধান „ ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাংলার মেয়ে (উপন্যাস) ২৲

ডাক্তার „ ২৲

বন্দী „ ২৲

জীবন নদীর তীরে ২৲

সন্ধি ১॥০

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

দেবী চৌধুরাণী ১৵০

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

স্ত্রী „ ১॥০

পুস্তকের তালিকা